প্রথম আলো

Prothom Alo North America

21 November 2024, Thursday, 8th Year, Issue 401, 40 Pages

২১ নভেম্বর ২০২৪, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০১, পৃষ্ঠা: ৪০

রেসলিং কোম্পানির সিইও হচ্ছেন ট্রাম্পের শিক্ষামন্ত্রী

পৃষ্ঠা ২৬

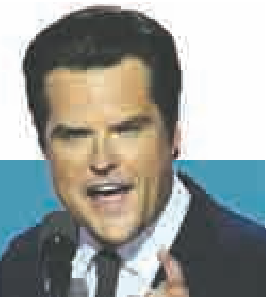

অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে সরলেন ট্রাম্প মনোনীত ম্যাট গেটজ

পৃষ্ঠা ২৮

‘স্যাঙ্কচুয়ারি’ সিটিগুলোতে কতোটা নিরাপদ থাকতে পারবেন অভিবাসীরা?

গণ বিতাড়নের ভয়

ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে হোয়াইট হাউসে ফিরতে পারলে গণহারে অবৈধ ও অনিবন্ধিত অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়ন করবেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার নথিপত্রহীন অভিবাসীদের আশ্রয়ের দেয়ার পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস নগরী। অভিবাসীদের অভয়ারণ্য নামে পরিচিত এ শহরটি ট্রাম্পের ব্যাপক বিতাড়ন উদ্যোগের সময়েও আশ্রয়প্রার্থীদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে বলে নতুন করে আইন প্রণয়ন করেছে।

একইভাবে নিউইয়র্ক নগরও অভবাসীদের অভয়ারণ্য হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে পরিচিত থাকলেও ট্রাম্পের সম্ভাব্য বিতাড়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সেভাবে কোন প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে না। নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডাম নিজের আইনগত সমস্যা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

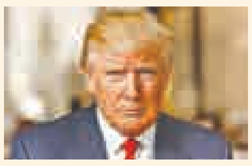

■ ট্রাম্প প্রথম মেয়াদেও অভিবাসীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। এবারও তিনি একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সংস্কারের জন্য নির্বাচন দেরি হতে পারে: ড. ইউনূস

বিশেষ প্রতিনিধি

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, “নির্বাচনের ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। এটা আর থামবে না।’ তবে তিনি এও বলেছেন, ‘নির্বাচনের আয়োজন চলাকালীন কিছু সংস্কার হতে পারে। সংস্কারের জন্য নির্বাচনকে কয়েক মাস বিলম্বিতও করা যেতে পারে।’ আজ ১৭ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৭টায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন।

ড. ইউনূস তাঁর সরকারের এক শ দিন উপলক্ষে এই ভাষণ দেন এবং সেখানে তিনি তাঁর সরকারের সাফল্য ও

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া ও ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: সংগৃহীত

এক যুগ পর সেনাকুঞ্জে খালেদা জিয়া

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সংবর্ধনা

২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সেনাকুঞ্জের অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া ছিলেন সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

ঢাকা অফিস

দীর্ঘ এক যুগ পর সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেনাকুঞ্জের অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া ছিলেন সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, সামরিক কর্মকর্তা এবং বিশিষ্টজনরাও তার উপস্থিতিতে উচ্ছ্বসিত হন।

এ সময় খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদানকে সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের সঙ্গে একীভূত করার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ২১ নভেম্বর পালিত হয় সশস্ত্র বাহিনী দিবস।

সশস্ত্র বাহিনীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আমন্ত্রণ জানানোয় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ তিন বাহিনী প্রধানকে ধন্যবাদ জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি আরো বলেন, সাবেক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সিঙ্গাপুরের নাগরিক দাবি করে সুরক্ষা চাইলেন এস আলম

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাইফুল আলম

নিজেকে সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে দাবি করেছেন এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মো. সাইফুল আলম। বাংলাদেশ ব্যাংক এস আলম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে ‘ভীতি প্রদর্শনমূলক ব্যবস্থা’ নিচ্ছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ চুক্তির আলোকে তার সুরক্ষা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

যে কারণে পিছু হটল সরকার

রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা

ঢাকা অফিস

আসিফ নজরুল

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের খসড়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের শাস্তির বিধান যুক্ত করলেও শেষ মুহূর্তে পিছু হটল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আলাপ-আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে আনা প্রস্তাবটি বাদ দিয়ে আজ বুধবার আইনটি খসড়া উপদেষ্টা পরিষদে পাস হয়েছে বলে জানান আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন সংশোধনের খসড়ায় সংগঠনকে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

যে কারণে দ্রুত ভোট চায় বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকার কত দিন থাকবে, নির্বাচন কবে হবে এ নিয়ে মানুষের মধ্যে যেমন কৌতূহল, তেমনি বিএনপি মধ্যেও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। নির্বাচন বিলম্বিত হতে পারে—এ নিয়ে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোতে নানা শঙ্কার কথা শোনা যাচ্ছে। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এক-এগারোর সরকারের মতো দুই নেত্রীকে মাইনাস করার কোনো কৌশল এবং অন্য কারণ হলো দলের প্রতি জনসমর্থন ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ।

গত ৫ আগস্ট প্রবল গণ-আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামী লীগ সরকার। এরপর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

আপনি যদি অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার সেবার জন্য বাসায় সেবাদানকারী পেতে পারেন

আমরা CDPAP-এর নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি

CDPAP প্রোগ্রাম এর অধীনে সেবাদানকারী হিসেবে আপনি আপনার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশিসহ আপনার পছন্দের যে কাউকে নিয়োগ দিতে পারেন

এসেনসিয়াল হোম কেয়ার

ESSENTIAL HOME CARE

MOHAMMAD HOSSAIN ISTIAQUE, CEO

সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই

CDPAP প্রোগ্রাম আপনার প্রিয়জনের বেতনভার বহন করবে

আপনার পছন্দের মানুষ দিয়ে সেবা গ্রহণ করুন

Jamaica Office
170-10 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Tel : 917-300-6463, 516-744-7544
Fax : 517-744-7111
E-mail : support@essentialcareny.com

Jackson Heights Office
37-18, 73 Street, Suite # 202
Jackson Heights, NY 11373
Phone: 516-744-7544, 516-605-8123, 917-300-6463, Fax : 516-744-7111
E-mail: support@essentialcareny.com

Bronx Office
2165 Starling Ave
Bronx, NY 10462
Tel: 917-970-0056
Fax: 917-970-0058
E-mail : support@essentialcareny.com

Presidential & National Healthcare Champion Awardee

Home Care Agency and run by CIP Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)

ALL COUNTY HOME CARE

CDPAP HHA PCA

allcountyhc@gmail.com
www.allcountyhealthny.com

718-593-0932

QUEENS BRONX BROOKLYN SUFFOLK NASSAU MANHATTAN STATEN ISLAND

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services

Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিসনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAD DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

LIBERTY TRAVELS & TECH

AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

Our Other Services:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Mohammad K. Chishti, CPA

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Hts, NY 11372. Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

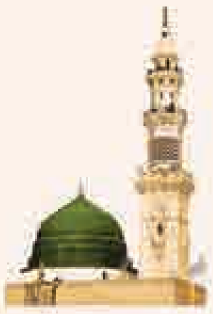

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

★★★★★
Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)

Umrah Package Available

★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM
Quad $1599 | Tripple $1699 | Double $1799

LUXURY STARTING FROM
Quad $1999 | Tripple $2099 | Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

আমরা বাংলায় কথা বলি

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

তারেক রহমানকে দেশে ফেরাতে বৃটেন সহায়তা করবে

ঢাকা ডেস্ক

তারেক রহমান

সরকার লন্ডনে থাকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফেরাতে চাইলে ব্রিটেন সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রশান্ত মহাসাগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট।

১৭ নভেম্বর রোববার সকালে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।

ব্রিটিশ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়েছে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে। এছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরাতে ড. ইউনূস রূপরেখা ঘোষণা করবেন বলে আশা ব্রিটেনের। সেইসঙ্গে রাজনীতিতে সব দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রত্যাশা করে যুক্তরাজ্য।

২০০৭ সালের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আটক হয়েছিলেন তারেক রহমান।

পরে তিনি জামিনে মুক্ত হয়ে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর লন্ডন চলে যান। এরপর লন্ডনে থেকে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দুর্নীতি মামলায় কারাদণ্ড দেওয়ার পর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন তারেক। এরপর লন্ডন থেকেই তিনি দল পরিচালনা করছেন।

পতিত আওয়ামী লীগ সরকার ২১ অগাস্টের গ্রেনেড হামলার জন্য তারেক রহমানকে দায়ী করে থাকে এবং আদালতেও তার শাস্তি হয়। তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারেরও ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্ষমতচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। এরপর ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয়। আওয়ামী শাসনের অবসান ঘটনা পর থেকেই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার গুঞ্জন শোনা যায়।

নির্বাচনের আগেই জাতীয় কাউন্সিল করতে চায় বিএনপি

ঢাকা অফিস

বিএনপির সবশেষ কাউন্সিল হয় ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ। গঠনতন্ত্র-গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ৩ বছর পরপর বাধ্যবাধকতা রয়েছে কাউন্সিলের। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের হামলা-মামলা, দমন-পীড়নসহ নানা বাধায় সেটি করতে পারেনি দলটি।

এবার দলটি নির্বাচনের আগেই জাতীয় কাউন্সিল করতে চায়। শীর্ষ পদে পরিবর্তন না এলেও স্থায়ী কমিটিসহ নানা পর্যায়ে নতুন মুখের দেখা মিলবে বলে জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। আর এক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব বেছে নিতে পর্যালোচনা করা হবে গত ১৬ বছরের আমলনামা। সেই আলোকেই নতুন আঙ্গিকে ভোটে যাবে দলটি।

১৯ সদস্যের স্থায়ী কমিটিতে ৩ ও ৩৭ ভাইস-চেয়ারম্যানের মধ্যে ৯টিসহ সব মিলে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ শূন্য প্রায় ১৩০টি। এছাড়া পুরো কার্যকর হয়নি এক নেতার এক পদ নীতি। তৃণমূলের নেতাদের প্রত্যাশা—কাউন্সিলের মাধ্যমে যোগ্যদের দিয়েই পূরণ করা হোক শূন্য পদ।

ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক বলেন, 'দলের খারাপ সময়ে যারা পাশে ছিল, দেশের জন্য কাজ করেছে তাঁরা ওপরের দিকে উঠে আসবে এটা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যেমন ঘোষণা দিয়েছেন, এটা আমাদেরও দাবি।'

ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আ ন ম সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অবশ্যই আমাদের মূল্যায়ন করছেন, করবেন। এই বিষয়ে আমরা আশাবাদী।'

মাঠ পর্যায়ের এই প্রত্যাশায় সায় আছে কেন্দ্রেও। সেজন্য পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দল শক্তিশালী করতে কাউন্সিল নিয়ে ভাবছে বিএনপি।

দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, 'দেশে গণতন্ত্র ছিল না বলে অনেকদিন কাউন্সিল করা হয়নি। আমরা একটা সমাবেশ করতে পারিনি। আমাদের কোনো অধিকার ছিল না। অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেই কাউন্সিলের কথা আমরা ভাবছি।'

আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, 'আমি মনে করি, নির্বাচনের আগেই বিএনপির কাউন্সিল হওয়া জরুরি। এ ব্যাপারে দলের শীর্ষ নেতারা আলাপ-আলোচনা করে দেখছেন।'

এছাড়া, আইনি প্রক্রিয়া শেষে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপস্থিতিতেই সপ্তম জাতীয় কাউন্সিল করতে চায় দলটির নেতা-কর্মীরা।

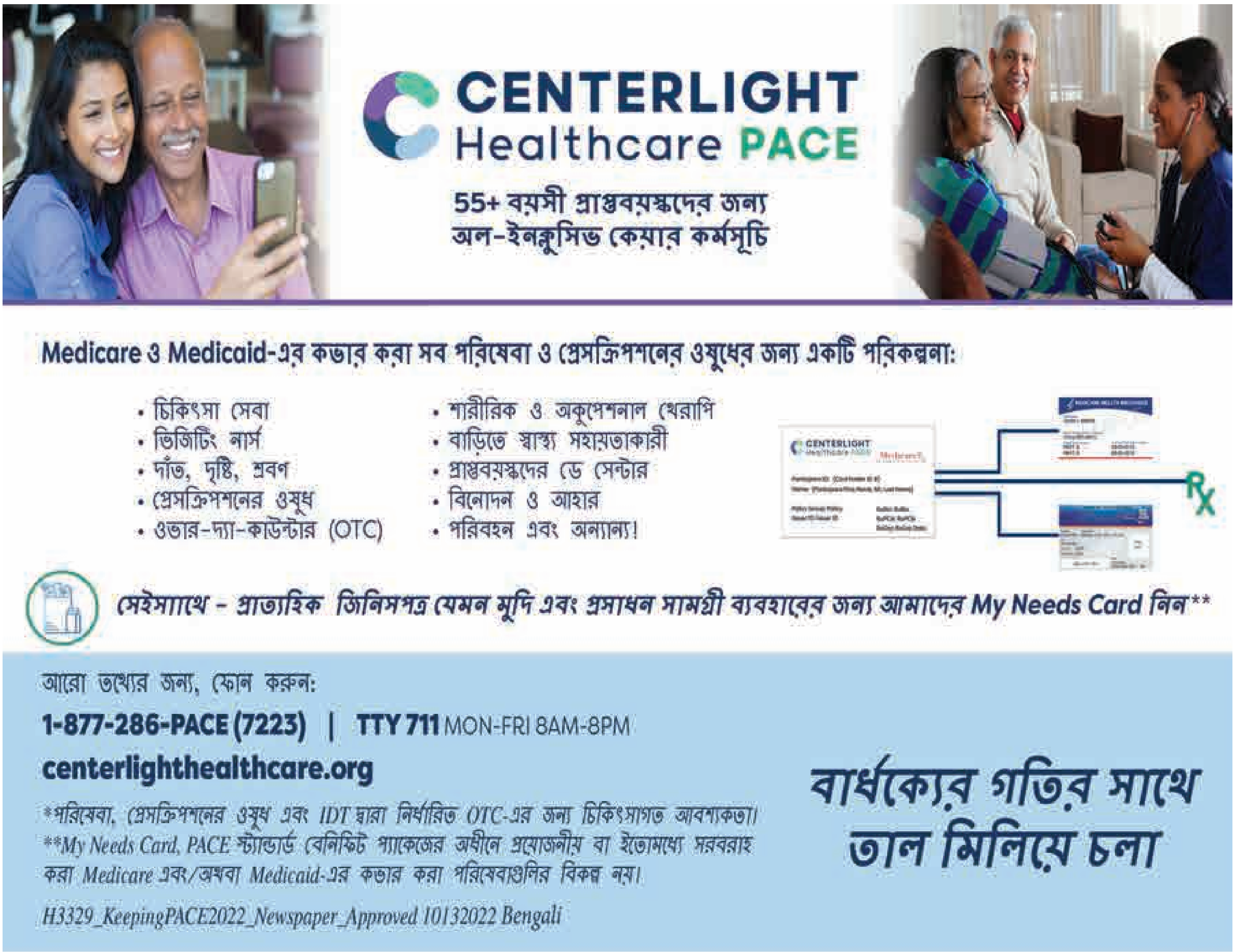

NABANNO
HALAL
FREE WiFi
দেশীয় স্বাদ নবান্নেই
আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।
সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
DOORDASH
Uber Eats
GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com
Nabanno Restaurant
37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)
Our Services
TLC Insurance
DMV & TLC Service
TLC Car & Plate Rent
Auto, Home & Business Ins.
TLC Base (Black & Green Cab)
NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377
Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211
Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com
ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কার আর জনগণের প্রত্যাশা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতায় লিখেছিলেন,

'কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো,

কেউ কথা রাখেনি,/বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও.../বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই।'

সত্যি বলতে কী, আমাদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল দিন বদলের। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হয়-'কেউ কথা রাখেনি'। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্সের কথা আমরা সবসময় শুনে এসেছি, সাবেক সরকারের পতনের মাত্র তিন দিনের মধ্যেই আমরা গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে দেখলাম, দেশ থেকে যে পরিমাণ টাকা পাচার হয়ে গেছে, তা দিয়ে আমরা সত্যিই দিন বদল করতে পারতাম। তাহলে জিরো টলারেন্স নীতি কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল? দৃশ্যমান কিছু মেগা প্রজেক্ট হলেও সেগুলো কতটা স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছাত্র আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের এমন এক অবস্থায় পতন হয়েছে, যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিল, তখন তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রিজার্ভ সংকট, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রাজনৈতিক প্রভাবে ধুঁকতে থাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা সামগ্রিক অর্থনীতির নানামুখী সংকটকে উতরে নেওয়ার বড় চ্যালেঞ্জ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য হয়তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জই হবে ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে দেশকে ঘুরে দাঁড় করানো।

বাংলাদেশের এত বছরের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা তো হুট করে আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়, তবু আশা করব, এ সরকার, বিশেষত গত আন্দোলনে উজ্জীবিত-জাগ্রত এই ছাত্রসমাজ এবং গণমানুষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওই সংস্কার শুরু করবে, যেখান থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি একটি সুস্থ ধারায় ফিরবে এবং যেখানে একজন সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে অংশ নিয়ে জনসাধারণের জন্য কাজ করতে পারবে।

কিন্তু এ সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে 'রাজনৈতিক সংস্কার'। উন্নত দেশগুলোতে রাজনীতির যে ব্যবস্থা, স্বাভাবিকভাবেই আমরা তা অনুসরণ করি না। যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে রাজনীতি একটা সামাজিক সেবার মতো—সাধারণ পেশাজীবী মানুষ রাজনীতি করছেন।

সুশীল সমাজের নাগরিকেরা অথবা পেশাজীবীরা রাজনীতির চরমতম বাজে দিকগুলোর কারণে রাজনীতিতে যুক্ত হন না বা যুক্ত হতে চানও না। অথচ সাধারণ জনগণের জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারবে সাধারণ মানুষ হিসেবে জনসাধারণের সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হওয়া একজন সাধারণ মানুষই...!

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে আন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সরকার এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা হলো গণতন্ত্র এবং সুশাসন। এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যখন যারা ক্ষমতায় থেকেছে তারাই বাঙালি জনগণকে সব সময়ের জন্য একটি বুঝ দিয়ে আসছে যে, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সুশাসন তাদের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা কেবল একটি সরকারকে নির্বাচিত করবে না। বরং নির্বাচিত সরকার হবে আইনের শাসন সংবলিত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ধারক, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সংরক্ষক, সমবেত হওয়ার সুযোগের নিশ্চয়তাদানকারী, নিজ নিজ পছন্দমতো ধর্মচর্চা করার সুযোগদানকারী এবং সম্পত্তির সংরক্ষক। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো যেকোনো উপায়ে নির্বাচনী বৈতরণী পারি দেওয়াকেই গণতন্ত্র রক্ষার একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। কিন্তু তারা অন্যান্য শর্তপূরণ করে না বললেই চলে। প্রতি পাঁচ বছর পরপরই নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে সংকটের আবির্ভাব হয়। নির্বাচন-পরবর্তী কোনো গণতান্ত্রিক অঙ্গীকারই রাজনৈতিক দলগুলো মানতে চায় না। কেউ একবার ক্ষমতা গেলে, ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। অনেক সময় আমরা এদেশে দেখেছি নির্বাচনের নামে প্রহসন।

বর্তমানে দেশে যে ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার অনেক সহজ হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শুধু দরকার দলগুলোর আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতা।

রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে প্রতিশ্রুতি দেয় ঠিকই কিন্তু তা রক্ষায় তাদের সফলতার পরিমাণ খুবই কম। সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা থাকলেও দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের লাগামহীন চর্চার ফলে তারা যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সংগঠিত নাগরিক সমাজের অধিকাংশ আজ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অনুগত। ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের সময়ে একতাবদ্ধ শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও অন্য পেশাজীবীদের অনেকেই তাদের অতীতের নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে এসে এখন দলীয় অঙ্গ কিংবা সহযোগী সংগঠনের খাতায় নিজেদের নাম লিখিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে প্রতিশ্রুতি দেয় ঠিকই কিন্তু তা রক্ষায় তাদের সফলতার পরিমাণ খুবই কম। সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষায় নাগরিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা থাকলেও দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের লাগামহীন চর্চার ফলে তারা যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। সংগঠিত নাগরিক সমাজের অধিকাংশ আজ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অনুগত। ১৯৯০-এর গণ-আন্দোলনের সময়ে একতাবদ্ধ শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও অন্য পেশাজীবীদের অনেকেই তাদের অতীতের নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে এসে এখন দলীয় অঙ্গ কিংবা সহযোগী সংগঠনের খাতায় নিজেদের নাম লিখিয়েছে।

রাজনীতিতে অনৈতিকতার অবসান ঘটলেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলের পথ সুগম হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের জন্য একই সঙ্গে প্রয়োজন হবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ডিজাইন গ্রহণ করা। একটি সুন্দর পদ্ধতিই দুর্নীতিবাজ-দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করবে। সেই সঙ্গে রাজনীতিতে সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচারসহ রাজনীতিতে অনৈতিকতার অবসান, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা পাবে। এখন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য আরও প্রয়োজন সময়োপযোগী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা চালু করা।

বর্তমানে দেশে যে ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার অনেক সহজ হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শুধু দরকার দলগুলোর আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতা।

বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র সংস্কার ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিয়ে দাবি তুললেও নিজেদের দলের সংস্কার নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করছে না। অথচ রাষ্ট্র সংস্কারের মতো রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক দলের সক্রিয় উপস্থিতি অপরিহার্য। গণতন্ত্রের স্বার্থেই দেশে বিরোধী বা একাধিক রাজনৈতিক দল থাকা দরকার। রাজনৈতিক দলের সংস্কারের মাধ্যমে এখন দরকার অপরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ। রাজনীতি নয়, অপরাজনীতি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক দলগুলোর সিদ্ধান্ত ও সহযোগিতা দরকার। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্যমতে, দেশে ৪৮টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। সাধারণ মানুষের কত অংশ নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের নাম জানেন, তা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রাজনৈতিক দলের সংখ্যা যাই থাকুক না কেন, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এভাবে দেশে গণতান্ত্রিক ভিত্তি মজবুত করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশের সুরক্ষায় রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা ছাড়া রাজনৈতিক সরকার নিজেও এ ধরনের চেষ্টায় সফল হতে পারবে না। কারণ গণতন্ত্রের সাফল্য শুধু সরকারের একক কর্তৃত্ব ও সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। এজন্য জনগণের প্রতি ক্ষমতাসীন সরকারি দলসহ সব রাজনৈতিক দলের কমিটমেন্ট থাকতে হয়।

ছাত্রসমাজের এই বিপ্লবে জনগণ পূর্ণ সমর্থন দিয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করেছে। তাই একই সঙ্গে অনেক চ্যালেঞ্জ আর অনেক সম্ভাবনার এই সময়ে প্রত্যাশা করব 'রাজনৈতিক সংস্কারের'...!

অন্তর্বর্তী ও ভবিষ্যৎ সরকারের মেয়াদ এবং নির্বাচনী দিনক্ষণ

সেলিম খান

ডিম আগে, না মুরগি আগের মতো দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সংস্কার আগে, না নির্বাচন আগে–এই তর্ক ক্রমশ ব্যাপৃত হচ্ছে। কারণ, এক পক্ষ সংস্কারের পক্ষে যুক্তি দিলে অপর পক্ষ নির্বাচনের পাল্টা যুক্তি নিয়ে তেড়ে আসছেন। সংস্কারপন্থীদের দাবি, কোনো রাজনৈতিক সরকারই বর্তমান ব্যবস্থার সংস্কার করবে না। অতএব যা করার এই অন্তর্বর্তী সরকারকে করে দিয়ে যেতে হবে। এর বিপক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে বিএনপির বক্তব্য, সংস্কার একটা চলমান প্রক্রিয়া, একে কোনো সময়সীমার মধ্যে বাধা যায় না। আর বড় ধরনের যদি কোনো সংস্কার করতেই হয়, তাহলে তার দায়িত্ব নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের এবং এই নেতৃত্ব দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে একটা মতৈক্যে পৌঁছে সেটা করতে হবে।

এই তরজা যখন জমে উঠেছে, ঠিক সেই সময় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ এবং দুটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকার সেখানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের এক শ দিন পূর্তি উপলক্ষে ড. ইউনূসের দেওয়া ভাষণকে অনেকে গতানুগতিক বলে সমালোচনা করছেন। তবে এই সময়কালে তাঁর সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে বা কাজ করেছে, তার একটা বিবরণ কিন্তু তিনি তুলে ধরেছেন। ওই ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আপনারা সবাই জানেন, আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি।' তাঁর এই কথা থেকে কী তাহলে আমরা এটাই বুঝব যে, সংস্কারের চেয়ে তিনি 'একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের' ওপরেই জোর দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আলাপে একটু পরে এলেই হবে, কারণ তা দীর্ঘায়িত হতে পারে।

তবে সরকারের মেয়াদ নিয়ে কাতারভিত্তিক টিভি চ্যানেল আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস বলেছেন, নতুন সরকারে মেয়াদ হবে চার বছর। আল জাজিরা তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল, 'তাহলে সঠিক সময় কখন হবে, সে সম্পর্কে আপনার মনে কি অনুমিত কোনো ধারণা আছে? অথবা অন্তর্বর্তী সরকার হিসেবে প্রস্তুতি নিতে সুনির্দিষ্টভাবে কত সময় লাগবে?' জবাবে ড. ইউনূস বলেন–না। আমার কোনো ধারণা নেই। আমি তো মনে করি সবারই অন্তর্বর্তী সরকার আছে। আমরা স্থায়ী সরকার নই। উদাহরণ হিসেবে মনে করুন, আমাদের এখানে নিয়মিত সরকারের মেয়াদ হয় ৫ বছর। এটাই বিষয়। কিন্তু নতুন সংবিধানে সম্ভবত এর মেয়াদ করা হচ্ছে ৪ বছর। কারণ, জনগণ দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হতে চায়। এ জন্য এর মেয়াদ ৪ বছরের নিচে থাকা উচিত। এটা নিশ্চিত। এর চেয়ে কমও হতে পারে। তবে বিষয়টি হলো জনগণের, তারা কি চায়। রাজনৈতিক দলগুলো কি চায়।' (মানবজমিন, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪) অর্থাৎ, সংবিধান সংস্কার কমিশন বা নির্বাচন সংস্কার কমিশন থেকে কী ধরনের প্রস্তাব আসতে পারে, তার একটি ইঙ্গিত প্রধান উপদেষ্টা দিয়ে দিলেন। যদিও এ ধরনের ইঙ্গিত তাঁর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে থাকতে পারত কিনা, সে বিতর্ক আছে। কারণ, অন্যান্য রাজনৈতিক সরকারের মতো এই অন্তর্বর্তী সরকার বারবার বলছে, দেশের মালিক জনগণ। তাদের সেই মালিকানা ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সরকার কাজ করছে। কিন্তু বাস্তবে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রধান উপদেষ্টার কাছ থেকে দেশের মালিকেরা জানল একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে।

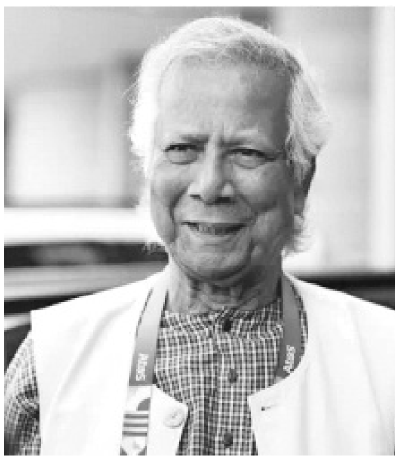

বাদ দেন আমজনতার কথা। প্রধান উপদেষ্টার এই কথা শুনে রে রে করে তেড়ে আসার মতো ভাব দেখাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। 'দেশের একটি প্রধান দলের' মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে আশাহত হয়েছেন। কারণ তাতে নির্বাচনের কোনো রূপরেখা নেই। প্রধান উপদেষ্টার ভবিষ্যৎ সরকারের মেয়াদ চার বছর করার ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। 'বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ বেশির ভাগ দল বলছে, তারা প্রস্তাবিত চার বছর মেয়াদের সাথে একমত নয়।' (প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪)। এই মেয়াদ কমালে কী লাভ হবে দেশের মালিকদের–তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আর যে রাজনৈতিক দল বা জোট ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে স্বৈরাচার হয়ে ওঠে, তারা চার বছর মেয়াদে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারবে না, এই নিশ্চয়তা কে দেবে? কীভাবে দেবে? তার পেছনে যুক্তি কী? বরং সাদা চোখে এটা বোঝা যায়, ২০ বছরে চারটির পরিবর্তে পাঁচটি নির্বাচন হবে। এর অর্থ আরও একটি নির্বাচনে হাজার হাজার কোটি টাকা সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যয় করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের বিষয়টিও চলে এসেছে। অনেকটা কান টানলে মাথা আসার মতো। আজ ১৯ নভেম্বর বণিকবার্তার দ্বিতীয় প্রধান শিরোনাম, 'আল জাজিরাকে প্রধান উপদেষ্টা/ অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ চার বছরের কম হওয়া উচিত।' তাহলে কী এই সরকার চার বছরের কাছাকাছি সময় থাকতে চায়? একটি কথা আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের মুখেই শোনা গেছে, যেহেতু তারা ৫ বছর মেয়াদি একটি সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় বসেছেন, ফলে ওই সরকারের বাকি সময়টা ক্ষমতায় থাকার ম্যান্ডেট তাদের আছে। যদিও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল ইসলাম গত ১৮ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছর হতে পারে–এমন কথা অধ্যাপক ইউনূস আল জাজিরাকে বলেননি। (বণিকবার্তা, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪)। আসলে এ দেশে কোনো শোনা কথা বা গুজব যদি একবার ডালপালা মেলাতে শুরু করে, তাহলে তা রুখে দেওয়া কঠিন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে দেওয়া প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকারে। এখানে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়া আওয়ামী লীগকে রাজনীতি, বিশেষ করে ভোটের রাজনীতিতে ফিরতে দেওয়া হবে কিনা–এ প্রসঙ্গ এসেছে। নির্বাচনে আ.লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে দ্য হিন্দুর সাথে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস কথা বলেছেন। 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "কোনো একটি দল বা আরেকটি দলকে বেছে নেওয়ার জন্য আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই। আমি রাজনীতিকদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করছি।" আওয়ামী লীগের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কোনো আপত্তি আছে কি না—ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুর এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেছেন। ঢাকায় প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় দেওয়া এই সাক্ষাৎকার গতকাল (১৮ নভেম্বর) সোমবার দ্য হিন্দুর অনলাইন সংস্করণে প্রকাশ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগকে আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হবে কি না—এমন প্রশ্নে ড. ইউনূস আরও বলেন, "এটা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা রাজনৈতিক দলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি। বিএনপি এটা করেছে, বলেছে সব রাজনৈতিক দল অবশ্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সুতরাং তারা ইতিমধ্যে রায় দিয়ে দিয়েছে। আমরা দেশের একটি প্রধান দলের মতামতকে উপেক্ষা করব না।"' (প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর, ২০২৪)।

এখানে প্রধান উপদেষ্টা আওয়ামী লীগের নামই উচ্চারণ করেননি। তবে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনী রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার দায় তিনি বিএনপির ওপর ঠেলে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের কথা না বললেই নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৮ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যখন আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের কথা বলি, তখন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বক্তৃতায় সেটিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।' এছাড়া 'ঢাকা সফররত যুক্তরাজ্যের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর বিষয়ক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্যাথরিন ওয়েস্ট বলেছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সব দলের সমান অংশগ্রহণ আশা করে যুক্তরাজ্য। রোববার (১৭ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠকের পর এ কথা জানান তিনি।' (ইত্তেফাক)। তাহলে কী বাইরের চাপে উপদেষ্টামণ্ডলী সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হচ্ছে? না-কি এ বিষয়ে আদালতের ঘাড়ে বন্দুক রাখতে চাইছে?

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতন্ত্রের সন্তান বলে বর্ণনা করেছেন। সে হিসেবে কোনো দলের দোষী ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচারে মধ্য দিয়ে শাস্তি নিশ্চিত করাটা যেমন জরুরি, তেমনি এরমধ্যে কোনো রাজনৈতিক দল পড়ে কিনা তা বিবেচনার দাবি রাখে। বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের কাছে নির্বাচনী দিনক্ষণ নয় একটি রোডম্যাপের জন্য বারবার দাবি জানিয়ে আসছে। এ বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে পরিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালা নিয়ে আলাপ চলতে থাকবে। নির্বাচন ছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করার ব্যাপারে ঐকমত্য গঠনের জন্য অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হতে পারে। দেশবাসীর কাছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আমরা ক্রমাগতভাবে প্রশ্ন তুলতে থাকতে থাকব কী কী সংস্কার নির্বাচনের আগে আপনারা করে নিতে চান। নির্বাচনের আয়োজন চলাকালীন কিছু সংস্কার হতে পারে। সংস্কারের জন্য নির্বাচনকে কয়েক মাস বিলম্বিতও করা যেতে পারে।'

অর্থাৎ, বিষয়টি পরিস্কার। নির্বাচন দিনক্ষণ নিয়ে আপতত সরকারের ভাবনা নেই। মূল ভাবনায় সংস্কার। বর্তমান সরকার প্রথমে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিল আইনজ্ঞ শাহদীন মালিককে। এই বিশিষ্ট আইনজীবীকে খালেদ মুহিউদ্দিন তাঁর নিয়মিত শো-তে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি (শাহদীন মালিক) প্রধান উপদেষ্টা হলে কোন কাজটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, নির্বাচন, নির্বাচন, নির্বাচন।

প্রধান উপদেষ্টার মতো দেশের মালিকেরাও কী এ কথাই ভাবছেন–'আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন'।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

অস্থিরতার লক্ষণ অস্পষ্ট নয়

আনোয়ারুল হক

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের ১০০ দিন পার হয়ে গেছে। ১০০ দিনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা কিছু যে হয়নি, তা নয়। তবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে অস্থিরতার লক্ষণ অস্পষ্ট নয়। এর মধ্যেই তিন দফায় উপদেষ্টার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। গত ১০ নভেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছেন জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম রূপকার মাহফুজ আলম। তিনি যখন শপথ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর মাথার ওপরে স্বাধীনতাসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিটি ছিল। কিন্তু শপথ শেষে তা নামিয়ে ফেলা হয়। ওই ছবিবিহীন স্থানে দাঁড়িয়ে বিজয়ের ভঙ্গিতে নিজের ছবিসহ একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন তরুণ এই নেতা। এ বিষয়ে সাংবাদিক মাসুদ কামাল কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, উপদেষ্টা মাহফুজ আলম সংবিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ করার পরপরই সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন, শপথ ভঙ্গ করেছেন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এর পরদিন আর একটি স্ট্যাটাস দিয়ে মাহফুজ বলেন, 'ছবিটি কর্মকর্তারা নামিয়েছেন।'

প্রশ্ন উঠেছে ছবিটি নামানোর সময় তিনি কি নিষেধ করেছিলেন, নাকি তাঁর সম্মতিতেই নামানো হয়েছিল? যাক, এ প্রসঙ্গ থাক। আগের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, '২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে ১৯৭১ সালে উন্মেষ ঘটা জাতির বাসনা পুনর্বিবেচনার নতুন সুযোগ তৈরি হলো। আমাদের পূর্বপুরুষের লড়াই এবং লাখ লাখ শহীদের আত্মদানের পেছনে যে বাসনা ছিল, সেটা আমরা আবার বাস্তবায়নের সুযোগ পেলাম।' তিনি আরও বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মানুষের মুক্তির যে স্বপ্ন ছিল, সেটা নিছক কোনো ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল না।' ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব মাহফুজ আলম দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে জাতির স্বাধীন ভূখণ্ড গঠনের যে বাসনা এবং সাম্য, ন্যায়বিচার ও অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা, তা রূপায়ণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে? নিশ্চয় মাহফুজ আলম নন। একই সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেছিলেন, 'তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেকোনো কিছু ভাঙার বিরুদ্ধে।' ছবি সরানো কি গড়ার পর্যায়ে পড়ে?

মাহফুজ আলম বলেছেন, 'কন্যার ফ্যাসিবাদী শাসনের কারণে শেখের ছবি নামানো হয়েছে।' এ কেমন কথা! স্কুলে ছাত্রছাত্রী অসদাচরণ করলে যেমন অভিভাবককে ডেকে পাঠানো হয়, তেমনি হাসিনার অপরাধের জন্য মুজিবের ছবি টেনে নামানো হলো। মাহফুজ আলম আরও বলেছেন, স্বাধীনতার পর পিতার 'কৃত অপরাধের' জন্য এখন কন্যা ক্ষমা চাইলে পিতাকে আবার সম্মানের আসনে বসানো হবে। কিন্তু জাতীয় সম্পদের যেমন কোনো একক মালিকানা থাকে না, তেমনি একটা দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের মহানায়কও স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মালিকানায় থাকেন না বা তাঁদের পরিচয়ে পরিচিত হন না—তা যতই তারা তাঁর নাম ব্যবহার বা অপব্যবহার করুক না কেন। দেশের স্থপতি হিসেবে শেখ মুজিবের পরিচিতি তো কন্যার কারণে নয়।

মাহফুজ আলমের স্ট্যাটাস দেখে আমার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের স্ট্যাটাসের কথা মনে পড়ছে। শেখ মুজিবের ভাস্কর্য ভাঙচুর প্রসঙ্গে শাহবাজ শরিফ বলেন, 'যিনি খারাপ কাজ করবেন, তা ফের তাঁর ওপরই আসবে। শেখ মুজিবুর রহমান এই অবিভক্ত পাকিস্তানকে দুই ভাগ করেছিলেন। যিনি পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি অবশেষে তাঁর করুণ পরিণতি ভোগ করেছেন।' পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মনোযাতনা দেখে আমার মনে হয়েছে শেখ মুজিব দেয়ালের ছবিতে না থাকলেও আমাদের সঙ্গে এই বাংলাদেশেই আছেন। বাংলাদেশের মানুষের মাঝে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কেননা, তিনিই আমাদের স্বাধীনতার নেতা। অবশ্যই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে একদিকে বিপর্যস্ত অর্থনীতি, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, দলীয় লোকজনের দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি; অন্যদিকে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে দেশের কিছু এলাকায় সশস্ত্র লড়াই, ঈদের জামাতে গুলি করে জনপ্রতিনিধি হত্যা, স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবসে হরতালের ডাক ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি কতটুকু প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, গণতন্ত্রের পরিসর কতটুকু সংকুচিত করেছেন—সেসব নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে...।

এবারের আন্দোলনের ছাত্রনেতারা প্রায়ই বলে থাকেন, তারা এখনো 'ট্রমাটাইজড'। মুজিবের ছবি নামানো এবং সেটাকে কেন্দ্র করে পোস্ট দেখে মনে হয় তাঁরা আসলেই 'ট্রমাটাইজড'। কেউ কেউ তো গত ১০০ দিনে নাকি ১০০ ঘণ্টাও ঘুমাতে পারেননি। ট্রমাটাইজড অবস্থা কিন্তু ফ্যাসিবাদী প্রবণতা সৃষ্টি করে। তাই তাঁরা দ্রুত ট্রমা ও অস্থিরতা থেকে বের হয়ে আসুক। শেখ হাসিনাও কিন্তু ট্রমাটাইজড ছিলেন! সে বিষয়ে আরেক দিন লেখার ইচ্ছা আছে।

বর্তমান সরকারে বহুমুখী ভাবধারার মানুষের সমন্বয় হয়েছে। কিন্তু যাঁরা চালিকাশক্তি হিসেবে পেছনে আছেন, মাঝে মাঝে মনে হয় কর্তৃত্ববাদী হাসিনা বা আওয়ামী দুঃশাসন অপেক্ষা একাত্তর বা মুক্তিযুদ্ধের ওপর তাঁদের আক্রোশ বেশি, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। তাই মুক্তিযুদ্ধের নায়ক মুজিবকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে মনের ঝাল মেটাচ্ছেন! আর এই সুযোগ শেখ হাসিনা করে দিয়ে গেছেন—সবখানেই মুজিবের ছবি, সব মোড়েই মুজিবের ভাস্কর্য, সব প্রতিষ্ঠান-স্থাপনা মুজিবের নামে, সবকিছুই মুজিবময় করার বিরক্তিকর ও স্বেচ্ছাচারী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে।

এবারের আন্দোলনের এই স্বপ্নিল উত্তরণের জননী শেখ হাসিনা, তাঁর ভয়ংকর নোংরা দীর্ঘস্থায়ী কর্তৃত্ববাদ। মাহফুজ আলমদের সবচেয়ে বেশি ঋণী থাকা উচিত শেখ হাসিনার কাছে। এখানে জামায়াত-শিবির এমনকি বিএনপিও স্বনামে, নিজ পরিচয়ে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সফলতা পায় না। এখানে সফলতা পেতে হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের সীমাহীন স্বৈরতন্ত্রের জমিন লাগে, জাতীয় পতাকার লাল সূর্য কপালে ধারণ করা লাগে, ডি এল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' কণ্ঠে তুলে নিতে লাগে!

আবার এসব দেখে দেশবাসীও নিশ্চিন্ত হয় যে আশার সব জায়গা এখনো জীবিত আছে। কঠিনেরে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বুকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ রূপকথার গল্পের চেয়েও উজ্জ্বল এক সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে। আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি পরাজিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে অসামান্য অবদান রাখা এই দলকে এখন তার নিজের দেশের মানুষের ওপর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের দায় নিতে হচ্ছে। এই হত্যাযজ্ঞ আওয়ামী লীগের রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে করে দিয়েছে। তার পরেও আন্দোলনের সামনের কাতারে থাকা নেতারা কিসের ভয়ে এত অস্থির!

মাহফুজ আলম দেশের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভবিষ্যৎ সরকার, সর্বোপরি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ইত্যাদি বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মীমাংসিত বিষয়াদি নিয়ে বিতর্ক না করে সেসব বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিয়ে দ্রুত গণতন্ত্রে উত্তরণের উপায় বের করতে পারলে এবারের আন্দোলনের সাফল্য স্থায়ী রূপ পাবে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট্য

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

নজিরবিহীন বাস্তবতায় সরকার

হাসান মামুন

দলীয় রাজনৈতিক সরকারের সঙ্গে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের তুলনা হতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন পাশে রেখেই ইউনূস সরকারের কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে এর ১০০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার সময়টায়। তবে সাধারণ মানুষ মনে হয় প্রতিদিনই তার জীবনে সরকারের ভূমিকা বিচার করে দেখছে।

মানুষের মধ্যে অবশ্য রয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মানুষও কম নেই। এদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হচ্ছে খুব, বিশেষত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিতর্ক বেড়ে যাওয়া ইতিবাচক বৈকি।বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টিও ভালো। তবে সব বক্তব্যই হওয়া উচিত তথ্যভিত্তিক। হালে ক্ষমতাচ্যুতদের মধ্য থেকে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা বেড়েছে। সরকারপক্ষ চেষ্টা করছে তথ্য জুগিয়ে সেটা মোকাবিলা করতে। শাস্তির ভয় দেখিয়ে প্রতিপক্ষ দমনের বদলে এটাই ভালো পন্থা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তো ‘অবারিত’ই হওয়ার কথা, যতক্ষণ না সেটা অন্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। দেশের একজন খ্যাতিমান সম্পাদক এক সভায় ‘অতীত ও বর্তমান সরকারের দিকে তাকিয়ে’ বললেন, এখন অন্যতম অর্জন হচ্ছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। তবে সব রকম খবর নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী প্রকাশ করা যাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন বোধ হয় রয়েই গেছে। আর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মানে তো কেবল সংবাদকর্মীদের স্বাধীনতা নয়। ক্ষমতাহীন প্রান্তিক মানুষটিও যেন তার মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।

সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট নামের কালো আইনটি বাতিলের বিষয় প্রক্রিয়াধীন বলে জানানো হয়েছে। এর বদলে এমন কিছু করা হবে, যাতে জনগণের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়। আসলে সুরক্ষা দরকার জনগণের আর সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন জবাবদিহি। সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে পাঁচ বছর পরপর নয়; করতে হবে প্রতিদিন। সেটা হতে হবে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে। সংসদ অধিবেশন না থাকলে তার জবাবদিহি চলবে সংসদীয় কমিটিতে। এখন অবশ্য সংসদ অনুপস্থিত।

বিলুপ্ত ঘোষণার আগে ‘ডামি নির্বাচনের’ মাধ্যমে আসা এর সিংহভাগ সদস্যই গেছেন পালিয়ে। গণ-অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার পর এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিকও নয়। এ অবস্থায় অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

যাঁরা এর উপদেষ্টা হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই অবশ্য সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই। হয়তো নিজ নিজ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তাঁরা নাম করেছেন। তাঁদের কারও বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগ না উঠলেও অদক্ষতার অভিযোগ কিন্তু কম নয়। উদ্যোগ গ্রহণে আন্তরিকতা থাকলেও বাস্তবায়নে তাদের সক্ষমতা কমই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর বড় প্রমাণ গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতদের তালিকা করে তাদের ক্ষেত্রে যা যা করা একান্ত জরুরি ছিল, সে ক্ষেত্রে সৃষ্ট অচলাবস্থা। এটা ঘিরেও সম্প্রতি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় রাজধানীর একটি হাসপাতালের সামনে। প্রধান রপ্তানি খাতেও সড়ক অবরোধ ঘটে চলেছে। এর দায় হয়তো প্রধানত বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের।

কিন্তু যে নজিরবিহীন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারটি এসেছে, তার বিশেষত আহতদের প্রতি সময়োচিত সুদৃষ্টি দিতে না পারাটা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে সরকারকে। সরকার অবশ্য ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে দ্রুত একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুন্দর বাস্তবায়ন এখন দেখতে চাইব।

অতীতে আমরা চারটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেখেছি। এর একটি অবশ্য তিন মাসের মেয়াদ পার করে প্রায় দুই বছর ছিল রাষ্ট্রক্ষমতায়। এর কোনোটির সঙ্গেও কি ইউনূস সরকারের তুলনা চলে? তুলনা চলে না সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণেই। এই সরকার দায়িত্ব নিয়েছে নজিরবিহীন রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তার আগে একটি স্বেচ্ছাচারী সরকার সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল তিন-তিনটি অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। এমন একটি ‘রেজিম’ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়লেও নতুন কোনো সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা সহজ হতো না। সেটি হোক অন্তর্বর্তী কিংবা রাজনৈতিক সরকার। আমরা জানি, ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরেছিল ১৯৯৬ সালে। তার আগে একটি নির্বাচিত সরকারই ছিল ক্ষমতায়। এর আগে ছিল দীর্ঘ সামরিক শাসনামল।

ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠলেই শেখ হাসিনা তখন বলতেন ‘২১ বছরের জঞ্জাল’ পরিষ্কারের কথা। বর্তমান সরকারের ভেতর থেকেও বলা হচ্ছে ‘১৫ বছরের জঞ্জাল’ পরিষ্কারের কথা। হাসিনা সরকারের একটি মেয়াদ অবশ্য ছিল জনগণ দ্বারা অনুমোদিত। ওই সময়েও ‘জঞ্জাল’ তৈরি হয়নি, তা নয়। ওই সময়েই কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হয়েছিল। এর অপব্যবহার অবশ্য শুরু করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি-জামায়াত সরকার। অপব্যবহারের শিকার হওয়ার পর ব্যবস্থাটিই বাতিল করে দেওয়া হয় হাসিনার শাসনামলে। আর এটাই খুলে দেয় সর্বনাশের পথ। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এখন। আদালতেও লড়াই চলছে ব্যবস্থাটি ফিরিয়ে আনার।

আগামী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে কি না, সেটাই বা কে বলবে! সে ক্ষেত্রে ইউনূস সরকার হয়তো জরুরি সংস্কার সেরেই গ্রহণ করবে বিদায়। সেটা ঘটলেও, তার আগপর্যন্ত দেশটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হবে তাদের। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা বলেছেন, তারা ক্ষমতা নেননি; দায়িত্ব নিয়েছেন। ‘দায়িত্ব’ নিলেও সেটা তো দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে হবে।

কারা তাদের দায়িত্ব দিয়েছে, সেটাও অস্পষ্ট নয়। কত জটিল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছেন, সেটাও স্পষ্ট। এমন পরিস্থিতিতে ‘প্রত্যাশার চাপ’ কত বেশি থাকে, সেটাও জানা। আছে নানামুখী প্রত্যাশাও। গণ-অভ্যুত্থানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশাও অভিন্ন নয়। শক্তিশালী প্রতিটি পক্ষ চাইছে, অন্তর্বর্তী সরকার তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করুক! এ নিয়ে কম বিতর্কও সৃষ্টি হচ্ছে না। কোনো কোনো বিতর্কের পর সরকারকে ‘সংশোধনমূলক পদক্ষেপ’ নিতেও দেখা যাচ্ছে।

এ অবস্থায় সরকারের উচিত হবে অহেতুক বিতর্কে না জড়িয়ে গণ-অভ্যুত্থানের চেতনায় সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে আত্মনিয়োগ করা। সিংহভাগ মানুষ যে এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে, সেটা নিয়ে সম্ভবত কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু যারা পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে পারেনি, তাদের জীবনেও স্বস্তি জোগাতে হবে সরকারকে। ১ কোটির মতো মানুষ রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

এদের প্রতিও সরকারের কম দায়িত্ব নেই। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ হালে আমরা দেখলাম বিমানবন্দরে ‘প্রবাসী লাউঞ্জ’ চালু হতে। নগরজীবনে গণপরিবহনকে মানসম্মত করার একটি উদ্যোগও রয়েছে। কিন্তু পলিথিনের ব্যবহার বন্ধের মতো জটিল কাজে মনোনিবেশ করা এই মুহূর্তে জরুরি কি না, সেই প্রশ্ন উঠবে। গণ-অভ্যুত্থানকারীদের একাংশের চাপে কিছু ‘নীতিগত কাজে’ও উৎসাহ দেখাচ্ছে সরকার, যা নিয়ে দেশে রয়েছে স্পষ্ট বিভাজন। এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর মতো জানতে হলেও অন্তত গণভোটের আয়োজন করতে হবে। এই মুহূর্তে সেই বিধানও কিন্তু নেই। প্রধান উপদেষ্টা অবশ্য বারবারই বলছেন, তাদের মেয়াদ দীর্ঘ হবে না। নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই লক্ষ্য।

তবে তার আগে শেষ হতে হবে সংস্কারগুলো। এ লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কমিশন গঠন করেছে সরকার। এত জায়গায় হাত দেওয়া ‘জরুরি’ কি না, সে বিষয়েও রয়েছে বিতর্ক। এই মুহূর্তে মাঠে থাকা প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি মনে করে, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারসহ এর তালিকা হওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত। দেশে তাদের সমর্থক বেশি বলে ধরে নিলে বলতে হয়, এটাই হয়তো অধিকাংশ মানুষের মত। তবে গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রনেতাদের মত ভিন্ন। উপদেষ্টা পরিষদের বাইরে থেকেও সরকারের ওপর তাদের প্রভাব বেশি বলে মনে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনও যে ঘটছে না, তা নয়। রাষ্ট্রপতি অপসারণের দাবি থেকে তাদের সরে আসার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মতামতের একধরনের প্রতিফলন ঘটছে হয়তো।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে মাঠে থাকা সেনাবাহিনীকে দেওয়া বিশেষ ক্ষমতার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে সম্প্রতি। তার মানে, পুলিশ এখনো সক্রিয় হয়নি। সরকার ১০০ দিনেও তাদের সক্রিয় করতে পারেনি, এটা কারও নজর এড়াচ্ছে না। এর যত কারণই থাকুক—দ্রুত এ ক্ষেত্রে উন্নতি আনতে হবে। রাষ্ট্রে যার যা দায়িত্ব, সেটি পালনে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সামাজিক অপরাধও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে মূলত পুলিশ সক্রিয় না থাকায়।

খোদ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় ডাকাতি ও খুন বেড়েছে। তিন মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও এটা কোনো যুক্তি নয় যে, পরিস্থিতির তো আরও অবনতি ঘটতে পারত! মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি দ্রুত ভালো হওয়ার নয়, এটা সাধারণ মানুষ না বুঝলেও বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বোঝেন। কিন্তু তারও বোধকরি সন্তুষ্ট নন নতুন করে মূল্যস্ফীতি বাড়ায়। আলুর দাম মানসম্মত চালের দামকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে! এ অবস্থায় পাকিস্তান থেকে আমদানি বাড়বে কি না—এমন বিতর্কের কম গুরুত্ব রয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। আমদানির পাশাপাশি দেশে খাদ্য উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে হবে। ব্যাংক খাতসহ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি না এলে খোদ সরকারের মধ্যেই শিথিল হয়ে আসবে সংস্কার বিষয়ে আগ্রহ। কিন্তু ‘জরুরি সংস্কার’ না হলে চলবে না, এটাও বাস্তবতা।

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

সংস্কারের জন্য নির্বাচন দেরি হতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, তার কাজও বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারত থেকে ফেরত চাইব।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণের উল্লখযোগ অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

‘প্রিয় দেশবাসী,

শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, বয়স্ক, বৃদ্ধ, পুরুষ, মহিলা সবাইকে সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামু আলাইকুম

শুরুতেই স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের লাখো লাখো শহীদ এবং গত জুলাই-আগস্ট মাসে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদকে। সবাইকে জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও গভীর শ্রদ্ধা। আরো স্মরণ করছি তাদের, ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যারা আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে। যারা নয় দফা নিয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা এক দফা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা দেশকে এক হিংস্র স্বৈরাচারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আপনাদের, আপনাদের ভাই-বোনদের, আপনাদের সন্তানদের যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইব

আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম ১০০ দিন অতিক্রম করলাম। আপনারা জানেন কী কঠিন এক পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিস্ট সরকারপ্রধান পালিয়ে গেলে দেশ সরকার-শূন্য হয় সাময়িকভাবে। পুলিশ প্রশাসনও এ সময় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে উদ্বেগজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্বৈরশাসনে বিপর্যস্ত এই দেশকে আমাদের সবাইকে মিলে পুনর্গঠন করতে হচ্ছে। জুলাই-অগাস্ট বিপ্লবের পর আমরা এমন একটি দেশ হাতে পেয়েছি, যার সর্বত্র ছিল বিশৃঙ্খলা। স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপ্লব চলাকালে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-শ্রমিক-জনতার শহীদি মৃত্যু হয়। আমাদের সরকার প্রতিটি মৃত্যুর তথ্য অত্যন্ত যত্নের সাথে জোগাড় করছে। এই বিপ্লবে আহত হয়েছে ১৯,৯৩১ জন। আহতদের জন্য ঢাকার ১৩টি হাসপাতালসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিনই তালিকায় আরো নতুন নতুন শহীদের তথ্য যোগ হচ্ছে, যারা স্বৈরাচারের আক্রোশের শিকার হয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। প্রতিটি হত্যার বিচার আমরা করবই। জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচারের যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, তার কাজও বেশ ভালোভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারত থেকে ফেরত চাইব।

১৬০০ গুমের তথ্য পাওয়া গেছে

কেবল জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডই নয়, আমরা গত ১৫ বছরে সব অপকর্মের বিচার করব। অসংখ্য মানুষ গুম হয়েছে, খুন হয়েছে এই সময়ে। আমরা গুমের তদন্তে একটি কমিশন গঠন করেছি। কমিশনপ্রধান আমাকে জানিয়েছেন অক্টোবর পর্যন্ত তারা ১,৬০০ গুমের তথ্য পেয়েছেন। তাদের ধারণা এই সংখ্যা ৩,৫০০ ছাড়িয়ে যাবে। অনেকেই কমিশনের কাছে গুমের অভিযোগ করতে ভয় পাচ্ছেন এই ভেবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা তারা আবার আক্রান্ত হতে পারেন, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আপনারা দ্বিধাহীন চিত্তে কমিশনকে আপনাদের অভিযোগ জানান। কারো সাধ্য নেই আপনাদের গায়ে আবার হাত দেয়।

প্রিয় দেশবাসী,

আমি আগেও জানিয়েছি, আবারো জানাচ্ছি, গণ-অভ্যুথানে সকল শহীদদের পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। একজনও বাদ যাবে না। সকল আহত শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করবে। আহতদের দীর্ঘমেয়াদি এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসা এবং শহীদদের পরিবারের দেখা-শোনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি শহীদ পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হচ্ছে। যারা বুলেটের আঘাতে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, তাঁদের চিকিৎসার জন্য নেপাল থেকে কর্নিয়া আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং যাদের প্রয়োজন তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানের কোনো শহীদ এবং আহত ছাত্র-শ্রমিক চিকিৎসা সেবা এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা থেকে বাদ যাবে না। এটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অঙ্গীকার।

এই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে গঠিত “জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন” বেশ পাকাপোক্তভাবে তাদের কাজ শুরু করেছে। এই ফাউন্ডেশনে সরকার ১০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এছাড়াও জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন ও আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বরাদ্দ প্রস্তাব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

ব্যাপক সহিংসতা এড়ানো গেছে

পতিত স্বৈরাচার পুলিশকে দলীয় কর্মীর মতো ব্যবহার করেছে। বাধ্য হয়ে তাদের অনেকেই গণহত্যায় অংশ নিয়েছেন। খুবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তারা জনরোষের শিকার হয়েছেন। এতে তাদের মনোবল অনেক কমে যায়। আমরা পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে এনে তাদের আবার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। এক্ষেত্রে অনেক দৃশ্যমান উন্নতিও হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও কিছু নির্বাহী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা পরিস্থিতির দৃশ্যমান উন্নতিতে সহায়তা করেছে।

সংখ্যালঘুদের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছে

আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি, বাংলাদেশ তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত একটা দেশ। এ সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা সহিংসতারও শিকার হয়েছেন। কিন্তু এটা নিয়ে যেসব প্রচার-প্রচারণা হয়েছে, তা ছিল সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত। অল্প যে সমস্ত সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু এসব ঘটনাকে ধর্মীয় আবরণ দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন করে অস্থিতিশীল করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনাদের সবার সহযোগিতায় আমরা দৃঢ়ভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি।

পণ্যমূল্য কমিয়ে আনতে সরকার সক্রিয়

বন্যার ফলে অনেক জায়গায় ফসলহানি হয়েছে, ব্যাহত হয়েছে পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খল। বন্যা পরবর্তী সময়ে বাজারে শাক-সবজিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছে। ফলে আপনাদের কষ্ট হয়েছে। নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বাজারে ডিমের সরবরাহ বাড়ানো জন্য আমরা সাড়ে নয় কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দিয়েছি। এ জন্য প্রয়োজনীয় শুল্ক ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে ডিমের উৎপাদকরা যাতে সরাসরি বাজারে ডিম সরবরাহ করতে পারে, সেই উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

মানুষ যাতে স্বল্প মূল্যে কৃষিপণ্য কিনতে পারে, সেজন্য রাজধানীসহ বিভিন্ন স্পটে সরকারি কিছু পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। টিসিবির মাধ্যমে ১ কোটি নিম্ন আয়ের ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে ৫৭ লাখকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বন্যার ফলে চালের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় চাল আমদানিতে শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। আসন্ন রমজানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও দাম যাতে স্বাভাবিক থাকে, এজন্য সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমাদের কোনো লুকোছাপা নেই। মূল্যস্ফীতির পূর্ণ তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি রোধে উচ্চ সুদের হার নির্ধারণসহ একাধিক নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শস্য আমদানিতে এলসি-সীমা অপসারণ এবং সরবরাহ চেইন সংক্ষিপ্ত করা।

সামান্য হলেও জ্বালানি তেলের মূল্য কমানো হয়েছে। শিল্প কারখানায় গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ব্যাহত না হয় এবং রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গণ-শুনানি ছাড়া নির্বাহী আদেশে বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম না বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি বন্ধের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা আশা করি বাজারে পণ্যমূল্য কমিয়ে আনতে এটা ভূমিকা রাখবে। নেপাল থেকে পানিবিদ্যুত বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠু নির্বাচন

দৈনন্দিন রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি আমাদের ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বিনির্মাণের কথাও ভাবতে হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন, আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছি। বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মতামত নিয়ে যাচ্ছি। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এসব মতামত অনেকাংশে প্রতিফলিত হচ্ছে। চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিটি মতামত সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করছি নির্ধারিত সময়ে, ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যেই সংস্কার কমিশনগুলো তাদের সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করতে পারবে। তাদের সুপারিশ নিয়ে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ক্রমাগতভাবে আলোচনায় বসব। সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতেই আমরা সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করব।

নির্বাচন কবে হবে এই প্রশ্ন আপনাদের সবার মনেই আছে। আমাদের মনেও সারাক্ষণ আছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছি। কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন হয়ে যাবে। তারপর থেকে নির্বাচন আয়োজন করার সমস্ত দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে।

নির্বাচন নিয়ে আপনাদের সকল বক্তব্য বিনা দ্বিধায় বলতে থাকুন। আপনার মনের কথা তুলে ধরুন। আমার অনুরোধ সংস্কারের কথাটাও একই সঙ্গে বলুন। সংস্কারকে পাশ কাটিয়ে যাবেন না। নির্বাচনের কথা বলার সঙ্গে নির্বাচন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কারের কথাটিও বলুন। সংস্কার হলো জাতির দীর্ঘমেয়াদি জীবনী শক্তি। সংস্কার জাতিকে, বিশেষ করে, আমাদের তরুণ-তরুণীদের নতুন পৃথিবী সৃষ্টির সুযোগ দেবে। জাতিকে বঞ্চিত করবেন না।

নির্বাচন আয়োজনে যে সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালায় রাজনৈতিক দলসমূহ এবং দেশের সকল মানুষের মতামত অপরিহার্য, সে কমিশন হলো সংবিধান সংস্কার কমিশন। এই সুপারিশমালার কোন অংশ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তার ভিত্তিতে নির্বাচনী আইন সংশোধন করতে হবে। সমান্তরালভাবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

আমি নিশ্চিত নই, সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের সুযোগ আমরা কতটুকু পাব। তবে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনারা সুযোগ দিলে প্রয়োজনীয় কিছু অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারকাজ শেষ করেই আমরা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন আয়োজন করব। তত দিন পর্যন্ত আমি আপনাদের ধৈর্য্য ধারণ করার অনুরোধ করব। আমরা চাইব, আমরা যেন এমন একটি নির্বাচনব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারি, যা যুগযুগ ধরে অনুসরণ করা যাবে। এর ফলে সাংবাৎসরিক রাজনৈতিক সংকট থেকে আমাদের দেশ রক্ষা পাবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু আমি আপনাদের কাছে চেয়ে নিচ্ছি। নির্বাচনী সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে খুব দ্রুত আপনারা নির্বাচনের রোডম্যাপও পেয়ে যাবেন।

অন্তর্বর্তী সরকার সৃষ্টি হয়েছে রাজনীতিকে নীতির কাঠামোয় আনার জন্য, এবং রাজনীতির জন্য নতুন পরিবেশ সৃষ্টির নিবিড় আকাঙ্ক্ষা থেকে। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা থেকে জাতিকে বঞ্চিত করবেন না।

সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না

আমরা দু’দিন পরে চলে যাব। কিন্তু আমাদের মাধ্যমে জাতির জন্য যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হলো, সে সুযোগটা যেন কোনো রকমেই হাতছাড়া করে না দিই, এটার ব্যাপারে দৃঢ় থাকার জন্য আমি দলমত, নারী-পুরুষ, ধর্ম, তরুণ-বৃদ্ধ, ছাত্র, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষক নির্বিশেষে সবার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা আমার এই আবেদন গ্রহণ করবেন।

সেনাকুঞ্জে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ছাত্র আন্দোলনের নেতা ৩ উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, আসিফ মাহমুদ ও নাহিদ ইসলাম

এক যুগ পর সেনাকুঞ্জে খালেদা জিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র বাহিনী থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।

খালেদা জিয়ার সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের কুশল বিনিময়

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। বৃহস্পতিবার সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এ কুশল বিনিময় করেন তারা। এ সময় ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। বিএনপি চেয়ারপারসন জুলাই-আগস্টে ছাত্রদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। কুশল বিনিময় শেষে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুকে তিনটি ছবি শেয়ার দিয়ে লেখেন, ‘আপনাকে এই সুযোগ করে দিতে পেরে আমরা গর্বিত।’

সেনাকুঞ্জে খালেদা জিয়ার সঙ্গে জামায়াত আমীরের কুশল

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান। এসময় তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে জামায়াতের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলটির নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা’ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন।

যে কারণে পিছু হটল সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিষিদ্ধ করার বিধান ছিল। সেখানে বলা ছিল, কোনো সংগঠনকে শাস্তি দেওয়া দরকার মনে করলে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে শাস্তির সুপারিশ করতে পারবে।

আসিফ নজরুল বলেন, ‘কিন্তু আজকে আমাদের উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আমরা এই বিচারকে অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চাই না। রাজনৈতিক দল বা কোনো সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন এলে এই আইনকে অযথাই প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমরা সেই সুযোগ দিতে চাই না। আমরা একদম ডিসেন্ট ওয়েতে, ফেয়ার ওয়েতে বিচারটা করতে চাই। এই জন্য এই প্রভিশনটা বাতিল করা হয়েছে।’

আইন উপদেষ্টা আরো বলেন, ‘আরেকটা বিষয় আমরা অনুভব করেছি, কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো সংগঠনকে তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যদি নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় বা দাবি উঠে, তাহলে আমাদের অন্যান্য আইনে নিষিদ্ধ করার বিধান রয়েছে, সন্ত্রাস দমন আইনে রয়েছে, নির্বাচনী আইনে রয়েছে। ১৯৭৯ পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাক্টে সেই সুযোগ রয়েছে।’

রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের বিধান রাখাসহ বেশ কিছু বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করা হয়। খুন, গুম, নির্যাতনের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে কোনো দল বা সংগঠন দোষী সাব্যস্ত হলে সেই দল বা সংগঠনের নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলের সুপারিশে বিধান ছিল খসড়ায়।

তবে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে আইনজীবীদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলছেন, দেশে ভিন্ন একটি আইনে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। এরপরও আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে এ ব্যাপারে বিধান যুক্ত করা হলে, তা বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৫ আগস্ট। তাদের শাসনের পতনের আন্দোলনে সরকারি হিসাবে ৮৭৪ জন নিহত হন। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ ওঠে।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গণহত্যা ও আওয়ামী লীগের শাসনের সময়ে গুমের অভিযোগগুলোর বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে বিচার কার্যক্রমের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। একই সঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আইনটি সংশোধনের।

সরকারি সূত্রগুলো জানিয়েছে, সংশোধনী প্রস্তাবগুলো চূড়ান্ত করে অল্প সময়ের মধ্যে তা অধ্যাদেশ হিসেবে জারি করা হবে। যেহেতু দেশে এখন সংসদ নেই। এই অধ্যাদেশের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৪’।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩’ করা হয়েছিল। এই আইনে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের বিচার কার্যকর করে আওয়ামী লীগ সরকার। একই অপরাধ সংগঠন বা দল হিসেবে জামায়াতের বিচারের জন্য তখন গণদাবি উঠেছিল। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার বিধান রেখে এই আইনের সংশোধনী প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করে দীর্ঘদিন গড়িমসি করে শেষ পর্যন্ত তা পাস করেনি।

কিন্তু পতনের আগে শেষ সময়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করেছিল। অন্তর্বর্তী সরকার এসে সেই নিষিদ্ধাদেশ প্রত্যাহার করে। এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালেই বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে। সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধে দলটিরও বিচার দাবি করে সরকার পতনের আন্দোলনে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘এই আইনে (আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন) এই বিধান নাই বলে, আমাদের জনগণের দাবির প্রতি বা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ আর থাকল না, তা নয়। সেটা যুদ্ধাপরাধ আইনে থাকল না, সেটা অন্য আইনে রয়েছে, রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য হলে পরে বিবেচনা হবে। সেটা এই আইনের ভেতরে অন্তর্ভুক্তির বিষয় না।’

সিঙ্গাপুরের নাগরিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাপ্য বলে মনে করেন সাইফুল আলম।

এ বিষয়ে সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে আইনি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সালিশি মামলা করতে পারেন। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনা সরকারের আমলে এস আলম গোষ্ঠী বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার কোটি পাচারের অভিযোগ করেছেন আহসান মনসুর। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আহসান মনসুর এই অভিযোগ করেন। ওই সাক্ষাৎকারের পরিপ্রেক্ষিতে এস আলম পরিবারের পক্ষে এই চিঠি দিয়েছে আইনি প্রতিষ্ঠান কুইন ইমানুয়েল উর্কুহার্ট অ্যান্ড সালিভান।

এই চিঠির একটি অনুলিপি ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের হাতে এসেছে। অভিযোগ, গভর্নর আহসান মনসুর এস আলম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনসমক্ষে ভিত্তিহীন ও উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। তার এ বক্তব্য এস আলম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'ভীতি প্রদর্শনমূলক' আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এস আলম গোষ্ঠীর এই চিঠি ও আন্তর্জাতিক সালিশি মামলার হুমকি শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাঘাত।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আহসান মনসুর বলেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে সরকারপ্রধানের ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগিতায় ব্যাংক খাত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করেছেন। এর মধ্যে বিতর্কিত ব্যবসায়ী গ্রুপ এস আলম একাই এক হাজার কোটি ডলার দেশের বাইরে পাচার করে নিয়ে গেছেন। এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ব্যাংক ডাকাতির এটাই সবচেয়ে বড় ঘটনা।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, এস আলম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ ভুল ও মানহানিকর। সাইফুল আলম কবে সিঙ্গাপুরের নাগরিকত্ব পেয়েছেন, সে বিষয়ে আইনি প্রতিষ্ঠানের কাছে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানতে চাইলে তারা সাড়া দেয়নি। তারা এখনও বাংলাদেশের নাগরিক কি না, তা-ও জানা যায়নি। সিঙ্গাপুর সরকারও ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। তবে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি হয়েছে ২০০৪ সালে।

এস আলম গোষ্ঠীর এই চিঠি ও আন্তর্জাতিক সালিশি মামলার হুমকি শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাঘাত।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্র জানায়, বাংলাদেশের আইন মেনে বিদেশে বিনিয়োগের কোনো অনুমোদন সাইফুল আলম নেননি। দেশের যে কয়টা প্রতিষ্ঠান বিদেশে বৈধভাবে বিনিয়োগ করেছে, সেই তালিকায় সাইফুল আলমের নাম নেই। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরের আইনে ২৫ লাখ সিঙ্গাপুর ডলার (প্রায় ২৩ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করে নাগরিক হওয়া যায়। এজন্য তার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। পাশাপাশি সেই দেশে আরও বিনিয়োগ করতে হয়। এটা করতে পারলে তাদের ছেলে-সন্তানরা সে দেশে সরকারি চাকরির সুযোগও পান। তবে সিঙ্গাপুরের নাগরিক নিতে হলে নিজ দেশের নাগরিকত্ব ছাড়তে হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, এই চুক্তির অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের মন্তব্য বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মন্তব্য হিসেবে গণ্য হবে। আরও বলা হয়েছে, ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের বিদেশি বেসরকারি আইন অনুসারে সিঙ্গাপুরের নাগরিক হিসেবে এস আলম ও তার পরিবারের অধিকার ও সুরক্ষা আছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, বিনিয়োগকারী হিসেবে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু আন্তর্জাতিক সালিশি মামলা নয়, প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থাও নেয়া হবে। এ অভিযোগ প্রসঙ্গে আহসান মনসুর ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, তার দাবির শতভাগ ভিত্তি আছে। বিভিন্ন ব্যাংকে অনেক বছর ধরে এসব দুর্নীতি হয়েছে। এসব তথ্যপ্রমাণ সংকলন করা হচ্ছে। পূর্ণাঙ্গ সংকলন করতে সময় লাগবে।

'স্যাঙ্কচুয়ারি' সিটিগুলোতে কতোটা নিরাপদ থাকতে পারবেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামাল দিতে গিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের পাল্টা কতোটা অবস্থান নেবেন, এ নিয়ে সংশয় ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপক্ষে সরাসরি অবস্থান নিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস কর্তৃপক্ষ। দেশটির দ্বিতীয় বৃহৎ এ নগরের প্রশাসন নিজেদের 'স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি' হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস নগর কাউন্সিল একটি 'স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি' অধ্যাদেশ পাস করেছে। নিজেদের 'স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি' ঘোষণা করার অর্থ হলো, স্থানীয় প্রশাসন থেকে কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে অভিবাসন বিষয়ে কোনো ধরনের সহযোগিতা করা হবে না।

লস অ্যাঞ্জেলেসের সরকারি স্কুলব্যবস্থাও নিজেদের 'স্যাঙ্কচুয়ারি' অবস্থান পুনর্নিশ্চিত করেছে। এর ফলে বৈধ নথিবিহীন অভিবাসীরা সরকারি স্কুলে বিনা বাধায় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাবে। ৫ নভেম্বরের ভোটে জিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে হোয়াইট হাউসে ফিরতে পারলে গণহারে অবৈধ ও অনিবন্ধিত অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়ন করবেন। ট্রাম্প এরই মধ্যে সীমান্ত দেখভালের জন্য বেছে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ অভিবাসন কর্মকর্তা টম হোম্যানকে।

এক দশকের কিছু আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রে 'স্যাঙ্কচুয়ারি সিটি' শব্দটি জনপ্রিয় হয়। কোনো এলাকা 'স্যাঙ্কচুয়ারি' ঘোষণা করার অর্থ হলো, স্থানীয় প্রশাসন থেকে কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে খুব সামান্য সহায়তা করা হবে।

যদিও এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো আইন জারি হয়নি। 'স্যাঙ্কচুয়ারি' হতে নগর কর্তৃপক্ষ নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমন আইনে বিভিন্ন বিধি অন্তর্ভুক্ত করা বা স্থানীয় পুলিশি কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা।

'স্যাঙ্কচুয়ারি' অধ্যাদেশ পাস হলে নগর কর্তৃপক্ষ ও সংস্থাগুলো কেন্দ্রীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে তথ্য দিতে বাধ্য থাকে না।

লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস ওই অধ্যাদেশে সই করলে এটি কার্যকর হবে। বোস্টন ও নিউইয়র্ক সিটিসহ যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি নগর কর্তৃপক্ষ একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২০১৬ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে বেশ কয়েকটি স্কুল নিজেদের 'স্যাঙ্কচুয়ারি' বা 'অভয়ারণ্য' ঘোষণা করে। শিক্ষার্থীদের বিতাড়ন আটকাতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ৫ নভেম্বরের ভোটে জিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে হোয়াইট হাউসে ফিরতে পারলে গণহারে অবৈধ ও অনিবন্ধিত অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিতাড়ন করবেন।

ট্রাম্প তাঁর প্রথম মেয়াদেও অভিবাসীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। এবারও তিনি একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণে তিনি বেছে নিয়েছেন টম হোম্যানকে। তাঁকে ট্রাম্পের 'সীমান্ত জার' ডাকা হচ্ছে। এ বিষয়ে হোম্যান বারবার বলেছেন, নগরগুলো নিজেদের 'স্যাঙ্কচুয়ারি' ঘোষণা করে ভবিষ্যৎ ট্রাম্প প্রশাসনকে তাদের লক্ষ্য পূরণে আটকে রাখতে পারবে না।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

যে কারণে দ্রুত ভোট চায় বিএনপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার দায়িত্ব নেয়।

অন্তর্বর্তী সরকার ছয়টি খাতে সংস্কারের ঘোষণা দেয়, যাতে স্বৈরশাসনের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায় এবং সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত হয়। গণমাধ্যমসহ আরও কয়েকটি খাতে সংস্কারের জন্য কয়েক দিন আগে আরও ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়েছে। তবে সব সংস্কার অন্তর্বর্তী সরকার করে দিয়ে যাবে, সেটা চায় না বিএনপি। দলটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পক্ষে। এজন্য 'যৌক্তিক' সময় দিতে রাজি। পাশাপাশি বিএনপি ও যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলো নির্বাচনী রোডম্যাপ দাবি করেছে। এরই মধ্যে বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যে রোডম্যাপের ঘোষণা না এলে আগামী মার্চ-এপ্রিল থেকে আন্দোলন কর্মসূচিতে যাবে দলটি।

নির্বাচন ও সংস্কার ইস্যুতে বিএনপি এমন মনোভাব প্রকাশের মধ্যে গত রবিবার অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, নির্বাচনী সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে খুব দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপও (রূপরেখা) পাওয়া যাবে। সুযোগ দিলে প্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার শেষে নির্বাচন দেওয়া হবে। তবে সংস্কারের জন্য নির্বাচন কয়েক মাস বিলম্বিত হতে পারে।

মঙ্গলবার আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, অতিপ্রয়োজনীয় কিছু সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচন আয়োজন করা হবে। যদিও এর আগে গত ১৩ নভেম্বর সংবাদ সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সংস্কারের গতিই ঠিক করে দেবে নির্বাচন কত দ্রুত হবে।

তবে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংস্কারের একটা 'সীমারেখা' টেনে দিয়েছেন মঙ্গলবার। পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিএনপি নির্বাচনের জন্য কেন তাড়াহুড়া করছে, এ বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য জনগণের গণতন্ত্র, যা এখনো ফিরে পাইনি। আমরা ২০০৮ সাল থেকে গণতন্ত্রের লড়াইয়ে নেমেছি। একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান, নিজের ভোট নিজে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাব না। নির্বাচনের জন্য কতটুকু সময় লাগবে, বলেন (অন্তর্বর্তী সরকার) না কেন?' তিনি বলেন, 'সেনাবাহিনীর প্রধান বলেছেন ১৮ মাস। পরের দিনই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো, এটা সরকারের কথা না। তাহলে নির্বাচন দিতে কত সময় লাগবে, তা তো আমাদের জানাতে হবে।'

বিএনপি নেতারা বলছেন, সরকারকে অবিলম্বে একটি রোডম্যাপ দিয়ে সামনে এগোনো দরকার। যত দিন পর্যন্ত এই রোডম্যাপ দেওয়া না হবে, তত দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক-এগারোর মতো 'নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার যে শঙ্কা' তা কাটবে না।

তারা বলছেন, একটি অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং এই সহযোগিতা 'যৌক্তিক সময়' পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাই সরকারের সব কার্যক্রমের ফোকাস হওয়া উচিত নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে জনমনে যে শঙ্কা তৈরি হচ্ছে, সেটা কাটাতে এ সরকারকে দ্রুত রোডম্যাপ দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢোকা দরকার।

বিএনপি নেতৃত্ব মনে করে, এক-এগারোর সময় ক্ষমতাসীনরা দুই নেত্রীকে (বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা) মাইনাস করতে কিংস পার্টি গঠন করেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত সেটি সফল হয়নি। এবারেও সে রকম কোনো বিষয় থাকতে পারে বলে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মহলে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিএনপি চাইছে সম্ভাব্য কিংস পার্টি গঠনের আগেই নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হোক। রোডম্যাপ ঘোষণা হলে সব দল নির্বাচনী কার্যক্রমে ব্যস্ত হয়ে যাবে। ফলে এক-এগারোর ভয় অনেকটাই কেটে যাবে। রাজনৈতিক মহলে এটাও আলোচনায় রয়েছে, এক-এগারোর শঙ্কা থেকেই চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেশযাত্রা বিলম্বিত হচ্ছে।

গত ৬ আগস্ট বিএনপিপ্রধান সরকারের নির্বাহী আদেশে মুক্তি পান। এর আগে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিদেশে তার চিকিৎসার জন্য দলের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন জানানো হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, দীর্ঘ বিমান ভ্রমণের জন্য তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম নন। তার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা অনুমতি দিলে তিনি বিদেশে যাবেন। দলটির একটি সূত্রের তথ্যমতে, খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ভিসার জন্য তার ও সফরসঙ্গীদের পক্ষে আবেদনও করা হয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। চিকিৎসার জন্য তিনি যেকোনো সময় যুক্তরাজ্য যেতে পারেন।'

নির্বাচন নিয়ে সরকারকে অব্যাহত চাপে রাখতে দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে দলের নেতাদের মত হচ্ছে, বিএনপি বড় দল, হাজার হাজার নেতাকর্মী। ৫ আগস্টের পর সারা দেশেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। হাইকমান্ড শক্ত অবস্থান নিয়েও তৃণমূল নেতাকর্মীদের সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দলের সমর্থনে ভাটা পড়তে পারে। কারণ গত ১৫ বছর আওয়ামী লীগের হাতে বিএনপি নেতাকর্মীরা দমন-পীড়নের শিকার হয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই দমন-পীড়নের সহমর্মিতার স্মৃতি রয়ে গেছে। সময় যতই অতিক্রান্ত হবে, বিএনপি নেতাকর্মীদের সামাল দিতে না পারলে মানুষের মন থেকে সেই স্মৃতি মুছে যেতে পারে। স্মৃতি মুছে যাওয়ার আগে নির্বাচন হলে বিএনপি কিছুটা হলেও সুবিধা পাবে। আবার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলে সব নেতাকর্মী ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সাংগঠনিক কার্যক্রমের মাধ্যমে দলকে শক্ত অবস্থানে নেওয়া যাবে।

কিন্তু সরকারের দিক থেকে পরিষ্কার বক্তব্য না আসায় নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপি নেতারা। গত ১১ নভেম্বর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে যায় লঙ্কা সেই হয় রাবণ। তারা ১০-২০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকতে চায়।'

গত আগে ১৩ নভেম্বর নোয়াখালীতে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'আপনি (প্রধান উপদেষ্টা) নির্বাচনের কথা বলেন, কিন্তু নির্বাচনের কোনো ডেডলাইন দেন না। কিন্তু এটি কেন? এটা তো রহস্যজনক।'

সৌজন্যে : দেশ রূপান্তর

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যার তদন্ত

১ মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ

ঢাকা অফিস

শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে জুলাই গণহত্যার তদন্ত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এছাড়া, সোমবার সাবেক ৯ মন্ত্রী ও দুই উপদেষ্টাসহ ১৩ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলে শুনানি শেষে তাদের কারাগারে পাঠায় ট্রাইবুনাল। রাষ্ট্রপক্ষ জানান, গণহত্যাসহ শেখ হাসিনার সকল অন্যায় অবিচারের দোসর তারা।

সোমবার সকাল দশটার দিকে কঠোর নিরাপত্তায় এভাবেই প্রিজন ভ্যান থেকে একে একে নামানো হয়, সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, ফারুক খান, ডা. দীপু মনি, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, জুনাইদ আহমেদ পলক, সালমান এফ রহমান, তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকসহ ১৩ জনকে।

অন্য একটি মামলায় রিমান্ডে থাকায় সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাককে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়নি।

এরপর প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে শুনানি। শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে রাষ্ট্রপক্ষ জানায়, তিনি ভারতে আছেন ইন্টারপোল ও বন্দিবিনিময় চুক্তির মাধ্যমে তাকে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। একই সাথে সব আসামির তদন্ত প্রতিবেদন শেষ না হওয়ায় সময় আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, 'একমাস সময় মঞ্জুর করেছে, একমাস পরে রিপোর্ট দাখিলের সময় থাকবে সেদিন আসামিদের আবার হাজির করা হবে। আসামি শেখ হাসিনা তিনি দেশের বাইরে পালিয়ে আছেন, ভারতে অবস্থান করছেন। তার ব্যাপারে আমরা আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করেছে ইন্টারপোলের কাছে। আজকের দিনটা বাংলাদেশের আগামীদিনে যারা স্বৈরাচারি ফ্যাসিস্ট হবেন তাদের জন্য একটা শিক্ষার দিন।'

শুনানিতে কয়েকজন আসামির পক্ষে এহসানুল হক সমাজী আইনজীবী হিসেবে দাঁড়ালেও তিনি পরবর্তীতে রাষ্ট্রপক্ষের দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন বলে তার ব্যাপারে আপত্তি জানান চিফ প্রসিকিউটর। পরে আসামিদের পক্ষে দাঁড়ান আরেকজন আইনজীবী।

'সংখ্যা বদলে মানুষের চোখে ধুলা দিত তারা'

বঙ্গোপসাগর সংলাপে দেবপ্রিয়

ড. দেবপ্রিয় আরো বলেন, কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের পতন হলেই একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ঢাকা অফিস

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

পতিত সরকার সংখ্যা বানানোর খেলায়ও মেতে উঠেছিল বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতি-সংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রণয়ন জাতীয় কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, সংখ্যা বদলে ফেলে তারা ভোটের ফল ঠিক করত। মুদ্রাস্ফীতিসহ বিভিন্ন উপাত্তের সংখ্যা বদলে ফেলে তারা দেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের চোখে ধুলা দেওয়ার চেষ্টা করত।

রাজধানীর সোনারগাঁ হোটেলে বঙ্গোপসাগর সংলাপে (বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৪) সোমবার এসব এ কথা বলেন দেবপ্রিয়। এ সংলাপের আয়োজক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ।

কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের পতন হলেই একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই বলে মন্তব্য করেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির সম্মানীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, গভীর মিথ্যাচার, সর্বগ্রাসী ভয় জারি রাখা, বহুত্ববাদী সব মতের বিরুদ্ধে দমনপীড়নের মাধ্যমে পতিত শাসকগোষ্ঠী এমন একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, যাতে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায়—গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের কণ্ঠরোধ করা যায়।

বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, রাজনীতিকেরা একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু বাংলাদেশে বিগত সরকারের সময় কতিপয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীই রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। এর মাধ্যমে ওই ব্যবসায়ী চক্র পুরো সরকারব্যবস্থাসহ সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর পরিণামে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানসহ সব ক্ষেত্রে যারপরনাই ভুগতে হয়েছে। বৈষম্য বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান নেমে গেছে।

ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে

সংলাপের একটি অধিবেশনে সার্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বরিস তাদিচ বলেন, বাংলাদেশ ছোট রাষ্ট্র বলে একটি কথা বলা হয়। একটি রাষ্ট্র ছোট বা বড়, তা তার আয়তনের ওপর নির্ভর করে না, এমনটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিপুলসংখ্যায় তরুণসহ ১৮ কোটি মানুষ কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশে থাকলে তা ছোট হয় কী করে!

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়ে বরিস তাদিচ বলেন, ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ বিভিন্ন পরাশক্তি, মাঝারি মানের শক্তি জাপান ও আঞ্চলিক শক্তি ভারত নজর রাখছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারসাম্যমূলক কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিতে হবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য বাড়ানোর তাগিদ

পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ মোহাম্মদ মারুফ অন্য একটি অধিবেশনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ানের উদাহরণ টেনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, জোরালো অর্থনৈতিক কূটনীতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাগুলো সরিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে একাধিক বিদেশি আলোচক বলেন, আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের সম্পর্কে বন্ধু বলে আসলে কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে সব সম্পর্ক স্বার্থের। এ বিষয়ে ঢাকায় সুইজারল্যান্ডের উপরাষ্ট্রদূত করিন হেনচেজ পিজনানি বলেন, অংশীদারত্বের বিষয়ে সব আলোচনা করতে হবে প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে।

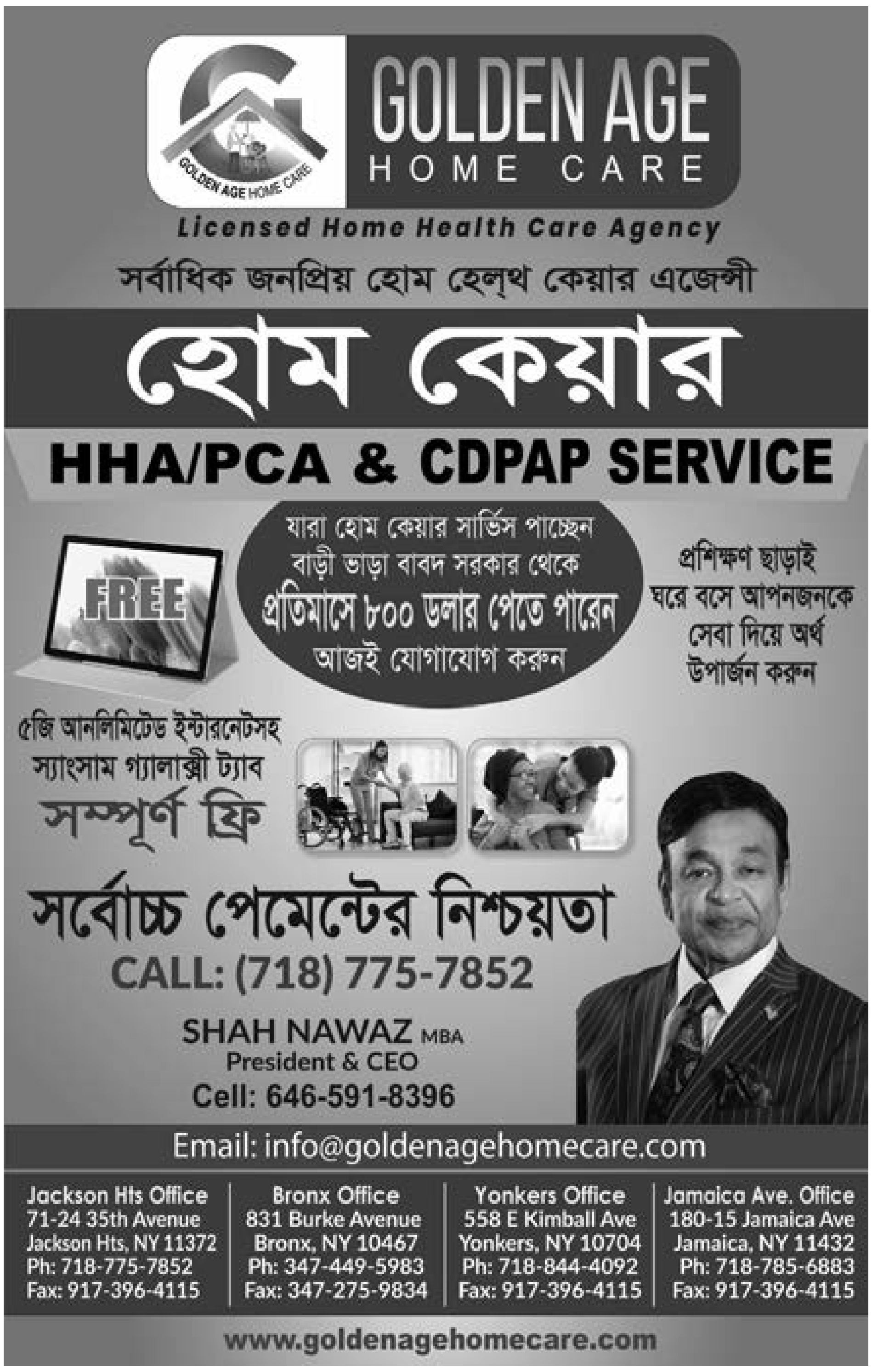

ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় বাংলাদেশ

প্রধান উপদেষ্টার মন্তব্য

ঢাকা ডেস্ক

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চায় বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

২০ নভেম্বর বুধবার রাতে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাক্ষাতে এলে তিনি এ কথা জানান। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এ সময় ড. ইউনূস ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের ফলে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করতে শীর্ষ রিপাবলিকান সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্যদের বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানান।

আইআরআইয়ের আঞ্চলিক প্রধান স্টিভ চিমার নেতৃত্বে আইআরআই কর্মকর্তারা ঢাকা সফরকালে রাজনীতিবিদ, ছাত্রগোষ্ঠী এবং সুশীল সমাজের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। চিমা বলেন, আইআরআইয়ের অগ্রাধিকার হলো অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার উদ্যোগকে সমর্থন করা।

অধ্যাপক ইউনূস জানান, তার সরকার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করে নির্বাচন করবে। নির্বাচনের জন্য ট্রেন ইতোমধ্যেই প্রথম স্টেশন ছেড়েছে এবং একটি নতুন নির্বাচন কমিশন সাধারণ নির্বাচনের জন্য মাঠ প্রস্তুত করবে। বৈঠকে আইআরআই কর্মকর্তা জিওফ্রে ম্যাকডোনাল্ড, আইআরআই কান্ট্রি চিফ জোশুয়া রোসেম্বলাম এবং বাংলাদেশ সরকারের সিনিয়র সচিব লামিয়া মোর্শেদ উপস্থিত ছিলেন।

দাঁতের চিকিৎসার জন্য ফ্লোরাইড আইনে স্বাক্ষর করলেন হোকুল

নিউজ ডেস্ক

শিশু দাঁতের রোগীদের জন্য ফ্লোরাইড চিকিৎসা সম্প্রসারিত করার মূল আইনে স্বাক্ষর করেছেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। এর ফলে এখন থেকে এই আইনের অধীনে বেশি সংখ্যক নিবন্ধিত ডেন্টাল সহকারী এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত নার্স রোগীর দাঁতে টপিকাল ফ্লোরাইড বার্নিশ প্রয়োগ করতে পারবেন।

চিকিৎসকরা জানান, ফ্লোরাইড চিকিৎসা দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে কাজ করে। এছাড়া এটি শিশুর দাঁতের স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, ফ্লোরাইড বৈজ্ঞানিকভাবে গহ্বর প্রতিরোধ এবং আমাদের বাচ্চাদের দাঁত রক্ষা করার জন্য কাজ করে। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

হোকুল আরও বলেন, একজন মা হিসাবে, আমি জানি ডেন্টিস্টের অফিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া কতটা কঠিন হতে পারে এবং আমাদের বাচ্চাদের মৌখিক স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি এই আইনে স্বাক্ষর করছি যাতে ফ্লোরাইড চিকিৎসার অ্যাক্সেস বাড়ানো যায়। আমাদের বাচ্চারা সুস্থ এবং

ঊষার পাশে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ফাউন্ডেশন

সিলেট প্রতিনিধি

অনগ্রসর জনগোষ্ঠির শিশু-কিশোরদের নিয়ে কাজ করে সিলেটের সামাজিক সংগঠন 'ঊষা'। ঊষা'র সহযোগীতা নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ম্যারাথন প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে একাধিক পদক পেয়েছে চারজন শিশু-কিশোর। আগামীতে ওরা ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ২৫ কিলোমিটার ম্যারাথনে অংশ নিতে যাচ্ছে। এ দলে আছে চিকনাগুল চা বাগানের ছেলে রাব্বানি হোসেন। যে ২০২৩ সালের ২৫ কিলোমিটার সিলেট ম্যারাথনে ২য় স্থান অর্জন করেছিল। আছে সামাউন হোসেন। সামাউন বুরজান চা বাগানের চা শ্রমিক পরিবারের সন্তান। সে ২০২৪ সালে শমশেরনগর আল্ট্রা ট্রেইল ম্যারথনে রানার আপ হয়। ঊষার কর্ণধার নিগাত সাদিয়া এই শিশু-কিশোরদের দীর্ঘদিন ধরে এথলেট হিসাবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষন দিয়ে যাচ্ছেন। সাদিয়ার একক প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ পাওয়া শিশু আফসানা হালিমা ও সাইদা আক্তার রিনা একাধিক ম্যারাথনে অংশ নিয়ে অসংখ্য পদক অর্জন করেছে।

ম্যারাথনে অংশ নেয়ার মত ব্যাবহুল কাজে ঊষা তেমন কোন সরকারী-বেসরকারী সহযোগীতা লাভ করেনি। ব্যক্তিগত কিছু আর্থিক সহযোগীতা নিয়ে এ কাজ এগিয়ে নেয়া কঠিন।

ঊষা'র এ উদ্যোগে সহযোগীতার হাত বাড়িয়েছে উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো ফাউন্ডেশন।

১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার 'প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র পক্ষ থেকে বারো হাজার টাকার একটি চেক হস্তান্তর করা হয় 'ঊষা'র এথলেটদের হাতে। লাক্কাতুড়া চা বাগানে সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম এলাকায় এ চেক হস্তান্তরকালে ফাউন্ডেশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল করিম কিম ও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আবাসিক প্রতিনিধি রোমেনা বেগম রোজী।

'ঊষার' এথলেট রাব্বানি হোসেন-এর কাছে চেক হস্তান্তর করেন সিলেট বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভ্যানু ম্যানেজার জয়দ্বীপ দাস সুজক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ট্রাষ্টের ট্রাস্টি এডভোকেট গোলাম সোবহান চৌধুরী, আইনজীবি অরুপ শ্যাম বাপ্পী, ঊষার কর্ণধার নিগাত সাদিয়া ও এথলেট আফসানা হালিমা, সাইদা আক্তার রিনা ও জ্বোনাকী আক্তার।

চেক হস্তান্তরকালে আব্দুল করিম কিম বলেন, 'ঊষা'র একক প্রচেষ্টায় শিশু-কিশোরদের এ পর্যন্ত যা অর্জন তা দেখে আমরা অনুপ্রাণিত। ভালো কাজে অনুপ্রেরণা দেয়ার আগ্রহ নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা ফাউন্ডেশন আজ এগিয়ে এসেছে। প্রত্যাশা করি 'ঊষা'র কার্যক্রমে এই ফাউন্ডেশনের সহযোগীতা অব্যাহত থাকবে।

চেক গ্রহনকালে ঊষার প্রতিষ্ঠাতা নিগাত সাদিয়া বললেন, চা-বাগান সহ নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত শিশুদের মধ্যে নতুন দিনের স্বপ্ন জাগানোর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটা নতুন সূর্যোদয়ের আশাতেই 'ঊষার' জন্ম। দেশের ও প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন ঊষার পাশে দাঁড়ালে এই শিশুরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মুখ বিশ্ব সভায় উজ্জ্বল করবে।

অন্তবর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন জানিয়ে বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক আন্দোলন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তবর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন জানিয়ে নিউইয়র্কের বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক আন্দোলন-ইউএসএ গত কয়েকমাসবা থেকেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও সামাজিক প্রোগ্রাম করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১০ নভেম্বর রোববার নিউ ইয়র্কের লংআইল্যান্ডের ভ্যালি স্টিমে বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী এই সংগঠনটির নবগঠিত কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠনের সদস্য সচিব ও প্রধান সমন্বয়ক -আহমেদ সোহেলের বাসায় সমাবেশ ও দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী প্রবাসী নাগরিক আন্দোলন-ইউএসএ সংগঠনের নবগঠিত উপদেষ্টা ও কার্যকরী কমিটির এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি কেন্দ্রীয় বিএনপির অন্যতম নির্বাহী সদস্য ও বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব জনাব আব্দুল লতিফ সম্রাট , সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা- কেন্দ্রীয় বিএনপির অন্যতম নির্বাহী সদস্য এবং কলামিস্ট রিটা রহমান। পুরো আয়োজনটি পরিচালনা করেন সংগঠনের মেম্বার সেক্রেটারি এবং বিশিষ্ট আইটি বিশেষজ্ঞ আহমেদ সোহেল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ জনি , যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনোয়ার বর্ষীয়ান সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ বাসেত, উপদেষ্টা ডক্টর আহমেদ ইফতেখার , বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকার সাবেক মেয়র মরহুম সাদেক হোসেন খোকার কনিষ্ট পুত্র ইসফাক হোসেন , যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদ মিজান চোধুরী , কুইন্স কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট জজ সোমা সায়েদ , ডক্টর লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ শফি , মোহাম্মদ আনিসুল ইসলাম জাসির , বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সুরুজ্জামান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর , উপদেষ্ট. কিউ জামান , বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সায়েদুল হক , ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মোস্তাক আহমেদ , রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ হোসেন , রাজনীতিবিদ রেজোয়ানা সেতু, যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল বাশার, যুগ্ন আহ্বায়ক আব্দুল হামিদ সোহেল, নিউ ইয়র্ক প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও তার সহধর্মিনী আফরোজা ইসলাম, যুগ্ন সদস্য সচিব এ.আউয়াল, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ , আমিনা আঁখি , আইটি স্পেশালিস্ট মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম , ফারজানা সাথী ,পাহলভী , আলামিন , নুরুল হক , মেহেরুন নাহার মাজেদা , জিয়াউল হক জিয়া , হাবিবুল বাহার , রাজু আহমেদ ,আহাদ সহ প্রমুখ। বৈষম্যবিরোধী সংগঠনটির এই অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ এইসময় সুন্দর আয়োজনের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজক আহমেদ সোহেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে অনির্ধারিত আলোচনায় বক্তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করে বাংলাদেশে অতি দ্রুত একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানান। এই সময় বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আব্দুল লতিফ সম্রাট যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বৈষম্যবিরোধী এই সংগঠনটির ধারাবাহিক প্রোগ্রামগুলো সফলভাবে আয়োজনের জন্য সংগঠনের সদস্য সচিব আহমেদ সোহেল সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্ক সিটির বার ও রেস্টুরেন্টে সংকট

রোকেয়া দীপা

নিউ ইয়র্ক সিটির রেস্তোরাঁ ও বারের সাম্প্রতিক সংকটের কারণ এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে হসপিটালিটি গ্রুপ থেকে একটি নতুন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটি হসপিটালিটি অ্যালায়েন্সের গত মাসের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালে শহরের রেস্তোরাঁ এবং বারগুলির বিক্রয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ পতনের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চ শ্রম ব্যয়, কম গ্রাহক উপস্থিতি, এবং মুদ্রাস্ফীতি।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৩% লোকেরা উল্লেখ করেছে যে শ্রম খরচ তাদের প্রধান উদ্বেগ। অনেক রেস্তোরাঁ তাদের আয়ের প্রায় ৪০% শুধুমাত্র শ্রম খরচে ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে, যা একটি অস্থিতিশীল ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করছে। মহামারির পর থেকে শ্রমবাজার সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কর্মচারীদের জন্য বেতন বাড়াতে হয়েছে। এর ফলে ব্যবসার লাভের হার কমছে, বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য।

রেস্তোরাঁ মালিকেরা বলেছেন যে গ্রাহকদের মধ্যে বাইরে খাওয়ার প্রবণতা কমে গেছে। মহামারির আগে যেখানে মানুষ বেশি ঘন ঘন বাইরে যেত, সেখানে এখন তারা কম খাচ্ছে এবং কম ব্যয় করছে। এছাড়াও, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মদ্যপান কমে যাওয়া এবং গাঁজা সংস্কৃতির বিস্তার রেস্তোরাঁ ও বারের 4 বিক্রয়ে প্রভাব ফেলেছে।

অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি রেস্তোরাঁ শিল্পকে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, যেমন ডিমের দাম, রেস্তোরাঁগুলোকে তাদের মেনুর মূল্য বাড়াতে বাধ্য করেছে, যা অনেক গ্রাহককে অসন্তুষ্ট করছে। রেস্তোরাঁগুলো অতিরিক্ত খরচ মেটাতে মেনুর দাম বাড়াচ্ছে, ফলে গ্রাহকদের মধ্যে কেনাকাটার আচরণে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। অনেক গ্রাহক একবারে কম খাবার অর্ডার করছে এবং দামি খাবার বা পানীয় থেকে বিরত থাকছে।

যদিও পরিস্থিতি জটিল, তবুও অনেক রেস্তোরাঁ মালিক বিশ্বাস করেন যে শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত হবে। নিউ ইয়র্ক সিটি হসপিটালিটি অ্যালায়েন্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু রিগি স্থানীয় খাবার খাওয়ার এবং রেস্তোরাঁগুলোকে সমর্থন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "নিউ ইয়র্কের প্রতিটি বোরোতে অসাধারণ খাবারের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। নতুন পাড়া ঘুরে দেখুন এবং নতুন রেস্তোরাঁর অভিজ্ঞতা নিন।"

নিউ ইয়র্ক সিটির রেস্তোরাঁ ও বারগুলির বর্তমান অবস্থা বুঝতে এবং শিল্পটির পুনরুদ্ধারের জন্য স্থানীয়দের সচেতনতা ও অংশগ্রহণের গুরুত্ব এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

শোক সংবাদ

ডেস্ক রিপোর্ট

পেনসিলভানিয়া স্টেট বিএনপি'র সভাপতি এবং ওয়েস্ট ফিলাডেলফিয়া জামে মসজিদের সভাপতি শাহ ফরিদ আহমেদের ছেলে এস এম ওমর সাদী সামির মাত্র ২০ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৮ নভেম্বর সোমবার সকালে ইন্তেকাল করেছেন।(ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন) মরহুম ওমর সাদীর নামাজে জানাজা সোমবার আসরের পর আপার ডার্বির মসজিদ আল-মদিনায় অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন। জানাজার পর মরহুমকে মসজিদের পাশের কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক নগরী দীর্ঘদিন থেকে বৃষ্টিহীন!

রহমান মাহবুব

মেয়র এরিক অ্যাডামস নিউইয়র্ক সিটির “ড্রাউট ওয়াচ” কে “ড্রাউট ওয়ার্নিং” এ উন্নীত করেছেন।

নগরীর পাঁচ বরো ও তৎপার্শ্ববর্তী কাউন্টিগুলোসহ অঙ্গরাজ্যের বৃহৎ অন্‌চল অনাবৃষ্টির কারণে খরার মুখোমুখি। এর প্রেক্ষিতে নিউইয়র্কে এই “ড্রাউট ওয়ার্নিং” ঘোষণা করা হয়েছে।। “ড্রাউট ওয়ার্নিং” “ড্রাউট ইমার্জেন্সি” এর পূর্বস্তর।এর মানে খরার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণার ঠিক আগের পর্যায়ে রয়েছে এ অঞ্চলের খরা পরিস্থিতি। নগর ও রাজ্য কতৃপক্ষের মধ্যে খরার বিষয় নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। গত দুই যুগের ভিতরে এই প্রথম নিউইয়র্কে “ড্রাউট ওয়ার্নিং” ঘোষণার মত পরিস্থিতি হলো। এ অবস্থা চলতে থাকলে খাবার ও ব্যবহার উপযোগী পানির অভাব দেখা দিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

বর্তমানে নিউইয়র্ক নগরীর জলাধারে ধারণ ক্ষমতার ৬০ ভাগ সংরক্ষিত আছে। যেখানে বছরের এ সময়ে সাধারণভাবে ৭৯ ভাগ থাকার কথা। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে যে পরিমান বৃষ্টি হবে বলে সম্ভাবণা রয়েছে তা নগরীর পানির প্রয়োজনীয়তা পূরণে পর্যাপ্ত নয় বলে নগর কতৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

নতুন নির্বাচন কমিশনের শপথ রবিবার

ঢাকা ডেস্ক

সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। রবিবার বেলা দেড়টায় নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চার কমিশনার শপথ গ্রহণ করবেন। তাদের শপথ পাঠ করাবেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন বেছে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর সুপ্রিম কোর্টের জনসংযোগ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে ২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ পাওয়া কাজী হাবিবুল আউয়াল কমিশন গত ৫ সেপ্টেম্বর একযোগে পদত্যাগ করেন। এর আড়াই মাস পর অবসরপ্রাপ্ত সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আগামী জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের ভার কমিশনের ওপর থাকবে।

ভবিষ্যতে কেউ টাকা পাচার করলেই ধরা পড়বে

বললেন অর্থ উপদেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক

ভবিষ্যতে কেউ টাকা পাচার করলেই ধরা পড়বে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। ১৬ নভেম্বর শনিবার দুপুরে রাজধানীর মহাখালীতে ‘পলিসি ডায়ালগ অন ফিন্যানসিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক রিফর্মস ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা জানান।

পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে জানিয়ে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ভবিষ্যতে কেউ টাকা পাচার করলে ধরা পড়বে। প্রাইভেট কিংবা পাবলিক সেক্টর যেই হোক ধরা পড়বে।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক খাতে যেভাবে লুটপাট হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে কাজ হচ্ছে। অর্থনীতিতে শুধু উন্নয়ন দেখানোর যে প্রবণতা, সেই উন্নয়ন কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, মধ্যস্বত্বভোগীদের দরকার আছে তবে তাদের কারণে হাত ঘুরে পণ্যের দাম বাড়ে। হাত কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানগুলোই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অনেক প্রকল্প করা হয়েছে, ফিজিবিলিটি টেস্ট করা হয়নি। আদানির বিষয়ে কোনো করই দেওয়া হয়নি। আদানিকে টাকা দেওয়ার জন্যে সময় নেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের পদাঙ্ক রাজনীতিবিদদের অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ফিন্যানসিয়াল ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার চেষ্টা করা হবে।

মওলানা ভাসানীকে অপমান করায় আওয়ামী লীগ বিলুপ্ত প্রায়

নিউজ ডেস্ক

নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেছেন, মওলানা ভাসানীকে অপমান করায় আওয়ামী লীগ বিলুপ্ত প্রায়; বিলুপ্ত হতে না চাইলে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক আদর্শকে লালন করুন। নতুনধারার উদ্যোগে ১৭ নভেম্বর সকালে 'মওলানা ভাসানীর আদর্শ এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এসময় নতুনধারার নেতৃবৃন্দ আরো বলেছেন, আজ সারাদেশে সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য যারা বাড়াচ্ছে, তারা রাজনীতির নামে অপরাজনীতিকদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসার সাপোর্ট দিয়ে অন্যায়-অপরাধ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার মওলানা ভাসানীকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব নয় বিধায়-ই ইতিহাস বিকৃতিকারীরাই হারিয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধে দুর্নীতি-চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট ভেঙ্গে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে গেছে।

সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেসিডিয়াম মেম্বার ফজলুল হক, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াজেদ রানা, সদস্য রুবেল আকন্দ, শাহনাজ সাথী প্রমুখ।

মোমিন মেহেদী এসময় আরো বলেন, আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ মওলানা ভাসানী ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁর জীবনের বড় অংশ কেটেছে টাঙ্গাইলের সন্তোষে। তিনি কৈশোর-যৌবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘদিন তৎকালীন বাংলা-আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী প্রধান নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে গঠিত প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতিও ছিলেন তিনি। আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অধিকারবঞ্চিত অবহেলিত মেহনতি মানুষের অধিকার ও স্বার্থরক্ষায় আজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। জাতীয় সংকটে জনগণের পাশে থেকে মওলানা ভাসানী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে দেশ ও জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। সবসময় ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। ক্ষমতার কাছে থাকলেও ক্ষমতার মোহ তাকে কখনও আবিষ্ট করেনি। ব্যক্তি জীবনে ছিলেন নির্মোহ, অনাড়ম্বর ও অত্যন্ত সাদাসিধে। তার সাধারণ জীবনযাপন দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রতিফলন।

নতুনধারার রাজনীতিকগণ মওলানা ভাসানীর মত করে শোষণ ও বঞ্চনাহীন, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের জন্য নিরন্তর রাজপথে থাকার অঙ্গিকারাবদ্ধ।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

ডাঃ শামসি রহমান (MD FACP)

PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত (MD FACP)

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center

সেবা সমূহ

Same Day Appointment
Walk-in Welcome

- প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
- অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
- ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
- জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
- যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।

জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।

ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।

বাছিত মেডিকেল কেয়ার

JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911

OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

ETERNAL JANNAT CARE

Licensed Home Care Agency

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

সার্ভিস এরিয়া

- কুইন্স
- ব্রুকলীন
- ম্যানহাটন
- ব্রোনস্
- স্ট্যাটান আইল্যান্ড
- নাসাউ
- সাফোক
- বাফেলো

নিয়োগ চলছে
ঘণ্টায় থেকে
$৭০ হাজার
আয় করুন

আমরা নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করে থাকি।
সার্ভিস অপরিবর্তিত থাকিবে।
সিডিপেপ সার্ভিসের জন্য কোন সার্টিফিকেট প্রয়োজন নেই।

আমাদের সেবাসমূহ

- সিডিপেপ
- এইচএইচএ (হোম হেলফ এইড)
- পিসিএ (পার্সোনাল কেয়ার এইড)

আপনি যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ ও অক্ষম থাকেন, তাহলে আপনার সেবার জন্য বাসায় স্টেটের খরচে, বিনামূল্যে সেবাদানকারী পেতে পারবেন।

- সিডিপাপ প্রোগ্রামের জন্য আপনি যোগ্য কিনা জানতে আমাদের অভিজ্ঞ কোঅর্ডিনেটরের পরামর্শ নিন
- হোম কেয়ার সার্ভিসধারীরা বাড়ী ভাড়া বাবদ স্টেট থেকে প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন।

বয়স্ক আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

আজই যোগাযোগ করুনঃ

Corporate Office:
91-12 175TH Street,
Lower Level, Jamaica
NY 11432

(516) 787-9092
(718) 534-0424
coordinator@eternalhcs.com
eternalhomecare.com

Thinking of
BUYING SELLING
INVEST, RENT

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
করতে যোগাযোগ করুন
917-631-5050

- Residential
- Commercial
- Pre-Foreclosure
- Co-op & Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
917-631-5050

EXIT REALTY PRIME
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, Queens, NY 11423
Tel: 718-262-0205,
Fax: 718-262-0264
Email: RealtorMijan@gmail.com
www.EXITprimeNY.com

Email: RealtorMijan@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

Reg.No.C-187784

বাড়ি-জমি
ফ্ল্যাট-প্লট
ক্রয়/বিক্রয়

বসুন্ধরা, পূর্বাচল, উত্তরা বনশ্রী, ধানমন্ডি, গুলশান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম-এ জায়গা, বাড়ি প্লট, ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO.
917-631-5050

USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Bangladesh Contact:
Dilu : +880 130-473-4949
Dr.Ali : +880 171-195-9024
Arif : +880 171-151-0542

Email: RealtorMijan@gmail.com

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ২০২৫ সালে একটি উচ্চ পর্যায়ের কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেছেন, " আঞ্চলিকও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে এবং আমাদের নিরাপত্তার জন্য মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বপ্রণোদিত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে রোহিঙ্গাসমস্যা নিয়ে রেজ্যুলেশন গৃহীত হওয়ার পরে প্রদত্ত বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন তিনি। ওআইসি এবং ইউরোপিও ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথভাবে উপস্থাপিত “মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানসহ অন্যান্যসংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবধিকার পরিস্থিতি” শীর্ষক রেজ্যুলেশনটি আজ জাতিসংঘ সাধারণপরিষদের তৃতীয় কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ১০৬ টি সদস্যরাষ্ট্র এটি কো-স্পন্সরকরে যা এই রেজ্যুলেশনের প্রতি ব্যপক আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রতিফলন।

রেজ্যুলেশনটিতে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বপ্রণোদিত, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনসহএই সংকটের টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, সামগ্রিক পর্যালোচনার মাধ্যমে, একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নির্দিষ্টসময়সীমা নির্ভর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য, সকল অংশীজনের সমন্বয়ে ২০২৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃকএকটি উচ্চ পর্যায়ের কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের সভা চলাকালে, রোহিঙ্গা বিষয়ে এই উচ্চ পর্যায়ের কনফারেন্স আয়োজনেরআহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই বছর, রোহিঙ্গা বিষয়ক রেজ্যুলেশনে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশে আশ্রয়নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলমানসহ সকল শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাঁদেরস্বপ্রণোদিত, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ পরিবেশ তৈরিকরতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি হত্যা, ধ্বংস, বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা, মানবিকসহায়তা প্রদানে বাধা, এবং বিশেষ করে শিশুসহ রোহিঙ্গা মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরজোরপূর্বক নিয়োগের মত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং অপরাধসমূহ তুলে ধরে। রেজ্যুলেশনটিতে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য জবাবদিহিতার সমস্ত প্রক্রিয়াকেসমর্থনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও রেজ্যুলেশনটি একটি আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবেআসিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেয় এবং সংস্থাটির পাঁচ-দফা ঐক্যমত্য সম্পূর্ণরূপেবাস্তবায়নে গৃহীত উদ্যোগসমূহ তুলে ধরে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ীউপস্থিতি একটি জটিল ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করছে। গত সাত বছরেও সংকটের মূলকারণসমুহ নিরসনে কোনও বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়নি বলে হতাশা ব্যক্ত করেন তিনি। নিরাপত্তাপরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশন এবং সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে আজ গৃহীত রেজ্যুলেশনেরউল্লেখপূর্বক তিনি রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে প্রয়োজনীয়পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি রোহিঙ্গা মুসলমানদেরপ্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তাদের মানবিক সহযোগিতা চালু রাখার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সর্বসম্মতিক্রমে এই রেজ্যুলেশন গৃহীত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি যা রোহিঙ্গা সংকটেরটেকসই সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও সংহতির প্রকাশ।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
VRF
HEATING & COOLING
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

মাহবুবুর রহমানের নতুন বই 'যুক্তরাজ্যে বিয়াল্লিশ দিন'

অপূর্ব শর্মা

স্বাধীনতাপরবর্তী সিলেটের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে যে-ক'জন কলমসৈনিক অনন্য উচ্চতায় আসীন হতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে মাহবুবুর রহমান অন্যতম। এ অঞ্চলের প্রাচীন সংবাদপত্র যুগভেরীতে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয় তাঁর। এরপর আর পেছনে তাকাতে হয়নি। নিজ মেধা প্রজ্ঞা এবং কর্মদক্ষতায় অল্পসময়ে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তিনি। একই সময়ে সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। যুগভেরীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি পালন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। সাংবাদিকদের দাপট ও সম্মানের সেই সময়ে নিজস্বতার অনেক আখ্যান রচনা করেন মাহবুবুর রহমান। যা আজও সহকর্মীরা স্মরণ করেন গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। সেই গল্পগুলোর অধিকাংশই চমকজাগানিয়া। অগ্রজদের কাছ থেকে তাঁর নানা ভূমিকার কথা শুনতে শুনতে তাঁকে চেনা এবং জানা দুটোই হয়ে যায়। কিন্তু আমেরিকায় অভিবাসী হওয়ায় নামের সঙ্গে পরিচয়ের এক দশক পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। ২০১৫ সালে তাঁর সম্মানে আয়োজিত সিলেটে একটি অনুষ্ঠানে প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে আপন করে নেন। কিন্তু সেদিন একটি বারের জন্যেও মনে হয়নি এর আগে তাঁর সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি। মনে হয়েছে, তিনি অনেক-অনেক দিনের পরিচিত।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং কলাম লেখায় মাহবুব ভাইয়ের রয়েছে বিশেষ দক্ষতা। যে-কোনও ঘটনাকে অতি সহজে গল্প এবং নাটকীয়তার মিশেলে তিনি উপস্থাপন করেন মুনশিয়ানার সঙ্গে। তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলে এক নিশ্বাসে শেষ না-করে ওঠা কঠিন। কিন্তু যার কলম এমন ক্ষুরধার তাঁর কোনও গ্রন্থ প্রকাশিত না-হওয়া ছিল আশ্চর্যের বিষয়। তাঁকে গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাবনা দিলে তিনি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমার লেখায় এমন-কিছু নেই যা দিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়।' বাস্তবতা হচ্ছে, তাঁর প্রতিটি লেখায় ইতিহাসের এত এত উপাদান বিদ্যমান যে, তা যদি গ্রন্থভুক্ত করে না রাখা হয় তাহলে ইতিহাসেরই ক্ষতি হবে। কিন্তু, আমি যতই বলি, তিনি সেটা মানতে নারাজ। অনেক চেষ্টার পর তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হই। বের হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ ফ্রিডম ইজ নট ফ্রি। গ্রন্থটি প্রকাশের পর ব্যাপক প্রশংসিত হয়। বইটির গঠনমূলক আলোচনায় তিনি উপলব্ধি করেন যে, লেখাগুলোকে মলাটবন্দি না করলে অনেক-কিছুর মতো এগুলোও হয়তো ছাইচাপা পড়ে যেত। একইসঙ্গে তিনি উদ্বুদ্ধ হন, দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশে। কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার হলো, যে বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশে তিনি আগ্রহী সে বিষয়ের পান্ডুলিপিটি নেই তাঁর কাছে। এটি ধারাবাহিকভাবে যুগভেরীতে প্রকাশিত হয়েছে। তা-ও আজ থেকে চারদশক পূর্বে। যুক্তরাজ্য ভ্রমণের ইতিবৃত্ত নিয়ে লেখা, 'যুক্তরাজ্যে বিয়াল্লিশ দিন।' তিনি নিজেই বলেন, 'এটি কঠিন কাজ। তবে, তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়।' তাঁকে ভরসা দিলাম, আশ্বস্ত করলাম এই বলে, 'আমার যত কষ্ট-ই হোক না কেন, যুক্তরাজ্যে বিয়াল্লিশ দিন অবশ্যই গ্রন্থাকারে বের হবে।' শুরু হলো কাজ। কিন্তু জরাজীর্ণ এবং প্রায় বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অনেক পাতা থেকে উদ্ধার করে লেখাগুলোকে কম্পোজের পর্যায়ে নিয়ে আসা সত্যিই অনেক কঠিন ছিল। পান্ডুলিপি তৈরি করে পাঠালাম। পাঠশেষে তিনি বললেন, অনেকগুলো প্রশ্নবোধক যুক্ত করে দিয়েছি। তুমি দেখে নিয়ো। সম্পদনার দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে। অসংগতিগুলোও দূর করতে হবে তোমাকেই।

গ্রন্থটি ভ্রমণাভিজ্ঞতা নিয়ে হলেও এতে রয়েছে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের জীবন-বাস্তবতার বিশ্লেষণ। দূর থেকে দেখা বিলেত এবং কাছ থেকে দেখা বিলেতের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, তা উঠে এসেছে মাহবুব রহমানের লেখায়। এ কথা বলাই যায়, মাহবুবুর রহমান বিলেতকে দেখেছেন পাখির চোখে। এবং সেই দেখা এবং জানাকে উপস্থাপন করেছেন নির্মোহভাবে। তবে, এটা ভাবলে বিস্ময় জাগে, কোনও ধরনের পূর্ব-পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি ছাড়াই যুক্তরাজ্যে বিয়াল্লিশ দিন লিখেছেন তিনি। নোট ছাড়া শুধুমাত্র স্মৃতিকে অবলম্বন করে ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আখ্যান বিবৃত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। স্মৃতিশক্তি কতটা প্রখর হলে এমনটি সম্ভব, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মূলত সহকর্মী এবং স্বজনদের অনুরোধেই যুক্তরাজ্যে বিয়াল্লিশ দিন লিখতে শুরু করেন মাহবুবুর রহমান। লেখা প্রকাশের পর পাঠকদের অনুভূতি তাঁকে আকৃষ্ট করে নতুন পর্ব লেখায়। মোট ২৮টি পর্ব লিখেছিলেন। এরপর আর কোনও পর্ব ছাপা হয়নি পত্রিকায়। ১৯৮৫ সালের ৩০ আগস্ট যুগভেরীর প্রাণপুরুষ আমীনূর রশীদ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিসমাপ্তি ঘটে তাঁর লেখার। কোনও ঘোষণা ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায় ভ্রমণবৃত্তান্ত। যার ফলে আরও অনেক-কিছু জানা থেকে বঞ্চিত

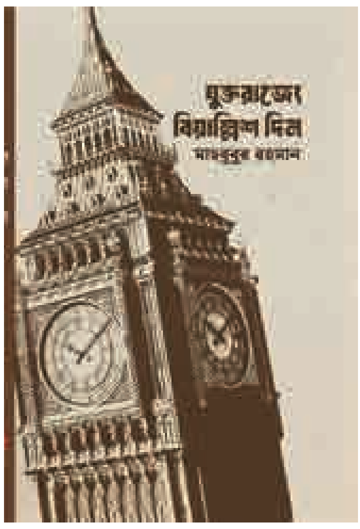

হন পাঠকরা।

যুক্তরাজ্য বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে উন্নত এবং আধুনিক জীবনের যে প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে, সেজন্য ঠিক কতটা সংগ্রাম করতে হয় অভিভাসীদের, সেটিই মূলত ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রতিটি লেখায়। ইস্ত্রি করা জীবনের পেছনের বিষাদ-বেদনা তিনি তুলে এনেছেন কালির আঁচড়ে।

রেমিট্যান্সপ্রবাহের চাকাকে সচল রাখার যুদ্ধটা ঠিক কতটা কঠিন, সে কথা উঠে এসেছে তাঁর বয়ানে। তিনি বলেছেন,

ভালো লাগার প্রসঙ্গ উঠলেই প্রথমে মনে পড়ে ওদের গতির কথা। কত দ্রুত তাদের জীবনটা। কি পুরুষ কি মহিলা, কি তরুণ কি বৃদ্ধ, সবার জীবনটাই চলছে দ্রুতলয়ে। গতিময় ছন্দময়। জীবনযাত্রায় কোনও আলস্য নেই। নেই মন্থরতা।

এই গতি যেমন কর্মে তেমনই পথচলায়, তেমনই জীবনের নানা ক্ষেত্রে। সময়টা যেন এখানে বেঁধে দেওয়া। একটি মুহূর্তও যেন বৃথা যেতে পারে না। জীবন ও সময় চলছে পাশাপাশি।

এই কথাগুলোর মধ্যেই নিহিত আছে যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালির কথকতা। দূর থেকে দেখা বিলেত এবং যাপনের মধ্য দিয়ে দেখা বিলেত যে এক নয়, সে কথা শুরু থেকে শেষ অবধি নানান ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করেছেন তিনি। পরিচিতজনের জীবনের ছোটোখাটো গল্প, তার যুদ্ধ-অগ্রগতি সংক্ষেপে তুলে ধরলেও এর মধ্য দিয়ে প্রায় সকলের কথাই তিনি বলার চেষ্টা করেছেন।

প্রত্যেক প্রবাসীর জীবনই সংগ্রামমুখর। প্রাত্যহিকতার প্রতিটি পদে পদে যে-বিরুদ্ধতাকে মোকাবেলা করে তাদের এগিয়ে চলা, তা সত্যিই অতুলনীয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেকালের বিলেতপ্রবাসী বাঙালিদের দুর্ভোগের কথা সহজে উপলব্ধি করা যাবে না। বিপৎসঙ্কুল পরিবেশ পরিস্থিতি ওই সময় মোকাবেলা করেননি এমন প্রবাসী হয়তো একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরও উন্নত জীবনের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রবাসীরা তৈরি করেছেন নিজের পায়ের তলার মাটি। আজ ২০২৪ সালের যে-সময়টায় যুক্তরাজ্যে বিয়াল্লিশ দিন গ্রন্থের ভূমিকা লিখছি তখন বর্ণবাদ আন্দোলনে ব্রিটেনের পরিস্থিতি অশান্ত। লেখক নিজেও আক্রান্ত হয়েছিলেন ভ্রমণকালীন। তাঁর ভাষ্যে শুনে নেওয়া যাক সেদিনের ঘটনা।

সময় তখন বিকেল। সন্ধ্যা নামবে একটু পরেই। রচডেইল শহরের এক পাবলিক টয়লেটের কাছে গাড়ি এসে থামল। প্রাকৃতিক কর্ম সারার জন্য আমি ও শুকুর আলী দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে টয়লেটে ঢুকলাম। প্রশস্থ টয়লেট। একসাথে কয়েকজন কাজ সারতে পারেন। আমরা যখন ঢুকি তখন টয়লেটে কেউ ছিল না। কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই কোত্থেকে একসঙ্গে আট-ন'জন যুবক এসে ঢুকে পড়লো। তাদের কেউ নির্দিষ্ট জায়গায়, কেউ জলের সিঙ্কে, যে-যেভাবে পারে প্রস্রাব করতে শুরু করলো। শুধু তা-ই নয়, এসঙ্গে আমাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য অশ্লীল কথাবার্তা বলতে থাকলো। চার দেয়ালের মাঝে এরূপ আচমকা আচরণে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। একটা শব্দও মুখ থেকে বেরুলো না। শুকুর আলীও নীরবে কাজ শেষ করে বের হয়ে এলেন। আমিও বাইরে এলাম। একইসঙ্গে ওরাও। বাইরে এসে ওদের এক যুবক আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের দু'জনের ভাগ্য নাকি আজ খুব ভালো। তা না-হলে...। তা না-হলে তারা যা করতো তা মুখেও আনা যায় না। কী অসভ্য! শুকুর আলী ছাড়বার পাত্র নন। যুবকের কথা শুনে তার মুখ লাল হয়ে গেল। প্রচন্ড রাগে তার শরীর কাঁপছিল। শুকুর আলীও যুৎসই একটি জবাব দিয়ে দিলেন। আমি ততক্ষণে গাড়িতে এসে বসে পড়েছি। শুকুর আলীর জবাব পেয়ে কয়েকজন যুবক গাল দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে এলো। শুকুর আলীও ভয় পাওয়ার পাত্র নন। আহবান জানালেন আসার জন্য। এদিকে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এদের ন'জনের সঙ্গে আমরা দু'জন কী করে পারবো! শুকুর আলীর পাকিস্তানি বন্ধুটি কি সাহায্য করবেন? পেছনের আসনে সে বন্ধুটি নড়েচড়ে বসলেন। শুকুর আলী গাড়ির দরজার কাছে এসে পৌঁছেছেন। গাড়ি সদর রাস্তায়। রাস্তায় লোহার বেড়ার পরেই ফুটপাত। ফুটপাতে ওরা ন'জন। ইতোমধ্যে দু'তিন জন বেড়া টপকাবার জন্য লাফ দেওয়ার কসরত করছে। কিন্তু না। বেড়া টপকালো না।

একটা সময় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং আতঙ্কের মধ্যে দিন অতিবাহিত করতে হতো প্রবাসীদের। যে-কোনও সময় আক্রান্ত হবার ভয় ছিল। ঘুম থেকে উঠে দড়জা খুলেও বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো। সেইদিন নিজেরাই বদল করেছেন প্রবাসীরা। ব্রিটেনের মূলধারার রাজনীতিতে অভিবাসীদের শক্ত অবস্থান দৃশ্যপটে এনেছে পরিবর্তন।

মাত্র ৪২ দিনে এত অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন যা সাধারণ কারও পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তবে, এই অভিজ্ঞতা বা দেখা নিয়ে তিনি কিছু লিখবেন না বলে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু সহকর্মী ও স্বজনরা তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, অন্যের দেখা এবং তাঁর দেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। তিনি যদি লেখেন তাহলে পাঠকরা বিলেতকে জানতে পারবে ভিন্নভাবে। গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ অবধি সেই ভিন্নতার স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছেন তিনি। শুধু উপস্থাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি লেখক, ঘটনার বিশ্লেষণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপস্থাপন সেই সঙ্গে অল্পকথায় পটভূমি তুলে ধরে পাঠককে আগ্রহী করে তুলেছেন।

অনেকের ভ্রমণকাহিনি একঘেয়েমিতে ভরপুর থাকে। তৃতীয় চোখে দেখার সক্ষমতা থাকে না সবার। কিন্তু মাহবুবুর রহমানের মধ্যে তা এতটাই প্রখর যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনে হবে লেখাগুলো স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল। প্রাসঙ্গিক তো বটেই। গ্রন্থটিকে এক সাংবাদিকের বিলেত ভ্রমণের অনন্য আখ্যান বললে অত্যুক্তি হবে না মোটেই। আজ যখন লেখক সেই সময়কে ফিরে দেখেন তিনি নিজেও বিস্মিত হন। উনচল্লিশ বছরে এই গ্রন্থে আলোচ্য অনেক ব্যক্তি যেমন প্রয়াত হয়েছেন তেমনই সুরমা এবং টেমসে গড়িয়েছে অনেক জল। কিন্তু লেখক সেই সময়টাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর অনবদ্য সৃষ্টিতে। পাঠকরা সেই সময়ে ফিরে গিয়ে এই সময়ের সঙ্গে ব্রিটেনের মিল-অমিল খুঁজে নিতে পারবেন অনায়াসে। এখানেই মাহবুবুর রহমানের সার্থকতা।

USA THEATER LIST

NEW YORK

KEW GARDENS CINEMAS, QUEENS

SHOWCASE CINEMAS DE LUX BROADWAY,
HICKSVILLE / LONG ISLAND

CONNECTICUT

APPLE CINEMAS HARTFORD XTREME, HARTFORD

NEW JERSEY

REGAL COMMERCE CTR STM 18, NORTH BRUNSWICK

REGAL HAMILTON COMMONS STM 14, MAYS LANDING

GEORGIA

REGAL HOLLYWOOD STM 14 @ NORTH I85,
CHAMBLEE / ATLANTA

FLORIDA

REGAL SAWGRASS STM 23 & IMAX
SUNRISE / FORT LAUDERDALE

ILLINOIS

NILES CINE LOUNGE, NILE'S / CHICAGO

CALIFORNIA

FREMONT CINE LOUNGE, FREMONT

LAEMMLE NOHO 7, NORTH HOLLYWOOD / LOS ANGELES

COMING SOON :

MASSACHUSETTS

APPLE CINEMAS, CAMBRIDGE

MICHIGAN

MJR TROY THEATER, TROY

VIRGINIA

CINEMA ARTS THEATER, FAIRFAX

OREGON

CORNELIUS 10 CINEMAS, PORTLAND

WASHINGTON

SIFF UPTOWN, SEATTLE

INDIANA

GQT WABASH LANDING 9, WEST LAFAYETTE

TEXAS

SOUTHWEST CINEMAS LAKE CREEK 7, AUSTIN

NEVADA

GALAXY THEATER SPARKS, RENO

NEW YORK

NORTH PARK THEATRE, BUFFALO

CALIFORNIA

PALLADIO 16 CINEMAS, FOLSOM

Utshob Group

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে

বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

- সারা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে আমরা ফ্ল্যাট ফাইন্যান্স করে থাকি।
- মাত্র ৩০% ডাউন পেমেন্ট এবং ২০ বছরের কিস্তিতে কিনে নিন আপনার স্বপ্নের আবাসন।
- NID কার্ড এবং সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রসেস করে দেওয়ার সুবিধা দিচ্ছি।
- ডাউন পেমেন্ট এবং মাসিক পেমেন্ট দুইটাই USA তে পরিশোধ করার সুব্যবস্থা।
- ফাইন্যান্স থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট কেনা পর্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
- রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাড়ি ভাড়া এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি।

ঠিকানা- শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা ১২০৭।
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১৩০০ বর্গফুট
[৩ বেড, ৩ বাথ, ৩ বারান্দা]

২০০০০ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫৯৫ ডলার লোনের মাসিক ইনস্টলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগ বাবদ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয়েছে)

প্রজেক্টের নাম- রামিজ গার্ডেন
ঠিকানা- উত্তরা, ঢাকা
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১১৮০ বর্গফুট
৩ বেড... ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন

১১৯৯৫ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫১৫ ডলার লোনের মাসিক ইনস্টলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগের বাবদ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয়েছে)

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন
516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
BUILD
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits

সারা’র আহবায়ক সারওয়ার, সদস্য সচিব বেলাল

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটর এসোসিয়েশন’র (সারা) গঠিত হয়েছে। নবগঠিত কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচিব নির্বাচিত হয়েছেন সারওয়ার খানবাবু ও বেলাল হোসেন।

সাউথ এশিয়ান আমেরিকান রিয়েলটরস এসোসিয়েশন (সারা) এর সভা ১৮৯-১০ হিলসাইড এভিনিউ, হলিসে মেহের খান জাদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। হোস্ট এবং আহবায়ক সারওয়ার খান বাবু সারা'র সকল সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে মতামত এবং পরামর্শ চান। সদস্য সচিব মোহাম্মদ বেলাল হোসেন ও প্রধান সমন্বয়কারী জসিম চৌধুরী সমিতির সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি অ্যাটর্নি ওসমান মালিক অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল লোকদের খাবার বিতরণের পরামর্শ দেন। বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ কামাল ব্রোকার/ওনার হোম সেন্ট্রাল ক্যাপিটাল সম্ভাবনা এবং গুণগতমানের বৃদ্ধির উপর জোর দেন। আরেক বিশেষ অতিথি মোঃ আবু সাঈদ চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ ভিপি মর্টগেজ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকার্স উল্লেখ করেন যে কীভাবে রিয়েলটর এবং মর্টগেজ ব্রোকারদের সাথে নেটওয়ার্কিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যে সকল রিয়েলটর এবং অতিথিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন হাবিবুর রহমান (হাবিব), আসিফ চৌধুরী, শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ করিম, অধ্যাপক মোহাম্মদ মারুফ মিয়া, মোহাম্মদ সেলিম রেজা, মোহাম্মদ মাসুদ প্রামানিক, জাফর সাদিক, নুরুজ্জামান সরদার, গোলাম হাসান, শামীম নাসের, মোহাম্মদ হালিম, রতন চক্রবর্তী, মোহাম্মদ মুকলেস রহমান, মোহাম্মদ রশিদ, ফেরদৌস কয়েস, আদান ইসলাম, নাসরিন সুলতানা, সাবিনা চৌধুরী, জাকিয়া সুলতানা, সালাউদ্দিন খান তুহিন, মোঃকবির, হাবিব মোহাম্মদ এ, মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, এইচএম ইকবাল, মাসুদ সিরাজী, শাদমান জামান, এম.এইচ. আজাদ।

লেবাননে দুই মাসে ২০০ শিশু হত্যা করেছে ইসরায়েল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে চলমান যুদ্ধে গত দুই মাসে লেবাননে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় অন্তত ২০০ শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১ হাজার ১০০ জনের বেশি। জাতিসংঘের শিশু–বিষয়ক সংস্থা ইউনিফ এ হিসাব দিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জেনেভায় সংবাদ সম্মেলন করেছে ইউনিসেফ।

BDGDC
ad point
PEAL HOSSAIN ENTERTAINMENT
ATV USA
বিশ্বজুড়ে বাঙালিয়ানা
iconic
STAR FASHION & BUSINESS AWARDS
NEW YORK
SEASON SIX
See you at New York
Event Date:
24th November 2024
Event Venue:
New York LaGuardia Marriott
Time: 6 pm Onwards
Events Partners
LiveTuneIN
SCAN THIS QR TO GET YOUR TICKETS NOW:
Regular : $50
Golden : $100
Platinum : $200
www.globaliconicawards.org/ticket
Courtesy by
AG
Aasha Group

ডেট্রয়েটে ‘বাংলাটাউন’ ফলকে কে বা কারা বাংলাদেশের পতাকা মুছে দিয়েছে

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট শহরের কনান্ট অ্যাভিনিউ এর জেইন ফিল্ডে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক স্থাপিত 'বাংলাটাউন' নামক ফলকটিতে কে বা কারা বাংলাদেশের পতাকাটি মুছে দিয়েছে। এ ঘটনায় মিশিগান প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষ প্রকাশ করছেন। প্রকৃতি পরিবেষ্টিত সুন্দর এ জায়গাটিতে নাম ফলকটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা ও ইংরেজীতে লিখা এ ফলকটির একদিকে (প্রবেশ মুখে) বাংলায় লিখা স্বাগতম ও ইংরেজীতে লিখা ওয়েলকাম টু বাংলাটাউন এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার দুটি জাতীয় পতাকার ছবি। উল্টোদিকে বাংলায় লিখা ধন্যবাদ ও ইংরেজীতে লিখা থ্যাঙ্ক ইউ ফর ভিজিটিং বাংলাটাউন এবং একটি বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিসৌধের ছবি রয়েছে। সম্প্রতি অনেকের চোখে পড়ে কে বা কারা ফলকের বাংলাদেশের পতাকার ছবিটি মুছে দিয়েছে, কিন্তু কবে কখন এ ঘটনাটি ঘটেছে তা কেউ বলতে পারেন না। এ ঘটনা জানাজানি হবার পর অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ তার ফেসবুকে লিখেছেন, "আজ ১৪ নভেম্বর ২০২৪। মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হেমট্রামিক শহরে সিটি নির্মিত বাংলাটাউন সাইন, যা নিয়ে মিশিগানের বাংলাদেশী আমেরিকানরা গর্ববোধ করি। এই সাইন থেকে বাংলাদেশের পতাকাটি কে বা কারা হোয়াইট আউট করে দিয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা করি। যে বা যারা এই ঘৃন্য কাজ করেছে, তাদের ঘৃনা করি। নিশ্চয় কোন অশিক্ষিত লোক এই কাজ করে নাই, শিক্ষিতরাই করেছে। এবং দু এক ঘন্টার মধ্যে অনেক শিক্ষিতরা এসে এর পক্ষে সাফাই শুরু করবে। ছিঃ তোদের ছিঃ।" আহাদ আহমেদের পোষ্টের নীচে নিবেদিতা চৌধুরী নামে একজন মন্তব্য করেছেন, "আমরা বাঙালিরা কত নীচে নামতে পারি দেখ বাঙালির কৃতিত্ব।" মোহাম্মদ আলী একই পোষ্টের নীচে লিখেন, "ওটা সঠিক হয়নি খুবই দুঃখজনক বাংলা আমাদের গৌরব আমরা দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকি না কেন বাংলাদেশের পতাকাকে আমরা হৃদয়ে লালন করব আমাদের গৌরব আমাদের জন্মভূমি সাইনবোর্ড থেকে মুছে গেলেও আমাদের হৃদয়ে থাকবে সব সময় এটাই আমাদের হোক সবার প্রত্যাশা, ইনশাআল্লাহ।" কবি ও সাংবাদিক বাবর বখত পোষ্টে লিখেন, "এরা তো পাকিস্তান চায়।" অনেকেই এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান, ভবিষ্যতে যেন এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে জন্য কমুউনিটি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এর আগেও ২০২২ সালে কে বা কারা এই নাম ফলকের উপর কালি লেপন করে দিয়েছিল। জানা গেছে ২০১৭ সালে এ নাম ফলকটি এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়, ফলকটি নির্মাণ করে বাংলাদেশি আমেরিকান পাবলিক অ্যাফেয়ার্স (বেপাক)।

পোল্যান্ডে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিতে হামলা যেকোনো সময়: রাশিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পোল্যান্ডে ন্যাটোর ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি।

পোল্যান্ডে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ঘাঁটি ‘পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ানোর’ কারণ হতে পারে বলে সতর্ক করেছে রাশিয়া। পাশাপাশি বলেছে, এই ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি এখন রাশিয়ার সম্ভাব্য হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, রাশিয়া প্রয়োজন মনে করলে যেকোনো সময় এই ঘাঁটিতে হামলা চালাতে পারে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, বাল্টিক সাগরের কাছে পোল্যান্ডের রেজিকোভো শহরে অবস্থিত এই নতুন ঘাঁটি গত সপ্তাহে উদ্বোধন করা হয়। এটি ন্যাটোর রাশিয়াবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ। এই বিষয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করা এক পোস্টে মস্কো এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে। এ ছাড়া রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভাও একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন।

জাখারোভা বলেছেন, ‘এই পদক্ষেপ (নতুন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি চালু) যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটের পক্ষ থেকে কৌশলগত ক্ষেত্রে উসকানিমূলক এবং গভীরভাবে অস্থিতিশীল কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার অংশ। এটি কৌশলগত স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত করে, কৌশলগত ঝুঁকি বাড়ায় এবং পরিণতিতে পারমাণবিক সংঘাতের ঝুঁকির মাত্রা বাড়িয়ে তোলে।’

ন্যাটোর হয়ে যুক্তরাষ্ট্র পোল্যান্ডে এমন এক সময়ে এই ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি চালু করল যখন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ন্যাটো পোল্যান্ডের এই নতুন ঘাঁটিতে অ্যাজিস অ্যাশোর মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের (এএএমডিএস) নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা বলেছেন, ‘এই ঘাঁটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে পেরে আমি আনন্দিত। এটি, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মতোই, বিশ্বে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করবে।’

পোল্যান্ড ১৯৯৯ সালে ন্যাটোতে যোগ দেয়। এ বছর সুইডেন ন্যাটোর সর্বশেষ সদস্য হয়েছে। এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এই তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রও ন্যাটোর অংশ এবং একই সঙ্গে দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার স্থলসীমান্ত আছে।

রেসলিং কোম্পানির সিইও হচ্ছেন ট্রাম্পের শিক্ষামন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নতুন প্রশাসনে শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছেন একটি রেসলিং কোম্পানির সাবেক প্রধান নির্বাহী (সিইও) লিন্ডা ম্যাকমাহনকে। গতকাল মঙ্গলবার ডোনাল্ড ট্রাম্প লিন্ডা ম্যাকমাহনকে তাঁর প্রশাসনের শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের জন্য মনোনীত করার ঘোষণা দেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর আগে, নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে সেই পথে হাঁটেননি। পূর্বসূরিদের পথ অনুসরণ করে এবারও তিনি এই মন্ত্রণালয় বহাল রেখেছেন এবং লিন্ডা ম্যাকমাহনকে মনোনীত করেছেন।

লিন্ডাকে মনোনীত করার বিষয়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেছেন, ‘গত চার বছর ধরে আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি ইনস্টিটিউটের (এএফপিআই) বোর্ড চেয়ার হিসেবে লিন্ডা অভিভাবকদের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় ভূমিকা রেখেছেন। এএফপিআই এবং আমেরিকা ফার্স্ট ওয়ার্কসে (এএফডব্লিউ) কাজ করে তিনি ১২টি অঙ্গরাজ্যে সর্বজনীন স্কুল বাছাই করা সুযোগ তৈরি করেছেন। এর মাধ্যমে শিশুদের আয়ের স্তর বা অবস্থান নির্বিশেষে উচ্চমানের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।’

ডোনাল্ড ট্রাম্প লিন্ডাকে মনোনীত করার বিষয়ে আরও বলেন, ‘সারা দেশে সর্বজনীন স্কুল বেছে নেওয়া সুযোগ সম্প্রসারণে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করবেন।’ লিন্ডা ম্যাকমাহন ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রশাসনের (এসবিএ) প্রধান ছিলেন। ট্রাম্পের প্রথম নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি বড় ধরনের অর্থ সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছিলেন।

এক মামলায় দুই দিনে সোয়া ২ লাখ রুপি হারাল আদানি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে আদানি গ্রুপের প্রধান গৌতম আদানিকে ঘুষ ও জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করার পর আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় শিল্প গোষ্ঠীটির শেয়ারদরে ধস নেমেছে। আদানির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর আজ বৃহস্পতিবার নাগাদ গোষ্ঠীটি ২৭ বিলিয়ন ডলার বা ২ লাখ ২৮ হাজার কোটি রুপির বেশি হারিয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, বৃহস্পতিবার মার্কিন শেয়ার বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে লেনদেন শেষে আদানি এন্টারপ্রাইজেসের শেয়ার ২৩ শতাংশ পড়ে, যা ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর একদিনে সবচেয়ে বড় পতন।

এ ছাড়া, একই দিনে আদানি পোর্টস, আদানি টোটাল গ্যাস, আদানি গ্রিন, আদানি পাওয়ার, আদানি উইলমার, আদানি এনার্জি সল্যুশনস, এএসসি এবং আম্বুজা সিমেন্টসের শেয়ার ৭% থেকে ১৯% পর্যন্ত কমে গেছে। তবে এনডিটিভি শেয়ার দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

ছেলের অপরাধের দ্রুত বিচার চান স্থপতি জাহির উদ্দিন

ইমা এলিস

জাহির উদ্দিন

শেহজাদ

বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর স্থাপত্য বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান স্থপতি শাহ আলম জাহির উদ্দিন সস্ত্রীক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন একমাত্র ছেলের হাতে। মেয়েকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর প্রাণনাশের হুমকির কারণে দেশে ফিরতে পারছেন না। অপকর্মের জন্য একমাত্র ছেলে শেহজাদ জহিরের দ্রুত বিচার ও শাস্তি চেয়েছেন তিনি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের লেক্সিংটনে মেয়ের বাসায় বসবাস করছেন স্থপতি জাহির উদ্দিন।

বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের সাবেক অধ্যাপক জাহির উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, নিজের স্বপ্ন পূরণের আশায় তিনি একমাত্র ছেলে শেহজাদ জাহিরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। ইচ্ছা পূরণে ছেলেকেও স্থপতি বানিয়েছেন। লেখাপড়া শেষ করে চাকুরিও পেলেও ২০/২১ বছর ছেলে ও তার স্ত্রী সন্তানের ভরণ-পোষণ চালিয়েছেন স্থপতি জাহির। ২০১৮ সালে থেকে শেহজাদ তার স্ত্রী শায়লা আবেদীনের প্ররোচণায় পুর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের নিজ নামীয় সম্পত্তি দখলের চেষ্টায় তাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালান। তার প্রয়াত স্ত্রী সেলিমা জাহির একজন ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান এবং চিত্রশিল্পী ছিলেন। একমাত্র ছেলের হাতে বাবা-মা লাঞ্ছিত ও নির্যাতনের ঘটনায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রতিবেশিসহ বন্ধুমহলে মুখ দেখাতে পারতেন না। লোক লজ্জার ভয়ে অনেক দিন ঘরেই আবদ্ধ ছিলেন দু'জনেই। ছেলে ও বৌমার হাতে চরমভাবে মানসিক নির্যাতনের ফলে তার স্ত্রী সেলিমা দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্থপতি জাহির উদ্দিন বলেন, তার স্ত্রী যখন খুব অসুস্থ, তিনি তাকে বারডেম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন কয়েকজন ছিনতাইকারীসহ তার ছেলে শেহজাদ ও তার স্ত্রী শায়লা আবেদীন ঘরে ঢুকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। তাদের সকল বাধা উপেক্ষা করে অবশেষে অসুস্থ সেলিমাকে বারডেম হাসপাতালে নিয়ে যেতে সক্ষম হন তিনি। ২০২১ সালের ১২ এপ্রিল বারডেম হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তিনি স্ত্রী সেলিমার মরদেহ বনানী কবরস্থানে দাফন করার জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় মসজিদে ঘোষণা দেন। তখন শেহজাদ তার সন্ত্রাসী বন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং মরদেহ দাফন নিয়ে অযথা হট্টগোলের সৃষ্টি করেন। সে তার মায়ের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে না জানিয়ে ঢাকার অদুরে একটি বেওয়ারিশ কবরস্থানে মরদেহ দাফন করেন। বেশ কিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর অনেক কষ্টে তিনি সেলিমার কবর শনাক্ত করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ছেলের অপরাধের নানা অভিযোগ তুলে স্থপতি শাহ আলম জাহির উদ্দিন আরও বলেন, তিনি তেজগাঁও থানার অধিন্যস্ত মনিপুরী পাড়ায় সিজা কোর্ট নামে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন তৈরি করেন। যা পরবর্তীতে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে তিনজনের নামেই লিখে দেন। এ ভবনের পাশেই সস্ত্রীক থাকার অন্য আরেকটি ডুপ্লেক্স তৈরি করেন। ছেলে শেহজাদকে থাকার জন্য একটি অত্যাধুনিক অ্যাপার্টমেন্টও তৈরি করেন তিনি। এখন তার ডুপ্লেক্সেটিও অবৈধভাবে দখলের উদ্দেশ্যে শেহজাদ তার সন্ত্রাসী বন্ধুদের ব্যবহার করে দরজা ভেঙ্গে ফেলেন। মামলার ভয়ে স্থানীয় পুলিশকে তারা একটি আগাম ভুল তথ্যও দেন বলে উল্লেখ করেন জাহির উদ্দিন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত আসতে লাগবে ৩০ মিনিট!

নিউজ ডেস্ক

প্রযুক্তিতে পুরো পৃথিবীকে বদলে দিতে চান ইলন মাস্ক। নতুন উদ্ভাবনী ভাবনা নিয়ে আবারও বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তুলেছেন ইলন মাস্ক। যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো থেকে আকাশপথে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আসতে প্রায় ১৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট লাগে। যদি মাত্র ৩০ মিনিটে এ পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়, তবে কেমন হবে! আকাশকুসুম কল্পনা হলেও এমনই এক প্রকল্পের ঘোষণা কয়েক বছর আগেই দিয়ে রেখেছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক।ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তার এই স্বপ্ন 'এবার বাস্তব হওয়া সম্ভব', বলেছেন মাস্ক।মার্কিন এই ধনকুবের ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠজন। নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি ট্রাম্পের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন, অর্থ ঢেলেছিলেন। ট্রাম্প ভোটে জিতে গেছেন। এখন মাস্ক প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামাস্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে ট্রাম্পের নতুন 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সি'র নেতৃত্ব দিতে চলেছেনমাস্ক ঘোষণা দিয়েছেন, তার প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'পৃথিবী থেকে পৃথিবী' তে মহাকাশ ভ্রমণের প্রকল্প এবার দ্রুতই বাস্তব রূপ নেবে।প্রায় ১০ বছর আগে স্পেসএক্স তাদের স্টারশিপ রকেট তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল, এটা হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী যান এবং তাদের রকেট নজিরবিহীন গতিতে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ভ্রমণে সক্ষম হবে।এ নিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্টারশিপ প্রতিবার এক হাজারের বেশি যাত্রী বহন করতে পারবে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

- Quick and Easy
- No Credit Check
- No hidden Fee
- $4,000-$100,000
- 90% Approved in 24 hours

Special Promotion Start From$49 Only a day

For More Info Call Now
MOHAMMAD: 516-940-7363
khanm@qmadvance.com
Executive Office Center 61-43 186th St.
Fresh Meadows, NY 11365

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন
রেনোভেটেড,
২ বেডরুম, ১ বাথরুম।
82-72, 161 st,
Jamaica 11432
যোগাযোগ-
718 790 7593

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে ষ্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

বাসা ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ষ্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/ স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

দরদ দিয়ে দর্শকরা দেখছে সাকিব খানের 'দরদ'

সোহানা নাজনীন

বায়োস্কোপ ফিল্মস এর আয়োজনে ৪৮তম সিনেমা 'দরদ' প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ নভেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের দুই মুভি থিয়েটার কুইন্সের কিউ গার্ডেন সিনেমাস এবং লং আইল্যান্ডের শো কেস সিনেমাস ডি লাক্স ব্রডওয়ে তে 'দরদ' শুভমুক্তি পেয়েছে। পরের এক সপ্তাহ জুড়ে প্রতিদিন ৩/৪ টি শো নিয়ে চলবে সিনেমাটি।

'দরদ' ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার চলচ্চিত্র। এটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন অনন্য মামুন। বাংলাদেশের অ্যাকশন কাট এন্টারটেইনমেন্ট, কিবরিয়া ফিল্মস, কলকাতার এসকে মুভিজ ও মুম্বাইয়ের ওয়ান ওয়ার্ল্ড মুভিজের ব্যানারে সহ-প্রযোজনা করেছেন সরদার সানিয়াত হোসেন, কামাল মোহাম্মদ কিবরিয়া লিপু এবং হিমাংশু ধানুকা। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাকিব খান ও ভারতের সোনাল চৌহান। এটি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার প্রথম সর্ব ভারতীয় চলচ্চিত্র। দরদ সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টর ও হিন্দি ভার্সনের কথা লিখেছেন আরাফাত মেহমুদ এবং বাংলা ভার্সনের কথা লিখেছেন জাহিদ আকবর, সোমেশ্বর অলি এবং সুদীপ কুমার দীপ। সারেগামাপা খ্যাত মাইনুল আহসান নোবেল দরদ সিনেমার গানে কন্ঠ দিয়েছেন।

দুই ঘন্টা বত্রিশ মিনিটের চিত্রনাট্যের প্রেক্ষাপট বারাণসী শহর। সেখানে হঠাৎ করে একের পর এক খুন হতে চলল। দেখা গেল, একজন সিনেমা তারকা ও প্রথম সারির ব্যক্তিত্বরা খুনির তালিকায়। পরপর খুন হতেই নড়ে বসে শহরের পুলিশ, শুরু হয় পুলিশি তদন্ত। আর এই তদন্তে উঠে আসে দুলু মিয়ার নাম। দুলু মিয়া পেশায় অটোচালক, সাধারন একজন মানুষ। সেই কি এইসব 'সিরিয়াল কিলিং'-এর নেপথ্যে? এর সমাধান খুজতেই দর্শকদের নিঃশ্বাস চেপে পার হয়ে গেছে শেষের দুই ঘন্টা সময়। প্রেম ভালোবাসার গল্পের মোড়কে এক সাইকোথ্রিলানের কাহিনী এই "দরদ" সিনেমার। যেখানে রোমান্স, সাস্পেন্স, মিষ্ট্রি মিলিত অভিনয়ে নায়ক শাকিব খান অনবদ্য এক স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রচন্ড আবেগময় শেষ দৃশ্যে সাকিব খানের পরিপক্ক অভিনয় প্রমাণ রেখেছে অভিনয় জগতের আজকের অবস্থান সম্পর্কে।

ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানের পর বড় পরিসরের সিনেমা 'দরদ' মুক্তি পেয়েছে। শাকিব খানের এই সিনেমা নিয়ে ভক্তদের উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনার কমতি ছিল না। দেশের সত্তরটি সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে "দরদ"। উত্তর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, লস এন্‌জেলেস, সান ফ্রানসিসকো, বোস্টন, হার্টফোর্ড, কানেকটিকাট সহ পর্যায় ক্রমে বেশ কয়েকটি শহরে চলবে "দরদ"। গতকাল সন্ধ্যায় কিউ গার্ডেনস এই প্রিমিয়ার শোতে উপস্থিত ছিলেন - বর্ষীয়ান শক্তিমান অভিনেতা আহমেদ শরীফ, দর্শক নন্দিত চিত্র নায়িকা মন্দিরা চক্রবর্তী, ভোয়েস অফ আমেরিকার প্রাক্তন সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরন, শাহনেওয়াজ গ্রুপ এর কর্ণধার শাহনেওয়াজ সহ আরো অনেকে। উপস্তিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের প্রিন্ট টিভি এবং অনলাইন মিডিয়া'র বিশিষ্ট সাংবাদিকবৃন্দ - প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা'র সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, মোহাম্মদ সাইদ, মনোয়ারুল ইসলাম, মনজুরুল হক, রাশেদ আহমেদ, গ্যালাক্সী মিডিয়ার বোদরুজ্জোয়া সাগর , শো টাইম মিউজিক এর আলমগির আলম, মোহাম্মদ রশিদ, ইউ টিউব ব্লগার এবং সাকিব ভক্ত ফারজানা - সহ বহু সাংবাদিক বৃন্দ। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ বলেন , "আজ আমাদের ৪৮ তম পরিবেশনায় আপনাদের কাছে পেয়ে, আমাদের এতো বন্ধুদের কাছে পেয়ে আমরা আনন্দিত।

অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে সরলেন ট্রাম্প মনোনীত ম্যাট গেটজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

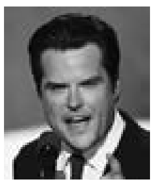
ম্যাট গেটজ

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ম্যাট গেটজ। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিবিএসের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গেটজকে বিচার বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত করেন। তবে মনোনয়ন সংক্রান্ত বিতর্কের কারণে নতুন প্রশাসনের কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, সে জন্যই এই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান ম্যাট গেটজ।

গেটজ তাঁর পোস্টে বলেন, 'ওয়াশিংটনে বিতর্ক করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। ট্রাম্প প্রশাসনের বিচার বিভাগকে প্রথম দিন থেকেই কার্যকর হতে হবে। তাই আমি অ্যাটর্নি জেনারেলের মনোনয়ন থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করছি।' তিনি আরও বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকাকে রক্ষা করবেন এবং ইতিহাসের সফলতম প্রেসিডেন্ট হবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর মনোনীত হওয়া আমার জন্য সম্মানের।'

ম্যাট গেটজকে ট্রাম্পের মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। যৌন নিপীড়ন ও মাদক সেবনের অভিযোগে গেটজের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছিল। যদিও এসব অভিযোগকে 'মিথ্যা' এবং 'ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করেন তিনি।

মাগ্রিতের আঁকা ছবির দাম উঠতে পারে ১০ কোটি ডলারে!

নিউজ ডেস্ক

বেলজিয়ামের চিত্রশিল্পী রেনে মাগ্রিতের আঁকা একটি ছবির দাম প্রায় ১০ কোটি ডলারে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। নিউইয়র্কে নিলামে এই দামে ছবিটি বিক্রি হতে পারে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রশিল্পী কিথ হেয়ারিংয়ের আঁকা ছবিসহ আরও বেশ কিছু চিত্রকর্ম নিলামে উঠতে যাচ্ছে। সেখানে থাকছে পাকা কলার বিখ্যাত শিল্পকর্মটিও।

এর মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের নিলাম প্রতিষ্ঠানগুলো নিস্তরঙ্গ বাজার আবার চাঙা হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মাগ্রিতের আঁকা 'এম্পায়ার অব লাইট' চিত্রকর্মটি মঙ্গলবার ১৯ নভেম্বর রাতে নিউইয়র্কের প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টিসের নিলামে উঠছে। নিশ্চিতভাবেই এটি হবে হেমন্ত মৌসুমের নিলামে উঠতে যাওয়া একটি প্রধান আকর্ষণ। ওই দিন বিক্রির জন্য কয়েক শ চিত্রকর্ম নিলামে তোলা হবে। নিলামে কয়েক কোটি ডলার মূল্যের বেচাকেনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাগ্রিতের আঁকা 'এম্পায়ার অব লাইট' ছবিটি ১৯৫৪ সালে আঁকা। এতে আলোছায়ার খেলা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। এ চিত্রকর্মটি ৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার দামে বিক্রি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর তা হলে তা মাগ্রিতের আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাবে। ২০২২ সালে ৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার দামে মাগ্রিতের শিল্পকর্ম বিক্রির রেকর্ড হয়েছিল।

২০২৩ সাল থেকে শিল্পকর্মের বাজার ধীর অবস্থায় আছে। ক্রিস্টিস কর্তৃপক্ষ আশা করছে, মাগ্রিতের চিত্রকর্ম এবং ১৯৬৪ সালে মার্কিন পপ চিত্রশিল্পী এড রুশার আঁকা গ্যাসস্টেশনের ছবি নিলামে তোলার মধ্য দিয়ে আবারও চিত্রকর্মের বাজারকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে।

বিনিয়োগ কোম্পানি আর্টেমিসের পরিচালনাধীন নিলাম প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ২০২৪ সালের প্রথম ছয় মাসে তাদের মোট ২১০ কোটি ডলার সমমূল্যের চিত্রকর্ম বিক্রি হয়েছে। আর্টেমিসের মালিক ফ্রান্সের পিনল্ট শিল্প পরিবার।

দেয়ালে আটকে রাখা কলার শিল্পকর্মটি নিয়েও বেশ আলোচনা চলছে। এ চাঞ্চল্যকর কাজটি ইতালীয় শিল্পী মাউরিজিও কাতেলানের।

১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ২৫০ শতাংশ

ইমা এলিস

গত ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে যেখানে এই সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৮০২ আর ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ৯৯ জনে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যুরো অব এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স ও ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন প্রতিবছর এই 'ওপেন ডোরস রিপোর্ট' প্রকাশ করে থাকে। এ প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রি-অ্যাকাডেমিক ইনটেনসিভ ইংলিশ প্রোগ্রামে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির তথ্য তুলে ধরা হয়।যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বাংলাদেশের ১৭ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছেন। ২০২৪ সালের 'দ্য ওপেন ডোরস রিপোর্ট অন ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ'-এর তথ্য অনুযায়ী, গত শিক্ষাবর্ষের (২০২২-২০২৩) তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী পাঠানো দেশের তালিকায় ১৩তম থেকে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে।২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা রেকর্ড ১১ লাখ ২৬ হাজার ৬৯০–এ পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮ শতাংশ বেড়ে ৫ লাখ ২ হাজার ২৯১–এ পৌঁছেছে। আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ব্যবহারিক কাজের অভিজ্ঞতার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিউনিটি কলেজগুলোতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে, যেখানে ভর্তির সংখ্যা ১৩ শতাংশ বেড়ে ৫৯ হাজার ৩১৫–এ পৌঁছেছে, যা গত ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী বৃদ্ধির ঘটনা।২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি এবং ৩ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্স। আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার দৃঢ়। কারণ, তা উদ্ভাবন ত্বরান্বিত করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী করা, কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করা ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস একাধিক ভার্চ্যুয়াল ও সরাসরি সেশন আয়োজন করছে। এসব সেশনে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার আবেদনের প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক প্রোগ্রাম, তহবিল বা স্কলারশিপের সুযোগ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্পনসর করা প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত বিনিময় প্রোগ্রাম সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা হয়। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য বা EducationUSA-Bangla@state.gov -এ মেইল করতে পারেন আগ্রহীরা।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

মিশিগানে মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগানের কমিটি

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির একটি রেষ্টুরেন্টে ১০ নভেম্বর মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র, কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল মছব্বির। সভায় উপস্থিত সকলের মতামত সাপেক্ষে মৌলভীবাজার এসোসিয়েশন অব মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি গঠন করা হয় । সভার শুরুতে মৌলভীবাজারে প্রয়াত সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনায় ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সকলের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করা হয় । উপদেষ্টা পরিষদে আছেন আব্দুল মছব্বির, ফয়জুর খোকন, সৈয়দ লুৎফুর রহমান, আফরোজ ফাহমীর, হাবীব চৌধুরী রুবেল, মুজিবুর রহমান ছমছু, আব্দুল মোহিত চৌধুরী। সভাপতি সৈয়দ জহির হাসান, সাধারণ সম্পাদক তারেক জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান আহমেদ তারেক, ট্রেজারার মাসুম আহমেদ। এছাড়াও ২৭ জন সদস্য নিয়ে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । সভায় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন । অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ জহির হাসান, সৈয়দ মতিউর রহমান শিমু, তারেক জামান,শাহীন আহমেদ, এডভোকেট রাধাপদ দেব সজলসহ আরো অনেকে।

মার্কিন মুসলিমরা হতাশ ট্রাম্পকে জিতিয়ে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় দখলদার ইসরায়েলের গণহত্যায় সাহায্য করায় এবারের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কমলা হ্যারিসকে ভোট দেননি মার্কিন মুসলিমরা। দেশটির মুসলিম নেতারা ট্রাম্পকে ভোট দিতে অন্যদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। তবে ট্রাম্প নির্বাচনে জেতার পর যাদেরকে নিয়ে মন্ত্রিসভা ও সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন সেটি নিয়ে হতাশ হয়েছেন মুসলিমরা। কারণ তাদের বেশিরভাগই ইসরায়েলপন্থি ও যুদ্ধবাজ।

ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যের একজন শীর্ষ বিনিয়োগকারী রবিউল চৌধুরী নামের এক বাংলাদেশি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'আমাদের কারণে জিতেছেন ট্রাম্প, কিন্তু তিনি সেক্রেটারি অব স্টেট পদসহ অন্যান্য পদে যাদের মনোনয়ন দিয়েছেন তাতে আমরা মোটেও খুশি নই।'

রবিউল চৌধুরী পেনসিলভানিয়ায় 'অ্যাব্যান্ডন হ্যারিস' প্রচারাভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং 'মুসলিমস ফর ট্রাম্প' এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

মুসলিমদের সমর্থন ট্রাম্পকে মিশিগানে জিততে সহায়তা করেছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে (সুইং স্টেট) তার জয়ের কারণ হতে পারে বলে কৌশলবিদরা বিশ্বাস করেন।

ট্রাম্প রিপাবলিকান সেনেটর মার্কো রুবিওকে সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে বেছে নিয়েছেন, যিনি ইসরায়েলের কট্টর সমর্থক। এই বছরের শুরুর দিকে রুবিও বলেছিলেন, তিনি গাজায় যুদ্ধবিরতি চাইবেন না এবং তার বিশ্বাস হামাসের সবকিছু ইসরায়েলের ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। কারণ হামাসের যোদ্ধারা হলো পশু।

সাবেক আরকানসাস গভর্নর এবং কট্টর ইসরায়েল-সমর্থক কনজারভেটিভ মাইক হাকাবিকে ইসরায়েলে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত করেছেন ট্রাম্প। যিনি পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি দখলদারিত্বকে সমর্থন করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিনে দ্বি-রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে 'অকার্যকর' বলে মত দিয়েছিলেন।'

ট্রাম্প জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের দূত হিসেবে নিয়োগ দিতে যাচ্ছেন রিপাবলিকান প্রতিনিধি এলিস স্টেফানিককে। এই ব্যক্তি কয়েকদিন আগে জাতিসংঘকে 'ইহুদিবিদ্বেষী' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কারণ জাতিসংঘ গাজায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর নিন্দা জানিয়েছিল।

আমেরিকান মুসলিম বিষয়ক সংগঠন 'আমিন'-এর নির্বাহী পরিচালক রেক্সহিনাল্দো নাজারকো রয়টার্সকে বলেছেন, 'মুসলিম ভোটাররা আশা করেছিল ট্রাম্প মন্ত্রিসভায় এমন ব্যক্তিদের নেবেন যারা শান্তির জন্য কাজ করবেন।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
● Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
● Sales and Payroll Tax ● Business Licenses and Setup ● FBAR and FATCA Filing
● Notary Public ● Immigration Form Fill-Up Services
● Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
New York State Society of Enrolled Agents
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH
HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

বাংলাদেশি মেয়ে শাবনাজ প্রিয়তার অকাল মৃত্যু

ডেস্ক রিপোর্ট

শাবনাজ জামান

আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশী মেয়ে শাবনাজ জামান প্রিয়তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। শাবনাজ প্রিয়তা বসবাস করতেন নর্থ ক্যারোলাইনায়। শনিবার ১৬ নভেম্বর বান্ধবীদের সাথে বেড়াতে যান। এরপর রাতে বান্ধবীর বাসায় অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার সূত্রে জানা যায়, সেদিন রাতে বান্ধবীর বাসায় থাকা অবস্থায় প্রিয়তা তার স্বামী পার্কারকে ফোন করে জানান যে, তিনি সুস্থবোধ করছেন না। এ কথা শোনার পর পার্কার তাকে বলেন, বেশি খারাপ লাগলে যেন একা ড্রাইভ না করেন। বরং বান্ধবীর বাসায় যেন অবস্থান করেন এবং দরকার হলে ৯১১ কল দিতে বলেন। এরপর প্রিয়তা সেখানেই থেকে যান। একপর্যায়ে বাথরুম ব্যবহার করতে যান, কিন্তু অনেকটা সময়ের পরও তার ফিরে না আসায় বান্ধবীদের সন্দেহ হয় এবং তারা দরজায় নক করেন। বেশ কয়েকবার দরজায় নক করার পরও যখন কোনো সাড়া মেলেনি, তখন তারা ৯১১ কল করেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে প্রিয়তাকে উদ্ধার করেন। সে সময় প্রিয়তা অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিলেন।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে কার্ডিয়াক হার্ট অ্যাটাক বলা হয়। হাসপাতাল এবং পুলিশের সব রকম অফিশিয়াল কাজ শেষে প্রিয়তার মৃতদেহ নিউইয়র্কে অবস্থানরত তার মা স্কুল শিক্ষিকা নাসিমা জাহান শাবানার কাছে আনা হয়।

১৯ নভেম্বর বাদ মাগরিব জামাইকা মুসলিম সেন্টারে প্রিয়তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে তাকে ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল পার্ক কবরস্থানে সমাহিত করা হবে বলে জানা যায়।

জিয়াউলকে ‘বসনিয়ার কসাই’

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমাকে দাও। আমি দেখবো।

এ সময় তাকে বেশ উত্তেজিত দেখা যায়। তবে তার আইনজীবী নাজনীন নাহার বলেন, পরে সবই দেওয়া হবে।

আদালত থেকে কারাগারে নিতে প্রিজনভ্যানে নেওয়ার জন্য কয়েকজন পুলিশ সদস্য তার দুই হাত ধরে রাখেন। এ সময়ও তিনি তাদেরকে হাত ছেড়ে দিতে বলেন।

'জিয়াউল আহসানের নেতৃত্বে বিএনপি নেতা ইলিয়াস গুম'

তাজুল ইসলাম ট্রাব্যুনালে শুনানিতে বলেন, জিয়াউল আহসানের নেতৃত্বে বিএনপি নেতা ইলিয়াসকে গুম করে হত্যা করা হয় বলে আমরা জানতে পেরেছি। এছাড়াও নাম জানা-না জানা অনেক মানুষকে অপহরণের পর নির্যাতন করা হয়েছে। তার পৈশাচিকতা ৯০-এর দশকে বসনিয়া-হার্জেগভনিয়ার সারফিয়ান বাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছিল, যে ধরনের অত্যাচার করতো, তার সাথে আমরা তুলনা করেছি।

বলকানের কসাইয়ের মতো বাংলাদেশের কসাই হিসেবে এই জিয়াউল আহসান হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে, গুম নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যোগ করেন চিফ প্রসিকিউটর।

কাঠগড়ায় ঔদ্ধত্যপূর্ণ জিয়াউল, কান্না করেছেন ওসি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সব আসামির মুখে চিন্তার ভাঁজ দেখা গেছে, কারও চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কাঠগড়ায় বেশ হাসিখুশি সময় কাটিয়েছেন ‘আয়না ঘরের’ কারিগরখ্যাত জিয়াউল আহসান। হাসিনা সরকারের পতনের পর সেনাবাহিনীর পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া এই মেজর জেনারেল ছিলেন ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মহাপরিচালক। এ দিন একঘণ্টা ২০ মিনিট বিচারকাজ চলেছে। কাঠগড়ায় প্রবেশ করা থেকে বের হওয়া পর্যন্ত পুরোটা সময় জিয়াউল আহসান ছিলেন হাসিখুশি। কাঠগড়ায় ওঠানোর পর থেকে অন্যরা যখন চিন্তিত, অনেকে আবার দুশ্চিন্তায় ঠোঁট নাড়িয়ে দোয়া পড়েছেন। মাঝে-মধ্যে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে চারদিকে থাকা সবাইকে ভালমতো পর্যবেক্ষণ করেন। কাঠগড়ায় থাকা অবস্থায় মাঝেমধ্যে পকেট থেকে বের করে কিছু একটা খেতে দেখা যায় তাকে। সেনাবাহিনীর সাবেক এই কর্মকর্তা চিৎকার করে বলেন, আমি কখনো আয়না ঘরে চাকরি করিনি। আমার নামে ফেসবুকে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। আমি যেখানে কাজ করেছি, সেটা সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল ছিল। তখন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বলেন, আপনি একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। আপনার আইনজীবী এখানে আছেন। তারা আপনার পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবেন। তাদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হলে তখন আপনি বলার সুযোগ পাবেন। ট্রাইব্যুনালে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণও করেছেন দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে। বিচারপতিরা এজলাস ছাড়ার পর দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা আসামিদের কাঠগড়া থেকে হাজত খানায় নেয়ার জন্য যান। এ সময় জিয়াউল আহসান তাদের বলেন, কেউ আমাকে ধরবে না, কাছে আসবে না। তোমরা মার খেয়েছ, ভবিষ্যতে আরও খাবে। আমাকে জেলখানায় কাগজ-কলম দেয়া হয় না। আমি লিখবো। আমাকে কাগজ-কলম দিতে হবে। আমার বিরুদ্ধে যা বলেছে তা আমাকে দাও। আমি দেখবো। এ সময় তাকে বেশ উত্তেজিত দেখা যায়। তবে তার আইনজীবী নাজনীন নাহার বলেন, পরে সবই দেয়া হবে। আদালত থেকে কারাগারে নিতে প্রিজনভ্যানে নেয়ার সময় কয়েকজন পুলিশ সদস্য তার দুই হাত ধরে রাখেন। এ সময়ও তিনি তাদেরকে হাত ছেড়ে দিতে বলেন। আদালত চলাকালে শেষদিকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন জিয়াউল আহসান। ওই সময় তাকে বসাতে গেলে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। তবে ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কান্না করেছেন গুলশান থানার সাবেক ওসি মাজহারুল হক। আমাকে বাঁচান, আমি বাঁচতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য, সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব:) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম পচাত্তুরের সাতই নভেম্বরের ঘটনা তুলে ধরে বলেছেন, ঐদিনের পথ ধরেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষতায় আসেন এবং পরবর্তীতে বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের স্বাধীন যুদ্ধ ঘোষণা থেকে শুরু করে আমৃত্যু রাষ্ট্র পরিচালনায় জিয়া প্রকৃত দেশ প্রেমিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া ছিলেন সৎ ও সফল রাষ্ট্র নায়ক। মেজর হাফিজ বলেন, পচাত্তুরে ‘সিপাহী-জনতা’র সংহতির মধ্য দিয়ে জিয়া সেনাবাহিনীর বন্দিদশা থেকে মুক্ত হন এবং সেসময় দেশে যে ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই ঐক্য আর সংহতি আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, দেশকে সুসংগঠিত করতে ঐক্যের কোন বিকল্প নেই।

কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির আয়োজনে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র ব্যানারে ঐতিহাসিক সাতই নভেম্বর ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ পালন সভায় ভার্চুয়ালী প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেজর (অব:) হাফিজ উপরোক্ত কথা বলেন। ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে এই সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালণা করেন জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সভাপতি মওলানা ওমর ফারুক। এরপর ৫২’র ভাষা আন্দোলন ও একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ বক্তা ছিলেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা ড. জাহিদ দেওয়ান শামীম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুস সবুর, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক নেতা শাহ আলম ও নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নাসিম আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোশাররফ হোসেন সবুজ ও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় সভায় বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক সাঈদ তারেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান ও সুরুজ্জামান, ঝালকাঠি জেলা বিএনপি’র সহ সভাপতি আলহাজ শহীদুল ইসলাম শিকদার, মহিলাদল নেত্রী সৈয়দা মাহামুদা শিরিন মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী ফোরাম যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ’র সভাপতি জুনায়েদ আল জাফরি।

সিনেমার চাইতে শক্তিশালী মাধ্যম

শেষ পৃষ্ঠার পর

সিনেমার মতোই ব্যাপ্তি দেখিয়েছেন 'দরদ' সিনেমায়।'

এবারের ঈদে কোন সিনেমা বা কয়টা সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে, উপস্থাপিকা ফরিদা ইয়াসমীনের এমন প্রশ্নে রাজ হামিদ বলেন, 'এবারের ঈদে নয়টা সিনেমা মুক্তি পাবে ঢাকায়। এর মধ্যে চারটা সিনেমার নির্মাতা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। তবে চারটে সিনেমা এখানে একযোগে দেখানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে, তাই আমারা অন্তত দুটো সিনেমা দেখানোর চেষ্টা করবো। নিউইয়র্কের বিশাল দর্শকদের মধ্যে সিনেমাটা অত্যন্ত সাড়া ফেলেছে। তাছাড়া সামনের বছরের প্রথম দিকে দুই বাংলার নন্দিত অভিনেত্রী জয়া আহসানের নির্মিত ওসিডি সিনেমা আসবে।'

এ প্রসঙ্গে এইচ বি রিতা প্রশ্ন রাখেন, জয়া আহসান পরিচালিত ওসিডি সিনেমাটি কি মানসিক সঙ্কটজনিত বিষয়ের উপরে কি না। তিনি বলেন, 'সিনেমার কাহিনী কিছুটা মানসিক সংকটজনিত বিষয়ের উপরে, তবে অনেকটাই থ্রিলার ভিত্তিক। ওসিডি বিষয়টি কমবেশি সব মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু এই সমস্যা কখনো কারোর মধ্যে প্রকট আকার ধারন করে। ভিন্ন ধাঁচের সিনেমাটি নিয়ে আমরা খুব আশাবাদী।'

রাজ হামিদের নতুন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ চলছে, যেটার শুটিং আমেরিকাতে হবে। এ নিয়ে ফরিদা ইয়াসমীন আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এই প্ল্যান নিয়ে কথা হয়েছে, শ্যুটিং হবে খোদ নিউইয়র্কে। আমাদের পরিচালক, নায়িকা ঠিক আছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে শ্যুটিং শুরু হবে। আশা করছি সেইসময় আমরা সবাইকে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে জানাতে পারবো। আমি সবসময় চেয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রে বাঙ্গালিদের জীবন-কাহিনী নিয়ে সিনেমা বানাবো। প্রবাসীর সংগ্রামী গল্পের পুরোপুরি প্রতিফলন পর্দায় দেখানোর চেষ্টা করবো। সেখানে একটি দৃঢ় চরিত্রের মেয়ের গল্পও থাকবে। শত প্রতিকুলতার মধ্যে একটা মানুষ তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করছে এটাও থাকবে, জোরালো একটা স্ক্রিপ্ট হবে।'

বর্তমান সময়েও সিনেমার প্রতি রাজ হামিদের কার্যক্রম এবং সাফল্য থেমে নেই। তার শ্রম ও প্রচেষ্টা এ যাত্রাকে সাফল্যময় করে তুলেছে। কীভাবে এতকিছুতে ফোকাস করা সম্ভব এ ব্যাপারে জানতে চাইলে রাজ হামিদ বলেন, 'বায়োস্কোপ সংক্রান্ত কাজ আমার স্ত্রী করে থাকেন। আজ থেকে পাঁচ বছর পর বায়োস্কোপের অবস্থান কেমন হবে বা কেমন ভাবে বায়োস্কোপ দেখতে চাই, সেই প্ল্যান আমি করি। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমি কাজ করি। ২০১৭ থেকে এ পর্যন্ত এই যাত্রার সফলতা আমি পুরোপুরি দর্শকদের দিতে চাই। তাছাড়া এখানে মিডিয়ার পূর্ণ সহযোগিতাও আছে।'

এ যাবত রাজ হামিদ ৪৮টির মতো সিনেমা দেখিয়েছেন। শুধু 'পরান' সিনেমার জন্য ২ লাখ ডলারের উপর টিকিট বিক্রি হয়েছিল। আগামীর ফিল্মগুলি নিয়ে রাজ হামিদ অনেক আশাবাদী, তিনি মনে করেন ডায়াস্পোরা মার্কেটের একটা সিলিং আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সিনেমা শিল্পের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে একজন নির্মাতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন, 'প্রযোজক ও নির্মাতার চাইতেও এখানে সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। বাংলাদেশে ক্রমশ স্ক্রীনের সংখ্যা কমছে। তাই আমরা সরকারকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রতিটা মফস্বল শহরে তিন স্ক্রিনের সিনেমা হল করার। বহু স্ক্রীনের জন্য যদি দর্শকদের বিকল্প ব্যবস্থা থাকত, বিনোদনের ব্যাপারটা সহজ হত।'

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী কালে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে রাজ হামিদ বলেন, 'দর্শকদের প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে মাথার মুকুটের মতো। সিনেমা প্রদর্শনীর দিনে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনেই দর্শকদের সাথে থাকার চেষ্টা করি। দর্শকদের আমেজ এবং অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করি। নিউইয়র্কের বাইরের শহরগুলোতে কোন সিনেমা এক সপ্তাহের বেশি চালাতে পারি না। ঐ এক সপ্তাহ কেমন যেন একটা উৎসবের মতো ধারণ করে। অনেক দূর থেকে ড্রাইভ করে বাঙালিরা সিনেমা দেখতে আসেন। সিনেমা শেষে তারা রেস্টুরেন্টে যেয়ে হৈ হল্লা করে পুরোদস্তুর একটা উৎসবে পরিণত করে। দিনশেষে এটাই আমাদের পাওয়া।'

বাংলা সিনেমার জনপ্রিয়তা উত্তর আমেরিকায় ধীরে ধীরে বাড়ছে। এখানকার দর্শকরা বাংলা সিনেমার কোন ধরনের কনটেন্ট দেখতে বেশি পছন্দ করেন, ফরিদা ইয়াসমীনের এমন প্রশ্নে রাজ হামিদ বলেন, 'স্বভাবত কারণেই যে সিনেমায় বিনোদন বেশি সেগুলো দর্শকদের খুব আকর্ষণ করে। আবার আর্ট ফিল্মের প্রতি দর্শকদের একটা আলাদা পছন্দ আছে। তারা আর্ট ফিল্মের মধ্যে একটা মেসেজ খোঁজেন। নিউইয়র্ক উবারে বেড়ানোর সময় অনেক বাংলাদেশি উবার ড্রাইভারের সাথে আমার কথা হয়। তাদের কাছে থেকে আমি অনেক ফিডব্যাক পাই, খুব চমৎকৃত হই।'

ডাক্তারী পড়া সম্পন্ন করেও কেন ফিল্মের দিকে ঝুঁকলেন তিনি-ফরিদা ইয়াসমীনের এমন ভিন্নমুখী প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ফিল্মের প্রতি আমার ঝোঁক অনেক দিনের পুরানো, আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়েছি। মেজর করেছিলাম সার্জারিতে, ইচ্ছা ছিল নিউরো সার্জারি নিয়ে বিদেশে পড়বো। কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগে, নানান জটিলতার কারণে পরে সেটা হয়নি। অভিনেতা গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে আমার আত্মীয় ছিলেন, উনিই আমাকে ফিল্মের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছিলেন। তখন থেকেই মুভির বিশ্লেষণ করা শুরু করেছিলাম, সেই সময়েই ছবির প্রতি মমত্ববোধ শুরু হয়েছিল।'

রাজ হামিদের উদ্যোগ বাংলা সিনেমার প্রচারে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ কেবল বিনোদন নয়, বরং প্রবাসী বাঙালিদের জন্য একতার সেতুবন্ধন তৈরি করছে। ফরিদা ইয়াসমীনের গভীর অনুসন্ধিৎসামূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে সেদিনের লাইভ পর্বটি শেষ হয়। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং শ্রমজীবী মানুষদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডিঙ্কিনস সংখ্যালঘু ও নারীদের মালিকানাধীন ব্যবসার জন্য M/WBE প্রোগ্রাম চালু করেছিলেন।

সোমবার নভেম্বর ১৮, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'গত বছর, আমরা M/WBE-কে রেকর্ড সংখ্যক সিটি কন্ট্রাক্ট প্রদান করেছি এবং সিটি এজেন্সিগুলোর মধ্যে M/WBE পুরস্কারের নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছি। পাঁচটি বরো জুড়ে প্রোগ্রামটিতে মোট $১.৫৯ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছি — যা আমাদের প্রশাসনের প্রথম অর্থবছর ২০২২-এর তুলনায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি।'

তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে, ভিন্ন বর্ণের সম্প্রদায়গুলো সম্পদ সঞ্চয় এবং ব্যবসা শুরু করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। আমরা এমন একটি শহরকে মেনে নিতে পারি না যেখানে ভিন্ন বর্ণের সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের, তাদের সন্তানদের, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ গড়ে তোলার সুযোগ হারায়। এ কারণেই সিটি সরকার M/WBE প্রোগ্রামের মাধ্যমে নেতৃত্ব দিচ্ছে, প্রমাণ করছে যে আমরা তাদের জন্য বিনিয়োগ করতে পারি, একই সঙ্গে নিউ ইয়র্কারদের জন্য উচ্চমানের পণ্য ও সেবা প্রদান করতে পারি। আমরা জানি, যখন ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলোর সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করি, তখন পুরো শহরই লাভবান হয়।'

থ্যাংকস গিভিং ডিনার

শেষ পৃষ্ঠার পর

শেপার্ড নিয়ে ঠিক এই মোক্ষম সময়ে আমাকে ত্যাক্ত করবে। ক্রিস্টাল নামক এই যন্ত্রণা'র সাথে অল্প দিনের পরিচয়! সাদা-রা সাধারনত অচেনা জনকে এড়িয়ে চলে কিন্তু সে এখানেও অন্যথা! মোটেরওপর আমি বন্ধুবৎসল তো নয়ই, উপরোক্ত অপরিচিত লোকের সংস্পর্শে এলে আলগোছে ভুরু কুঁচকে যায়! তারপরও কেন সে আমার পেছনে ঘুরঘুর করছে, বুঝতে পারি না। তাছাড়া কুকুরে আমার ভীষণ ভয়। লুই পাস্তুর সাহেবের ভ্যাকসিনের অভিজ্ঞতা আমার আছে! কাজেই কুকুর দেখলে চৌদ্দ হাত দূরে সরে যাই! দুনিয়ার জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকতেও সে ঠেলাঠেলি করে আমার বেঞ্চে ভাগ বসায়! আমি অভ্যাস মতো কপাল কুঁচকে ওঠে চলে যাই!

পরদিন দেখি, তার সঙ্গী কার্লোসকে নিয়ে আগেভাগে নিদিষ্ট বেঞ্চে এসে বসে আছে! এরপর বেশ ক'দিন একই ঘটনা ঘটে আমিও পাশ কাটিয়ে চলে যাই এবং বেশ দূরত্ব রেখে নতুন আস্তানা পাতি। একদিন বসে আছি তখনও মৃদু কুয়াশার মতো আঁধার জমে আছে চারপাশে। আমাকে প্রায় ঘেঁষে এরা পাশে এসে বসে! আমি বিরক্তি প্রকাশে নড়েচড়ে বসি। গুড মর্নিং'র প্রতিউত্তর করতে যতটুকু ঘাড় না ঘুরালে অসামাজিক দেখায়,দেখি তার হাতে বাঁশকাগজের স্টারবাক্সের কফি ট্রে এবং তাতে তিনটে ধুঁয়া-ওঠা কফি কাপ! তারা সবেমাত্র লোক দুজন! আজ আমি ভুল করে কফি ফ্ল্যাক্স বাড়ি ফেলে আসি এবং সেমুহূর্তে কফির টান বড্ড টের পাচ্ছিলাম! মুখে চমৎকার একটি হাসি ছড়িয়ে একটি কাপ আমার দিকে এগিয়ে ধরে ক্রিস্টাল! আমার মুখের অভিব্যক্তিও একনিমিষে বদলে যায়, এ যেন মনের ভেতর মাত্র জমতে থাকা স্বপ্নটা,অনায়াসে বাস্তবে এসে ধরা দিল! এরপর থেকে প্রায়দিন সকালে ধোয়া-ওঠা কফির কাপে আমাদের গল্প জমে ওঠে। ক'দিন না যেতে থ্যাংকস-গিভিং দিনটি ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আমাদের প্যাচালের পুরোটাই জুরে থাকে সেদিনকার আয়োজনকে চক্র করে! আমাদের বলতে আমি আর ক্রিস্টাল। কার্লোসের শরীর ভালো যাচ্ছে না, তাকে সেদিনের পর দেখিনি!

সকালবেলায় কথা বলতে ভালো লাগে না, তাই ক্রিস্টাল বলে আমি শুনি। সে রান্নাপটু অর্থাৎ আমার বিপরীত ঘরানার লোক সে! আমেরিকার আদি রান্নার রেসিপি তার ঝাড়া মুখস্থ। আদি বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখে পরদিন সে শাদা কাগজে এক গাদা আমেরিকান প্রাচীন রেসিপি লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়, আমি মনেরদুঃখ চেপে রেখে কষ্টহাসিতে তা প্যান্টের পকেটে পুরি! রান্না বিষয়ে আমার কণামাত্র আগ্রহ নেই, আনাড়িও বটে! আর ওই যে হেঁসেলঘরের আতঙ্ক আমার সারাজনমের, মাঝে মধ্যে মনেহয় শক্তিশালী বোমা মেরে হেঁসেলঘর বাড়ি থেকে উড়িয়ে দিই!

এদেশে ঋতু-উৎসবের আয়োজন, খাবারদাবার এমনকি ঘরের পা-পোশ পর্যন্ত উৎসবের রং-ঢঙ্গ মেনে করা হয়, না হলে নাকি জাত থাকে না! আমি উড়াধুড়া প্রকৃতির মানুষ আবার জাতপাতেরও ধার ধারী না! তাই বাধ্যগত শ্রোতা হয়ে ক্রিস্টালের আয়োজনের আধিক্য শুনে মুগ্ধ হবার ভান করি। আমার অভিনয়ের জোরে অবশ্য থ্যাংকস গিভিং ডিনারের দাওয়াত নগদে জুটে যায়। আমাকে তার ডিনারের ফর্দ শুনায়, বিরাট আয়োজন! রোষ্ট টার্কি আর স্টাফিং টার্কির প্রভেদ নিয়ে বড়সড় লেকচার জুরে দেয়!

পরদিন ক্রিস্টাল ঘুরেফিরে সেই একই আলাপ পাড়ে! একই গল্পের পুনরাবৃত্তি আমার মতো স্বল্প ধৈর্যধারী মানুষ কতক্ষণ শয়ে নিতে পারে! আমি গল্পের মোর কৌশলে পাল্টে দিতে তার ছেলের কথা তুলি। অবশ্য ছেলের গল্প বলতে সে সর্বদা দু'পা মুখিয়ে থাকে! তার একমাত্র ছেলে, জোসেফ। দেশের সেরা স্কুল ডিঙ্গিয়ে এখন নেভাদার রিনো শহরে উচ্চপদে চাকুরি করছে! ভীষণ ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু সমস্ত ব্যস্ততা ভাগাড়ে ছুঁড়ে থ্যাংকস গিভিং ডে' তে সে মায়ের কাছে উড়ে আসে। তার এ-বাক্য গত কদিনে কমপক্ষে একশ'বার শুনেছি তারপরও খুশি হবার ভান করি!

থ্যাঙ্কস গিভিং মরসুমে কেনাকাটায় বিশাল ছাড় পাওয়া যায়। এ উৎসবের বাকি আয়োজনে আমার আগ্রহ কম থাকলেও সারাবছর এই মূল্যছাড়ের জন্যে মুখিয়ে থাকি! গভীররাতের আরাম-ঘুম বিসর্জন দিয়ে ছাড়ের লাইনে ঢুলুঢুলু চোখে দাঁড়িয়ে থাকি! এবং অল্প দামে সারাবছরকার প্রয়োজনীয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জিনিসপাতিতে বাড়ির গ্যারাজ ভরিয়ে তুলি! আজও সারাদিন ছুটোছুটি করে কীসব ছাইপাঁশ কিনে বাসায় ফিরতে শীতের দিনের বেলা পড়ে যায়। ক্রিস্টাল ফোনে বেশ তাড়া দিচ্ছিল! এরা গোধূলি লগ্নে ডিনার শুরু করে! আমি চটজলদি গিফট আধাআধি রঙিন কাগজে মুড়ে, ওর বাড়ি গিয়ে পৌঁছি তাও সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়।

কিন্তু তখনও ওর ছেলে বাড়ি ফিরেনি! ফ্লাইট-জ্যাম লেগেছে, কখন পৌঁছে ঠিক নেই! আমরা ক্রিস্টালের বাহারি ট্র্যাডিশনাল খাবারে সাঁজানো টেবিলে বসে ছেলের অপেক্ষায় থাকি।

অপেক্ষা বড়ো দীর্ঘ হতে থাকে! ধীরে ধীরে আমাদের জমে ওঠা গল্পের উচ্ছলতা কমে আসে, ঘড়ির কাঁটা মাঝরাতে যেয়ে ঠেকে! পেটে ক্ষুধা কিন্তু চোখের সামনে টেবিলে থ্যাংকস গিভিং-ডিনার জুরিয়ে শীতল হয়! একসময় আমাদের গল্প একদম ফুরিয়ে গেলে তিনজন চুপচাপ বসে থাকি! এরপর ক্রিস্টাল বিষণ্ণমুখে উঠে চলে যায় এবং ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে! কার্লোস আমার দিকে ঝুঁকে এসে কানের কাছে ফিসফিস করে! ক্রিস্টালের আদতে কোন ছেলে নেই! সে নিঃসন্তান! একটি সন্তানের আক্ষেপে সারাজীবন নিজেকে পোড়াল! বিশেষ করে এরূপ পারিবারিক উৎসবগুলো সামনে এলে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে! এবং থ্যাংকস গিভিং ডে' ঘনিয়ে আসতে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে! সে সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে। এবং তার কাছে কল্পনায় বানানো সন্তানকে নিয়ে রাজ্যের গল্প করে। কল্পিত সন্তানের জন্যে সপ্তাহ ধরে কেনাকাটা করে, নিজহাতে রান্না করে এবং থ্যাংকস গিভিং ডিনারের টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে! বিকেল কেটে রাত আসে, এরপর মাঝরাত! অপেক্ষার ভারে বিষণ্ণ-ক্লান্ত হয়ে ঘুমের ওষুধ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে!

১৬ নভেম্বর প্যাটার্সনের ইয়োথ সেন্টারে শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল খালেকের প্রবাসী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

প্যাটার্সনে শিক্ষক খালেকের সংবর্ধনা

মোহাম্মদ রশিদ

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের বাংলাদেশিবহুল প্যাটার্সন শহরে শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল খালেককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। ১৬ নভেম্বর শনিবার প্যাটার্সন শহরের ইয়োথ সেন্টারে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের বিয়ানী বাজারের ডিএম হাই স্কুলের শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল খালেকের প্রবাসী শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে সম্মানিত এ শিক্ষককে সম্মানিত করা হয়।

প্যাটার্সন শহরের দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান শাহিন খালিকের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সিটির তিনজন কাউন্সিলম্যান এলেক্স মেন্ডেজ, এলিসা মিম, মেয়র এন্ড্রু সায়েগ এবং স্কুল বোর্ডের কমিশনার মোহাম্মদ রশিদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষক আব্দুল খালেকের সাবেক অনেক শিক্ষার্থী তাদের শৈশবের এ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা জানান। আপ্লুত শিক্ষক তাঁর পেশাগত জীবনের সার্থকতা শিক্ষার্থীদের সফলার মধ্যেই খোঁজে পান বলে জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনসুর আহমেদ।

ভারত সফরে আসছেন পুতিন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শিগগিরই ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আজ ক্রেমলিনের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। ক্রেমলিন বলছে, মস্কো এবং নয়াদিল্লি পুতিনের সফরের তারিখ নিয়ে কাজ করছে। আগামী বছরের শুরুতে এ সফর হতে পারে।

সফরের এজেন্ডা সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বিবরণ না দিয়ে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, আমরা সফরের অপেক্ষায় রয়েছি। তারিখ নিয়ে শিগগিরই পারস্পরিকভাবে কাজ করা হবে।

এমন দিনে পুতিনের ভারত সফরের ঘোষণা এলো যেদিন ইউক্রেনের সঙ্গে দেশটির যুদ্ধ ১ হাজারতম দিনে পৌঁছেছে। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।

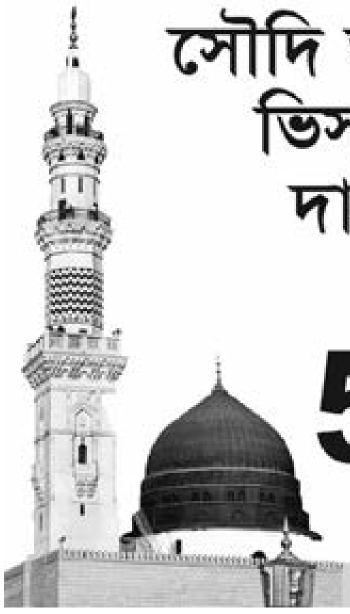

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

৫৯ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: সংকট ও প্রত্যাশা

ইমরান ইমন

৫৮ পেরিয়ে ৫৯ বছরে পদার্পণ করলো অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের তৃতীয় এবং চারটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করা এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়। যা ২৩০০ একরের বৃহৎ পাহাড়ী ও সমতল ভূমি নিয়ে বেশিষ্ট।

প্রতিষ্ঠাকালীন বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও অর্থনীতি—এ চারটি বিভাগ, ৭ জন শিক্ষক ও ২০০ শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হওয়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১০টি অনুষদ, ৪৮টি বিভাগ, ৬টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। অধ্যয়ন করছে প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থী, রয়েছে ৯২০ জন শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য রয়েছে মোট ১৩ টি আবাসিক হল (ছেলেদের ৮টি, মেয়েদের ৫টি) ও একটি ছাত্রাবাস।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে ইতিহাস:
বিশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চট্টগ্রাম বিভাগে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় চট্টগ্রামের অধিবাসিরা স্থানীয়ভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯৪০ সালের ২৮ ডিসেম্বর, কলকাতায় অনুষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সম্মেলনে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সভাপতির ভাষণে চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি' নির্মাণের কথা উপস্থাপন করেন এবং একই লক্ষ্যে তিনি চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার দেয়াঙ পাহাড়ে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মানের জন্য ভূমি ক্রয় করেন। দুই বছর পর, ১৯৪২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নূর আহমদ চেয়ারম্যান বঙ্গীয় আইন পরিষদে চট্টগ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপন করেন।

ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬০-১৯৬৫) প্রণয়নকালে চট্টগ্রামে একটি 'বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মানের স্থান হিসেবে শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত চট্টগ্রাম সরকারি কলেজকে সম্ভাব্য ক্যাম্পাস হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৬২ সালে তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তানের জনশিক্ষা উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ফেরদাউস খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেন। একই বছর, ১৯৬২ সালের নির্বাচনী প্রচারনায় খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরী এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাধারণ প্রতিশ্রুতি দেন এবং নির্বাচন পরবর্তীকালে তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত হলে চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের স্থানে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হওয়ার পর, ১৯৬১ সালের ৭ মে চট্টগ্রামবাসীর উদ্যোগে স্থানীয় মুসলিম হলে এক প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রধান অতিথির ভাষণে চট্টগ্রামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে ৩০ ডিসেম্বর, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ' নামে আরেকটি পরিষদ গঠিত হয়। এই সকল সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ ও স্মারকলিপি প্রদান, পত্রপত্রিকায় বিবৃতি, সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৬৩ সালের ৮ জানুয়ারি, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৬৩ সালের ২৯ নভেম্বর, খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার মনোনীত হন। প্রথমদিকে এ বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালিতে স্থাপনের পরিকল্পনা করা হলেও ১৯৬৩ সালের ১২ ডিসেম্বর, রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের অনুপস্থিতিতে মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে সভাপতিত্বকালে খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরী কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এটিএম মোস্তফাকে বিশ্ববিদ্যালয়টি কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ১৯৬৪ সালের ৯ মার্চ তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের বৈঠকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হয়। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এম ওসমান গণিকে চেয়ারম্যান এবং ডক্টর কুদরাত-এ-খুদা, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম ফেরদৌস খান ও ডক্টর মফিজউদ্দীন আহমদকে সদস্য নির্বাচন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্থান নির্বাচন কমিশন' গঠিত হয়। এই কমিশন সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের জঙ্গল পশ্চিম-পট্টি মৌজার নির্জন পাহাড়ি ভূমিকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হিসেবে সুপারিশ করে। ১৯৬৪ সালের ১৭-১৯ জুলাই পাকিস্তানের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি খান বাহাদুর ফজলুল কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ইসলামাবাদে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সভায় 'স্থান নির্বাচন কমিশন'-এর সুপারিশের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১৯৬৫ সালের ৩ ডিসেম্বর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের প্রাক্তন কিউরেটর ড. আজিজুর রহমান মল্লিককে (এআর মল্লিক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প-পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এরপর ড. আজিজুর রহমান মল্লিক চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ৩নং সড়কের 'কাকাসান' নামের একটি ভবনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের অফিস স্থাপন করেন। ড. আজিজুর রহমান মল্লিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন। ১৯৬৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর, এক সরকারি প্রজ্ঞাপন বলে তৎকালীন পাকিস্তান শিক্ষা পরিদপ্তরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প অফিসে বদলি করা হয়। স্থপতি মাজহারুল ইসলামের 'বাস্তকলা' প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাষ্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১টি দ্বিতল প্রশাসনিক ভবন, বিভাগীয় অফিস, শ্রেণিকক্ষ ও গ্রন্থাগারের জন্য একতলা ভবন তৈরি করার পাশাপাশি শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসনের ব্যবস্থাও করা হয়। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ১৮ নভেম্বর তাই 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালিত হয়ে থাকে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে হাটহাজারী উপজেলায় অবস্থিত হওয়াতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে ১৯৮০ সালে চালু হয় শাটল ট্রেন। আর এ শাটল ট্রেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আকর্ষণ। বর্তমানে বিশ্বের একমাত্র শাটল ট্রেনের বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন রয়েছে ২১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। চবিতে রয়েছে চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। যাতে রয়েছে সাড়ে তিন লক্ষের বেশি বই, দুর্লভ সংগ্রহশালা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ ও অধ্যাপনা করেছেন যার মধ্যে ১ জন নোবেলবিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং একাধিক একুশে পদক বিজয়ী অর্ন্তভুক্ত রয়েছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ৮ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. আজিজুর রহমান মল্লিকের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। ২৪ মার্চ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে প্রাক্তণ ছাত্র সমিতির আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে আয়োজন করা হয় গণসঙ্গীত। ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দখল করে, এবং টানা নয় মাস তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। পাকিস্তানি সেনারা এখানে তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানিয়েছিল। পরবর্তীতে যুদ্ধের শেষে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাফর ইমামের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান চালায় এবং ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের নয়দিন পর ২৫ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানিদের আওতামুক্ত হয়।

১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ৫৮ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক জ্ঞানীগুণীর জন্ম হয়েছে। উপমহাদেশের খ্যাতিমান ভৌতবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম, নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. অনুপম সেন, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক আবুল ফজল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ আলী আহসান, মুর্তজা বশীর, ঢালী আল মামুন, পার্থ বড়ুয়া, সাবেক ইউজিসি চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মান্নানসহ বহু কীর্তিমান মনীষী জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মো. শাহাদাত হোসেন দুটি নতুন মাছের প্রজাতি শনাক্ত করেন এবং প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী রক্ষা ও গবেষণায় অবদানের জন্য শিক্ষক মনজুরুল কিবরিয়া পেয়েছেন দেশি-বিদেশি সম্মাননা। এখনও তিনি সে কাজ করে যাচ্ছেন। ড. শেখ আফতাব উদ্দিনের কম খরচে সমুদ্রের পানি সুপেয় করার পদ্ধতি আবিষ্কার, ড. আল আমিনের লেখা বই যুক্তরাষ্ট্রের ৬টি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেফারেন্স বুক হিসেবে পঠিত, অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান চৌধুরীর বঙ্গোপসাগর নিয়ে মানচিত্র তৈরিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক নিজ নিজ ক্ষেত্রে রেখেছেন প্রতিভার স্বাক্ষর।

এতে পিছিয়ে নেই শিক্ষার্থীরাও। ব্যাঙের নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করে সর্বকনিষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র সাজিদ আলী হাওলাদার, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে চবির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র শাখাওয়াত হাসান ও তার দলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইমরান ইমন লেখালেখিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১১জন সচিব ও ৩০ জন অতিরিক্ত সচিব পদসহ বিভিন ক্ষেত্রে চবি শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব পালন করেছেন। করোনাকালীন জাতীয় দুর্যোগ মুহূর্তে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. রবিউল হাসান ভূঁইয়া করোনা চিকিৎসায় 'প্লাজমা থেরাপি' আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীতে করোনা চিকিৎসায় এ আবিষ্কার দেশ ও বিদেশে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এ বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৬ সালে সুবর্ণজয়ন্তীর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।

চবির অর্জনের বলার মতো অনেক গল্প ও দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে হলে, দেশ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের গৌরবময় অবস্থানে রাখতে হলে চলমান সমস্যা ও সংকটগুলোর সমাধান করতে হবে। আয়তনে দেশের সবচেয়ে বড় ক্যাম্পাস হয়েও পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা না থাকায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। ইউজিসির ৪৬ তম প্রতিবেদন অনুযায়ী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) মোট শিক্ষার্থীর ৭৯ শতাংশেরই নেই আবাসন ব্যবস্থা। অর্থাৎ, মাত্র ২১ শতাংশ শিক্ষার্থীর রয়েছে হলে থাকার সুবিধা। অন্যদিকে চবির হলের রাজনৈতিক সহিংসতা প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমের প্রধান শিরোনাম হয়। তাছাড়া হলের ডাইনিংগুলোতে দাম অনুযায়ী মানসম্মত ও পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের রয়েছে অপ্রতুলতা।

চবিতে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির কালাকানুন নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিযোগের শেষ নেই। অথচ চবির এই লাইব্রেরি দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি। কিন্তু এখানে শিক্ষার্থীদের প্রবেশে এবং লাইব্রেরি সুবিধা নিতে হয়রানির শিকার হতে হয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ও কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগও দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ হলো গবেষণা। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গবেষণায় চবি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গবেষণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট করতে হবে, গবেষণা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

শাটল ট্রেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণসঞ্চারের জায়গা। এ শাটল পিটিয়েই এখান থেকে জন্মেছেন পার্থ বড়ুয়া, এস আই টুটুলরা। কিন্তু শিক্ষার্থী অনুপাতে শাটলে রয়েছে বগি সংকট, রয়েছে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাব। দেখা যায়, শাটলের ভেতরে ফ্যান থাকলেও সে ফ্যান ঘুরে না, লাইট জ্বলে না, নেই কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা। তাছাড়া দীর্ঘ এতো বছর পরও শাটলে বগির সংখ্যা বাড়েনি। অথচ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে। আর এতে শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সম্প্রতি শাটল ট্রেনের ভেতরে সিট না পেয়ে ছাদে ওঠে সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী।

তাছাড়া স্থানীয় জোবরা এলাকাবাসীদের হাতে এখানকার সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনেকটাই জিম্মি। স্থানীয় বাড়িওয়ালা, সিএনজি চালক, রিক্সা চালক, দোকানিরা যেভাবে ইচ্ছা যাচ্ছেতাই স্বেচ্ছাচারিভাবে বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া, খাওয়ার দাম নির্ধারণ করে চলেছে। ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অবিরত।

সমাবর্তন অনুষ্ঠান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের কাছে এ অনুষ্ঠান অত্যন্ত আবেগের ও মর্যাদার। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, দেশের এই শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়টির ৫৮ বছরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছে মাত্র ৪টি! এক্ষেত্রে চবি এতো পিছিয়ে আছে কেন! উপাচার্যরা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কেন সমাবর্তন অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হচ্ছেন?

প্রতিষ্ঠার এতো বছর পরও বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির আধুনিক যুগেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে সেই মান্ধাতার আমলের সিস্টেমে। শিক্ষার্থীদের এখনও লাইনের পর লাইনে দাঁড়িয়ে ফি জমা দিতে হয়, হলে হলে দৌড়াতে হয় রেজাল্ট বা প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য। চবির পুরো কার্যক্রমকে অনলাইন ব্যবস্থার আওতায় আনা এখন সময়ের দাবি।

সম্প্রতি একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চবিতে দিনদিন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পরীক্ষার জন্য আবেদন করেও পরীক্ষা দিচ্ছেন না শিক্ষার্থীরা। আবার বারবার ভর্তির জন্য ডাকা হলেও সিট খালি থেকে যাচ্ছে, ভর্তির জন্য পাওয়া যাচ্ছে না শিক্ষার্থী। এমনটা কেন হচ্ছে সেটা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়মুখী করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

চলমান এ সমস্যা, সংকটগুলোর সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদ্যোগী হবে—এটাই প্রত্যাশা। বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি, চলমান সমস্যা ও সংকটসমূহ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন—এটাই প্রত্যাশা। ৫৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি কামনা করছি। জয়তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নিতে চায় না, আ.লীগ নেয়নি, অন্যরাও না

কাকন রেজা

মেট্রোরেলের এমআরটি-৫ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় যা ফ্যাসিস্ট রেজিমে করা তা ছিলো প্রায় পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সে ব্যয় পুনর্মূল্যায়নের পর তা দাঁড়ালো প্রায় আটচল্লিশ কোটি টাকার মতন। ব্যয় কমলো প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, এই সাত হাজার কোটি টাকা কোথায় যেত। উত্তরে বলবো, এমন প্রশ্ন করাটা বোকামি। কারণ, আপনারা জানেন টাকার গন্তব্য কোথায় ছিলো। কিন্তু প্রশ্ন করেননি এতদিন। অনেককিছু জেনেও চুপ ছিলেন। উল্টো প্রশ্ন করি কেন ছিলেন?

মেট্রোরেলের দুই স্টেশন মেরামতের খরচ বলা হয়েছিলো চারশ কোটি টাকা। লেগেছে একুশ কোটি টাকা। বাকি তিনশ উনআশি কোটি টাকা কোথায় যেত, তাও আপনারা জানেন। বুঝলাম, আপনারা বুঝতে পারেননি তাই বলেননি। এখন বুঝতে পেরেছেন তাই বলছেন। কিন্তু বিএনপির জোট সরকারের সময়, যে পদ্মা সেতুর ব্যয় ধরা হয়েছিলো বারো হাজার কোটি টাকা, সেই ব্যয় কেন চুয়াল্লিশ হাজার কোটিতে ঠেকলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কি? তোলেননি। কেন তোলেননি, এ প্রশ্নের উত্তরে তো বলতে পারবেন না বিএনপি জোট আমলে কত টাকা ব্যয় ধরা হয়েছিলো আমরা জানি না।

অথচ আপনাদের প্রশ্ন তোলার শেষ নেই। পেঁয়াজ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, আলু নিয়ে হা-হুতাশ করছেন, যানজট নিয়ে কথা তুলছেন। বলছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার কথা। কিন্তু বলছেন না, হাজার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়ের কথা। তিন মাসে বিশাল বড় সংখ্যায় নিয়োগ হলো, ছিয়াশি হাজারের উপরমানুষ চাকরি পেলো, সে কথা। বলছেন না, আগের মতন রিজার্ভ ভেঙে ঋণের টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে না, সে ব্যাপারে। রেমিট্যান্স বেড়েছে সাথে বেড়েছে রিজার্ভ, সে কথা বলছেন না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সহায়তা করতে চাচ্ছে, সে কথা বলছেন না।

কী বলছেন, 'সংখ্যালঘু'র উপর আক্রমনের কথা। কিন্তু বলছেন না মানুষ কখনো সংখ্যালঘু হয় না। আমাদের একটা রাষ্ট্র আছে, রাষ্ট্রের পরিচয়ে আমরা সবাই নাগরিক। এটা আমাদের মূল পরিচয়। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় গণ্য করে কাউকে আনডিউ প্রিভিলেজ দেয়ার উপায় এদেশে নেই, এমন কথা বলছেন না। বলছেন না, আমাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংখ্যায় কম মানুষেরা বরাবরই শান্ত স্বভাবের, তাদের দ্বারা সেনাবাহিনীর উপর এসিড নিক্ষেপ সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা নেই। তাহলে কারা সেনাবাহিনীর উপর এসিড হামলা চালালো, সে বিষয়টা বলছেন না কেউ। প্রশ্ন তুলছেন না, এরা কারা? মাজার ভাঙার একটা ট্রেন্ড শুরু হয়েছিলো, এটা যদি ধর্মীয় কারণে হতো তাহলে এখন নিশ্চয় বন্ধ হতো না। কিন্তু হঠাৎ করেই হুজুগ উঠলো, কিন্তু যখন উদ্দেশ্য ও কারণ চিহ্নিত হওয়া শুরু হলো তখনই থেমে গেলো। কেন উঠলো বা কেনই থেমে গেলো সেই কারণটা কেউ খুঁজছেন না এবং তা নিয়ে বলছেন না।

এসব প্রশ্ন করা এবং আসল প্রশ্নের জবাব না খোঁজা মাথামোটা'র লক্ষণ। এসব এখন আর চলে না। চলে না বলেই মাজার ভাঙায় নিয়োজিতরা ক্ষান্ত দিয়েছেন। কদিন পরে যারা হিন্দুত্ববাদী স্লোগান দিচ্ছেন, দেশে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সৃষ্টি করার পায়তারা করছেন তারাও ক্ষান্ত দিবেন। মানুষকে দীর্ঘ সময় বোকা বানানো যায় না। ভারতীয় বংশোদ্ভুত অ্যামেরিকানদের কথাতেও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, কারা কোন উদ্দেশ্যে মাজার ভেঙেছে এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির চেষ্টা করছে। গণমাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভুত এক ব্যবসায়ীকে উদ্ধৃত করে যে, তারা বাংলাদেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দিতে ট্রাম্প প্রশাসনের উপর প্রভাব খাটাবে। প্রভাব খাটানোর কারণ একটাই হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর কথিত নির্যাতন। আমি আরো কয়েকটি লেখায় বলেছি, ফ্যাসিজমের প্রত্যাবর্তনে রাজনৈতিক কোনো পথ আপাতত খোলা নেই। একমাত্র পথ হলো ধর্মীয় দাঙ্গা সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে ভারতের সহায়তায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করা। ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের কথায় অন্তত তাই প্রমাণ হয়।

তবে প্রত্যাবর্তনের পথ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে খোলা নেই সত্যি। আমরা তাই ভাবি এবং বলি। রাজনৈতিক গতিপ্রবাহে এটাই সত্যি। কিন্তু আমাদের দেশে সত্যিটাও কখনো মিথ্যা হয়ে যায়। কীভাবে হয় তা আমরা চোখের সমুখেই দেখতে পাচ্ছি। জুলাই বিপ্লবে দেড় হাজারের উপরে ছাত্র-জনতা শহীদ হয়েছেন। সেই শহীদদের চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা কি দেখতে পাচ্ছেন কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে? এমনকি সবয়েছে বড় দল বিএনপিও এ ব্যাপারে তৎপর নয়। মুক্তিযুদ্ধের পরও শহীদদের যথাযথ তালিকা করা হয়নি। আওয়ামী লীগ করেনি। ত্রিশ লাখ শহীদের কথা বলা হলেও, তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। যারফলে শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ওঠেনি এই কারণে যে, মুক্তিযুদ্ধ কোনো একক দলের যুদ্ধ ছিলো না, ছিলো সেনাবাহিনী-ছাত্র-জনতা'র সম্মিলিত জনযুদ্ধ। তাই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বলে দাবিদার আওয়ামী লীগের এ ব্যাপারে তেমন মাথাব্যথা ছিলো না। যেমন নেই চব্বিশের শহীদের চিহ্নিতকরণে প্রধান দাবীদার খ্যাত বিএনপির। ঘটনা একই। সবাই রাজনৈতিক কৃতিত্ব চায়, শহীদ ও আহতদের দায়িত্ব নিতে চায় না। মুক্তিযুদ্ধের পর যেমন ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দাপট বেড়েছিলো। ভারতে যারা পালিয়ে ছিলেন, তারা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছিলেন। তাদের দাপটে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা হয়ে পড়েছিলেন কোনঠাসা। চব্বিশোত্তর বাংলাদেশেও সেই একই চিত্র দেখছি।

শহীদ ও আহত, যাদের রক্তের বিনিময়ে দেশ মুক্ত হয়েছিলো একাত্তরে এবং এবার হয়েছে চব্বিশে। তাদের মর্যাদা রক্ষা ও শহীদদের পরিবার এবং আহতদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া না করেই ক্ষমতায় যাবার ধান্ধায় ছিলো রাজনীতিবিদরা। যার ফলে একাত্তরেও বিপ্লবী সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি, চব্বিশেও না। একাত্তর যাদের স্মৃতিতে নেই, তারা চব্বিশ দেখেই একাত্তর বিষয়ে আঁচ করতে পারবেন। ঘটনা পরম্পরা প্রায় একই। এখনো প্রতিদিন শহীদের মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। সেদিনও আহত আব্দুল্লাহ শহীদের মিছিলে শরিক হলেন। অথচ এই শহীদদের রক্ত ঘ্রাণ না মুছতেই ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক স্টেক হোল্ডাররা। কোনমতে একটা নির্বাচন দিলেই ক্ষমতা নিশ্চিত, সেই ক্ষমতার চিন্তায় বিভোর তারা। তাদের ভাবনায় নেই একাত্তরের পর চটজলদি রাজনৈতিক সরকার গঠন চরম পতনের পথকেই নিশ্চিত করেছিলো। ৭১ থেকে ৭৫, মাত্র চার বছরেই থেমেছিলো রাজনৈতিক সরকারের পথচলা। যারা ক্ষমতায় ছিলেন সে সময়, তাদের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে একুশ বছর সময় লেগেছিলো। আমাদের দেশে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। একুশ বছর ক্ষমতায় ফিরতে না পরা আওয়ামী লীগও সে শিক্ষা নেয়নি বলে আবার তাদের চরম পতন ঘটলো। বিএনপিও সম্ভবত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চায় না।

মধ্যপ্রাচ্যের আগুন যুদ্ধের সমাধানের পথ আরও অনেক দূর!

মোহাম্মদ আবু নোমান

ফিলিস্তিনের গাজার শিশুরা ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাতেও শিউরে উঠছে, ভয় পায় আকাশ থেকে আগুন বোমা পড়ার আশঙ্কায়। গাজাবাসী বাড়িঘর, স্কুল, কলেজ, কাজ-কর্ম, হাসপাতাল, এমনকি আশ্রয়শিবির ছেড়ে বোমা হামলা থেকে বাঁচতে আশ্রয়ের জায়গা খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন। যুদ্ধ ফিলিস্তিনেই সীমিত থাকেনি; ইতোমধ্যেই তা লেবানন হয়ে ইরাক, ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিদিন শত শত মানুষ ইসরায়েলের বোমার আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে। তাই বিশ্ব পর্যবেক্ষক মহলের আশঙ্কা, এ যুদ্ধের শেষ পরিণতি কী? এমন আশঙ্কাও অমূলক নয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা ডিঙিয়ে অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

যুদ্ধ থামানোর গল্প ও শান্তি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরঙ্কুশ জয়ে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবারের নির্বাচনী প্রচারে অনেক অনেক নীতিগত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও বেশির ভাগ সময় তিনি নিজের নীতি নিয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। মুসলিম-আমেরিমানরা এ বিশ্বাসেই ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন, ট্রাম্প ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। মিশিগানে এসে ট্রাম্প নিজে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আবারও হোয়াইট হাউজে ফেরায় ট্রাম্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও পররাষ্ট্রনীতি কী হতে পারে, সে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে বিস্তর। এর পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে চলমান যুদ্ধ-সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে কিনা, সেটি নিয়েও কৌতূহল বাড়ছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বন্ধের ক্ষেত্রে তিনি কী পদক্ষেপ নেবেন, তা নিয়ে আশা-নিরাশার দোলাচলে আছেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন ও লেবাননের বাসিন্দারা।

আরব বিশ্বের দেশগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে হতাশাজনক। ফিলিস্তিনিরাও তো আরব। বলা যায়, আরব দেশগুলোর ঘরের মাঠেই ভায়াবহ এ যুদ্ধের ঘটনা ঘটছে এবং তা ঘটছে দীর্ঘদিন ধরেই। ইসরায়েল যদি ফিলিস্তিনিদের ওপর এ ধরনের বর্বরোচিত আচরণ চালিয়ে যায়, তাহলে আরব দেশগুলোর সম্মান কোথায় থাকে? এটাকি 'আরব বিশ্বের দেশগুলোর লজ্জাজনক অক্ষমতা' নয়?

বিশ্বে বৈষম্য, শোষণ, দমন ও হত্যার ভূরি ভূরি উদাহরণ থাকলেও ইসরায়েলিরা নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যে বর্বর আচরণ করে যাচ্ছে, এমন নজির আর নেই। হলোকাস্টের সময় নাৎসিরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যে ধরনের আচরণ করেছিল, সেটাই হয়তো এর একমাত্র তুলনা হতে পারে বলে ধরে নেয়া যায়। গাজাবাসীদের সঙ্গে ইসরায়েলিরা যা করছে, তার সঙ্গে হলোকাস্টের পার্থক্য কী?

মধ্যপ্রাচ্য উত্তেজনা বা যুদ্ধাবস্থা আরববিশ্বকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া কিংবা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শঙ্কাও বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে আগে থেকেই গুঞ্জন রয়েছে বিশ্বমহলে। ট্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারে ইউক্রেনের মতো মধ্যপ্রাচ্যে 'শান্তি' ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি জিতলে গাজায় ইসরায়েল-হামাস এবং লেবাননে ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধ বন্ধ করবেন বলে জোর দাবি করেছেন। কিন্তু কীভাবে এ যুদ্ধ বন্ধ করবেন, সে বিষয়ে কোনো কিছু বলেননি।

আমেরিকার ফ্লারিডার মার এ লাগো ক্লাবে আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি ইনস্টিটিউটের এক অনুষ্ঠানে গত ১৪ নভেম্বর নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডেনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তার প্রশাসন। বক্তৃতাকালে ট্রাম্প বলেন, আমরা মধ্যপ্রাচ্যের সহিংসতা বন্ধেও কাজ করতে যাচ্ছি। পাশাপাশি রাশিয়া ও ইউক্রেনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। কেননা এই যুদ্ধ থামাতে হবে। রাশিয়া-ইউক্রেন উভয়কেই থামতে হবে বলেও কড়া বার্তা দিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট।'

তবে প্রথম মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনের সময় ট্রাম্পের কট্টর ইসরায়েলপন্থি নীতি বিবেচনায় নিলে শঙ্কার জায়গাও রয়েছে। এই ট্রাম্পই ইসরায়েলকে খুশি করতে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস তেল আবিব থেকে সরিয়ে এনেছেন জেরুজালেমে। ওয়াশিংটনে পিএলও-এর কূটনৈতিক মিশন বন্ধ করে দিয়েছেন। ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের সহায়তাকারী জাতিসংঘ সংস্থার সব মার্কিন অনুদানও তিনি আটকে দেন। সিরিয়ার গোলান হাইটসে ইসরায়েলের অধিগ্রহণ ও পশ্চিম তীরের সব অবৈধ স্থাপনায় তিনি স্বীকৃতি জানান। গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর তিনি নেতানিয়াহুকে ফোন করে বলেছিলেন, 'কাজটা শেষ করো।' নির্বাচনের ১০ দিন আগে তিনি নেতানিয়াহুকে 'তোমার যা ভালো মনে হয়' করার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে খুব একটা পরিবর্তন হবে না।

সমালোচকদের আশঙ্কা, মধ্যপ্রাচ্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আরও উসকে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ২০২০ সালের শেষে দিকে আব্রাহাম চুক্তিকে সামনে নিয়ে এসেছেন সমালোচকরা। আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে ট্রাম্পের উদ্যোগে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ চুক্তিতেও ফিলিস্তিনিদের দাবিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গেছেন ট্রাম্প।

সম্প্রতি ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফা বিজয় ইসরায়েলকে দারুণ উল্লসিত করেছে। রাস্তায় বিলবোর্ডে লেখা, 'ট্রাম্প, মেক ইসরায়েল গ্রেট!' তাদের সে বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করে ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মতরিচ বলেছেন, ট্রাম্পের এই জয়ের অর্থ হলো পশ্চিম তীরকে ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করার সময় এসেছে। শুধু সংযুক্তি বা এনেক্স নয়, এই অঞ্চলের ওপর ইসরায়েলের সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি নিশ্চিত করার সময় এসেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে বিশেষ করে ফিলিস্তিনে ইসরায়েল এই মুহূর্তে যে বর্বরতায় মত্ত, তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বিশ্বব্যাপী সমালোচিত ও প্রশ্নবিদ্ধ। গত এক বছরের কথাই যদি ধরা যায়, দেখা যাবে ইসরায়েল শুধু ফিলিস্তিনিদেরই হত্যা করেছে ৪২ হাজারের বেশি। সমগ্র ভূখ্ল ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে যুদ্ধাপরাধ, প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। এ নিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে কণ্ঠ উচ্চকিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোয় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। কিন্তু কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না তাকে। এ ইস্যুতে বারবার দেখা গেছে আমেরিকার ইসরায়েলের পক্ষাবলম্বন। এমনকি তারা ইসরায়েলকে অস্ত্র ও সেনা দিয়ে সহযোগিতা করছে প্রকাশ্যেই।

গাজার সড়কগুলো এখন ব্যবহারের অনুপযোগী। বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, ওষুধ নেই, খাবার নেই। চারদিকে যতদূর চোখ যায় কেবল ধ্বংসস্তূপ, আর সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা লাশের গন্ধে বাতাস ভারী। কয়েক সপ্তাহের নিষেধাজ্ঞার পর সামান্য পরিমাণ খাদ্য ও নিত্যপণ্য প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। যখন অভুক্ত ফিলিস্তিনিরা এই সামান্য খাবার সংগ্রহের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়, তখন তাদের ওপর গুলি ও আকাশ থেকে বোমা হামলার ঘটনাও ঘটেছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু করার পর উপত্যকাটির সঙ্গে সব সীমান্তপথ বন্ধ করে দেয় দেশটি। পরে ইসরায়েল কয়েক সপ্তাহ সেখানে কোনো ত্রাণসামগ্রী ঢুকতে দেয়নি। ত্রাণ সংস্থাগুলো বলছে, তখন থেকে গাজায় সহায়তা সামগ্রী পাঠাতে ব্যাপকভাবে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। উত্তর গাজায় 'পুরোদমে দুর্ভিক্ষ' শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। ইসরায়েলের অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে গাজাবাসী দীর্ঘদিন ধরে বাইরের খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এরই মধ্যে এ উপত্যকায় যুদ্ধ শুরু করার পর সেখানে মানবিক সহায়তা সরবরাহের ওপর ব্যাপকভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ইসরায়েল।

ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্ল্যাসিফিকেশনের (আইপিসি) ও ডব্লিউএফপি এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ চূড়ান্ত রকম ক্ষুধার শিকার এবং ইতোমধ্যে অর্ধেককে উন্নীত হয়েছে।

ত্রাণ সহায়তায় নিয়োজিত সংস্থাগুলো বলছে, ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় উত্তর গাজার অধিকাংশ চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র বা হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন সেখানকার বাসিন্দাদের বেশির ভাগ। সেই সঙ্গে উপত্যকাটিতে বিদেশি সাংবাদিকদের প্রবেশের ওপর ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞা থাকায় সেখান থেকে মৃত্যুর সঠিক তথ্য জোগাড় করা কঠিন।

সাইদ সিয়াম নামের গাজা সিটির এক বাসিন্দা গণমাধ্যমকে বলেন, দৈনিক এক বেলা মূলত কুমড়ার স্যুপ খেয়ে বেঁচে থাকছেন তারা। বাজারে ফলমূল, শাকসবজি ও মাংস নেই বললে চলে। অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গেছে যে, তারা হয়তো আর কখনোই সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না। শিশু মৃত্যু সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং এটা ভয়াবহ যে, শিশুদের কান্না করার মতো শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের অতীতের নীতিগত অবস্থান থেকে এটি স্পষ্ট যে, তারা পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে আগ্রহী নয়। এখন দেখার বিষয় ট্রাম্পের নির্বাচনের আগের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও একসঙ্গে ইসরায়েলের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থন প্রদর্শন এবং গাজা যুদ্ধের অবসানের চেষ্টা কীভাবে করেন। যদিও এ নিয়ে স্পষ্ট করে কোনো কথা এখন পর্যন্ত তিনি বলেননি।

ভাতের অধিকার ও গণতন্ত্র

চিররঞ্জন সরকার

বহু বছর আগে সেই ব্রিটিশ যুগে কাজী নজরুল লিখেছিলেন, ‘ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন।’ আসলে পেটের খিদে নিয়ম, আইন, বিবেক, বিচার কোনো কিছুই মানে না। তাই তো প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে, খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। এর থেকে বোধ হয় আর কোনো অসহায়তা নেই। খালি পেটে কেউ তত্ত্ব শুনতে চায় না। কাওয়ালিও না। মানুষ সবার আগে খেয়ে-পরে বাঁচতে চায়। যদি পকেট খালি থাকে, ঘরে খাবার না থাকে, তাহলে সব রকম সংস্কারই অসার হিসেবে বিবেচিত হবে। রুটি-রুজির প্রশ্নে মানুষ সব সময়ই আপসহীন।

তাই বলে মানুষের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে, ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাটের বন্দোবস্ত চালু রেখে একটা বিশেষ শ্রেণিকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি কি বহাল থাকবে? না, সেটাও থাকা উচিত নয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি এগিয়ে নিতে হবে। কর্তৃত্ববাদের অবসান ঘটাতে হবে। ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ করার মতো বিধিব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ জন্য রাজনৈতিক-প্রশাসনিক-আইনি সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রুটি-রুজি, জননিরাপত্তাকে কোনোমতেই উপেক্ষা করা যাবে না। দুটো একই সঙ্গে এগিয়ে নিতে হবে। একটা বাদ দিয়ে আরেকটি নয়। যদি নিরাপদে বেঁচে থাকা এবং ভাতের ব্যবস্থা না করে কেবল রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যাবতীয় তৎপরতা, তাহলে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে অসামঞ্জস্য বা ফাটল সৃষ্টি হতে বাধ্য।

মানুষ কিন্তু খুবই কষ্টে আছে। বিশেষ করে জিনিসপত্রের দাম নিয়ে। আলু ৭০-৮০ টাকা কেজি। ভারত থেকে শত শত টন পেঁয়াজ আমদানির পরও এর দাম ১০০ টাকার আশপাশেই ঘোরাফেরা করছে। যে পাঙাশ মাছকে একসময় গরিবের খাবার বলা হতো, সেটাও বর্তমানে অনেকের কাছে স্বপ্ন। ব্রয়লার মুরগির দাম গরিব মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। মোটা চাল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা কেজি। সয়াবিন তেল ২০০ টাকা, ৪০-৬০ টাকার নিচে কোনো সবজি নাই, শাক কিনতে গেলে ১৫-২০ টাকা আঁটি, চিনি ১৫০ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে লোডশেডিং। অনেক জেলা-উপজেলায় দিন-রাত মিলিয়ে ৮ ঘণ্টাও বিদ্যুৎ থাকে না! কিন্তু মাস শেষে অনেক টাকার বিদ্যুৎ বিল গুনতে হয়।

মধ্যবিত্তরা এখন বাজারে গেলে নিজেদের নিম্নবিত্ত ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না। আর গরিবদের কথা তো যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। চারদিকে হতাশা। আয়ের হিসাব সংকীর্ণ হলেও ব্যয়ের হিসাব ফুলেফেঁপে বড় হচ্ছে। অসহায় মানুষ কোথায় যাবে? কার কাছে ভরসা চাইবে?

দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের কাছে সংবিধান, সুশাসন, সংস্কার ইত্যাদির কোনো উপযোগিতা নেই। যদি রাষ্ট্র তাদের কাছে দাবি করত বশ্যতা, আর বিনিময়ে দিতে চাইত দুই বেলা পেটভরে খাওয়ার মতো ভাত? তারা কি বলতেন না, তোমরাই আমাদের বাপ-ঠাকুরদা-দুলাভাই, যা বলবা, তা-ই করব, শুধু চারটা খেতে দাও বাপ! ছেলেমেয়েগুলো যদি স্কুল অবধি পৌঁছাতে পারে, পড়তে দিয়ো; শরীর নিতান্ত কাবু হলে হাসপাতালের মেঝের এক কোণে শোয়ার মতো জায়গাটুকু যেন পাই! এসবের বিনিময়ে রাষ্ট্র যদি কারও মাথা কিনতে চায়, তবে আপত্তি করত কোন আহাম্মক?

আসলে গণতন্ত্র, সুশাসন, বাক্‌স্বাধীনতা, কালো আইন—অনেকটাই ‘মধ্যবিত্ত বিলাসিতা’। বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের বেশির ভাগই এসব নিয়ে ভাবার অবসর পায় না। তারা স্বৈরাচার-আর আমের আচারের পার্থক্য খুঁজতে যায় না। দুই বেলার অন্ন সংস্থানের জন্য তারা যেকোনো কিছু বিনিময় করতে পারে।

তবু আমরা গণতন্ত্র, সুশাসন, বাক্‌স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাই। কারণ, প্রকৃত গণতন্ত্র চায় জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, আইনের শাসন পালন করতে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে। দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ববাদী শাসন উদার গণতন্ত্রের পরিবর্তে এক অনুদার গণতান্ত্রিক আবহে আমাদের নিক্ষেপ করেছে। পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক অধিকার এবং আইনবহির্ভূতভাবে ভোটাধিকার হরণের একটা প্রথা গড়ে উঠেছে। সুশাসনের অভাবই আমাদের সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সুশাসনের মাধ্যমে জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারে, অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদা মেটাতে পারে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক সাম্য, নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজ এবং রাজনৈতিক স্থিতি প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু আমরা বর্তমানে সেখান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি।

রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করেন না, বরং তাঁর অধিকার দাবি করেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা এই অবস্থান থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছি। অন্য সব অধিকারের পাশাপাশি আমাদের ভাতের অধিকারও গেছে। দেশে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। অনেকের নিয়মিত আয় নেই। অথচ জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে কোনোমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই একমাত্র আরাধ্য হয়ে পড়ছে। তাতে করে রাষ্ট্র সংস্কার, জবাবদিহিমূলক দল ও প্রশাসন গঠনের উদ্যোগগুলো জনপ্রিয় হচ্ছে না। এগুলোকে বকেয়া রেখে সবাই চাইছে কেবল ন্যূনতম নিরাপত্তা নিয়ে খেয়ে-পরে বাঁচতে!

অনেকের কাছেই নতুন সংবিধান, আইন-প্রশাসন-রাষ্ট্র সংস্কারের বাগাড়ম্বর অর্থহীন—বস্তুত দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে, অথবা সেটুকুও না খেয়ে থাকার যন্ত্রণাটুকু ছাড়া গোপন করার মতো কিছুই যাঁদের নেই—তাঁদের এই অধিকার থাকল না গেল, তাতে কী-ইবা এসে যায়?

গত কয়েক মাসে মূল্যস্ফীতির হার ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু মানুষের আয় বাড়েনি। ফলে বাজারে খাদ্য থাকলেও দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে তা কিনে খাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এ কারণেই আমরা টিসিবির দোকান ও ট্রাকের সামনে নারী-পুরুষের লম্বা লাইন দেখি।

কাজেই সব ধরনের বাগাড়ম্বর বাদ দিয়ে প্রত্যেক নাগরিকের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশে অধিক খাদ্য ফলানো কিংবা অধিক আমদানি করলেই ক্ষুধা সমস্যার সমাধান হবে না। খাদ্য ক্রয়ে নাগরিকদের সামর্থ্য বাড়ানোর কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। আর মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্র সংস্কারের আদর্শগত সাধনার চেয়ে নিরন্নদের ক্ষুধা মেটানো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি কথা, যে অধিকারের মূল্য মানুষই বোঝে না, রাষ্ট্র কীভাবে তাকে স্বীকার করে নিতে পারে, তাকে অলঙ্ঘনীয় বলে মেনে নিতে পারে? এখানে বলা ভালো, এই ভূখণ্ডে সর্বজনীন ভোটাধিকার কিন্তু সাধারণ মানুষের দাবির কারণে হয়নি। বরং ভোটার লিস্টে নামের বদলে কয়েক কেজি চাল বাড়িতে এলে ঢের খুশি হতেন অনেকেই। কিন্তু তদানীন্তন নেতৃত্ব এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে পরাধীন দেশের সব প্রজাকে স্বাধীন দেশের নাগরিক করে তোলার, তাঁদের গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় শামিল করাটা অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা মনে করতেন রাষ্ট্রকে স্বপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব বুঝে নিতে হয়। মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের দেশের নেতৃত্ব গত কয়েক দশকে ঠিক উল্টো মেরুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। ভোটের অধিকারও কেড়ে নিয়েছেন। অভুক্ত মানুষেরও যে অধিকার আছে যেকোনো মৌলিক অধিকারই অলঙ্ঘনীয়, তা অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা হয়েছে। রাষ্ট্রের কাছে হাত পাতা ছাড়া যাঁদের উপায়ান্তর নেই, তাঁরাও যে প্রজা নন, নাগরিক; গণতান্ত্রিক পরিসরে রাজনীতিতে তাঁদের যে সমান অধিকার আছে, সেটা ভুললে চলবে কেন? অথচ রাষ্ট্র তাঁদের পোষ মানিয়ে রাখতে চেয়েছে। সবার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেকোনো দাবি তুললেই রাষ্ট্র ধরে নিয়ে যেতে পারে, খুন করতে পারে, গুম করতে পারে বা নিদেনপক্ষে বন্ধ করে দিতে পারে ভর্তুকির দাক্ষিণ্যটুকু। সত্যিই পারে কি না, সেই প্রশ্নটা তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। এই ভয়টুকু তৈরি করে দিতে পারলেই যথেষ্ট। নিজেদের দাবি পেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াবেন তাঁরা। অথবা আরও বেশি করে ঢুকে পড়তে চাইবেন কোনো এক নেতার বা দলের ক্লায়েন্টেলিজমের সামন্ততান্ত্রিক ছত্রচ্ছায়ায়। তাতে শেষ অবধি সমাজেরই ক্ষতি।

অধিকার আদায়ের কণ্ঠ দুর্বল হলে গণতন্ত্র দুর্বল হয়। আর গণতন্ত্র দুর্বল হলে মানুষের অধিকারের লড়াইগুলোই বা লড়বে কে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BANGLABAZAR JAME MASJID, INC.
A Non-Profit Organization. Ein #31473
1351 Odell Street, Bronx, NY 10462
Phone: (347) 293- 5858

October 29th.2024
Dear Members,
As-Sala-mu-alai-Kum. This flyer is addressing all members of the executive committee, advisory committee, life members, active monthly members and paid members of Bangla Bazar Jame Masjid. We would like to inform you that Bangla Bazar Jame Masjid Inc. is calling yearly general meeting,
all the above members are cordially invited to attend the yearly general meeting.

Agenda1: Annual general report
Agenda 2: Raise Funds for expansion.
Agenda 3: miscellaneous
Venue: 2nd Floor of the Bangla Bazar Jame Masjid
Date: Sunday December 1st 2024
Time: 10.30AM
Kindly bring Photo Id and Life Members Number/Monthly Members Number to Attend the Genenal meeting.
Jazak-Allah khair
Sincerely,

Dr. Abdus Sabur
President BBJM

Md. Lalon Ahmed
Ge. Secretary

শুশ্রুষা

হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মধ্যে বৃষ্টি ভেঙে বেরিয়ে এসো,
দ্যাখো কিভাবে সে আসে ভিজিয়ে যায়!

মাঝেমাঝে আনন্দ ও সুখের উল্লাস ফেলে বেরিয়ে
এসে জানো,
দুঃখকে ফুল ভেবে মালা গাঁথতে গিয়েও কত কান্নার
জন্ম হয় প্রতিদিন!

অজস্র পলিময় হাড় ভাঙতে ভাঙতে তুমি
হয়ত জানতে পারনি
ছায়াযুদ্ধ আর কফিনের মাঝে যে বিস্তীর্ণ রুক্ষ মরু,
সমস্ত আহত শব্দেরা শুয়ে আছে
সেখানেই -
তাদের শুশ্রুষার জন্য সেখানেই হেঁটে চলে বেড়ায়
কবিতা'রা'ও ...!

চলে আসার পেছনে

দীপংকর গৌতম

চলে আসার পেছনে একটি অঙ্ক থাকে
একটি চাপা কান্নার পাতলুন থাকে
পতাকার মতো ওড়ে সে পাতলুন আর কষ্টের গান গায়
তোমরা কি তার ভাষা বোঝো?

আমি কোনো কিছুই না বুঝে গাড়িতে উঠে পড়ে দেখি
একটি ভাস্কর্য-ইট কাঠের সে ভাস্কর্য
এক সময় অদৃশ্য হলেও
বস্তু জগতে ভাস্কর্যতে বিদায়ের আবাহন থাকে।
আমি কোনো কিছুই না বুঝে দেখি
বেদনার রাতগুলো একটা একটা অমীমাংসিত
শোকসভা বসায়

সবহারা মানুষের কারও কাছে
একটি অব্যক্ত চাপা কান্না চিন্তার চৌকাঠে
লেগে থাকে একটা বর্ষণমুখর বৃষ্টির অপেক্ষায়—

উপাসনা

বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত

কেউ তো আছে-আরাধ্য,পূজনীয়
খোঁজা আর খোঁজাতেই
প্রান্তে জীবন

আলোহীন পথে পথিকের হাহাকার
জপমালা গোনে
ঘরে ঘরে ছিন্ন সেতারে সেঁটে থাকা ভয়
অসুখের অন্ধকার; সর্বস্ব হারানো ব্যথায়
ভারী মন ঘড়ির কাঁটার কাছে চেয়ে নেয়
কিছুটা সময়

অবলুপ্ত সুখ চেয়ে ক্যাকটাসের টবে
আজও কেউ পুঁতে রাখে
মল্লিকার তনয়

এইটুকু ভালোবাসা নিয়ে
বেঁচে আছে জীবনের ক্ষয়িত প্রণয়!

বিশ্বাস

শরিফুজ্জামান পল

বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে
যদি ফিরো এক বিকেলে
শাহবাগে রমনার বটমূলে,
তবুও আসবো না কোনদিন
হৃদয় পোড়াতে প্রেমের আগুনে।

গোলাপ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
চলে গেছ সুখের আহবানে,
সেদিন থেকেই মৃত আমি
এখন একা চলি পৃথিবীর বুকে!

নীল আকাশ চন্দ্র সূর্য আর
চুল দোলা দখিনা বাতাস,
সব হারিয়ে আমি নিঃস্ব
চলে এসেছি জীবিত লাশ হয়ে
মুক্ত করে দিয়ে তোমাকে।

স্বর্গে দাঁড়িয়েও যদি ডাকো
তবুও ফিরব না কোনদিন
ভুলেও বিশ্বাস করব না আর;
একবার হৃদয় পুড়লে-
থাকে না ভয় নরক যন্ত্রণার।

অক্ষমতা

আবদুল বাতেন

আগ্নেয়গিরি, জলন্ত! ডিঙ্গাতে পারে যে মানুষ
সহজে সে কারো
স্পর্শ আবিরে রাঙাতে পারে না, কী আজব!

সাঁতরে যেতে পারে যে জন, হাঙরভর্তি নদী
সে সাহস, তাঁর শূন্য
উত্তাল আলিঙ্গনে, চুমু চন্দ্রিমায়; হায় আফসোস!

বিস্তর লেখাজোখা, নামে বেনামে; নানা ভাষায়
পৃথিবীর মিষ্টিতম কবিতা
যে প্রেম, সেটাই সে ছুঁড়ে ফেলেছে; জীবনভর।

স্মৃতিনিবাস

হরেকৃষ্ণ দে

একটা সুক্ষ্ম ছিদ্র,
যে ছিদ্রের ভেতর অনায়াসে নিজস্ব একটা পৃথিবী
ডুবে যায়,
আলোয়িত হয় হৃদমণ্ডল।

পাখির ডানায় সমস্ত ঋণ ভেসে বেড়ায়,
জেগে ওঠে মনের সুদক্ষ শ্রমিক,
বহন করতে থাকে এক একটা সংক্রামক দিন
গেঁথে যায় দিন মাস বছর।

ঘুমের ভেতর যন্ত্রণার জলরঙ
ছেড়ে যাওয়া অতীতের তৈলচিত্রে খুঁজতে থাকে
সেই সুক্ষ্ম ছিদ্রে জীবনের ব্যাপন-
অভিস্রবনের তফাৎ.....

পোস্টমর্টেম

তুহীন বিশ্বাস

চোখের কালো দাগে দুঃখ খুঁজি;
কত নির্ঘুম রাত আছড়ে পড়ছে ওখানে,
শুকিয়ে গেছে দুঃখী নোনাজল কপোলে
আর চিন্তার ভাঁজ স্থায়ী হয়েছে কপালে।

ওই নীল ঠোঁটে ভয়ানক কষ্ট খুঁজি;
বিষাক্ত কীটের আঁচড় এঁকেছে মানচিত্র,
সময়ের নিশ্বাসে ঝরে পড়েছে দীর্ঘশ্বাস
কতটা রক্তাক্ত হলে বিলীন হয় অস্তিত্ব।

শবদেহের কাপড়ে ইতিহাস খুঁজি;
মেলানো যায় না অতিক্রান্ত প্রহরগুলো,
অসমাপ্ত জীবনাঙ্ক দ্রোহের কথা বলে
বড্ড জটিল কুটিল গাণিতিক সূত্রটা।

সভ্যতায় লুকিয়ে থাকা নষ্ট খুঁজি-
কলঙ্কিনীর হারানো দিনপঞ্জির পৃষ্ঠায়,
সম্পূর্ণ নিখোঁজ সভ্য মানুষের পদচিহ্ন
পোস্টমর্টেমে শুধু পশুত্বের ছাপ স্পষ্ট।

তোফায়েল তফাজ্জল

হাটু গেড়ে সামনে বসলে

না, এরা ধূলির ঘর, পাট বা ধইঞ্চের বংশধর
ভেঙে ফেলবে, কেটে সমূলে উপড়িয়ে ফেলবে।
লতা জাতীয় গাছও নয় এখান সেখান থেকে সাফ
করে শুকিয়ে জ্বালিয়ে করবে নির্মূল, নির্বংশ।
এরা অশ্বথ বা বটবৃক্ষ, প্রতিবাদী, কাঠ-কুড়ুলে লড়াকু;
পুড়ে যাওয়া ভস্ম থেকেও জীবিত হয়ে
সেইসব পাখি হয়ে কলরবে মেতে উঠবে মাঠে।
বঙ্গ বাহাদুর বা শার্দুল সুরতে ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকালয়ে।
কেউটে, শঙ্খচূড় হয়ে প্রতিশোধ নেবে পথেঘাটে।

তাই, গুহা-গর্ত মাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ার আগেই
নাও সময়োপযোগী পদক্ষেপ,
ভেঙে দাও এদের কোমর বা বিষদাঁত
যাতে না হয় নীলাভ আপামর জনগণ বা আগামী।
আর সংশোধন হয়ে এসে হাটু গেড়ে সামনে বসলে
দেখাও অদৈন্য উদারতা।

নীলাশার নীল আঁচল

অলোক আচার্য

আমার সামনে এক প্লেট নুডলস রাখা। অনেকক্ষণ আগে সম্ভবত রান্না হয়েছে। একবার মুখে নিয়েই রেখে দিয়েছি। একেবারে ঠান্ডা। এসেছি নীলাশাকে পড়াতে। নীলা ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। আমি ফিজিক্স পড়াই। এসেই শুনলাম নীলাশা নেই। শপিং করতে গেছে। আমি এই সময় পড়াতে আসবো জেনেও নীলাশা শপিং করতে গেছে ভেবে একটু অবাক হলাম। নীলাশা অতটা কেয়ারলেস না।

নীলাশার বাড়ির কাজের মেয়েটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওর নাম ফরিদা। ফরিদার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা বেশি স্বাভাবিক না।কিছু একটা বলতে চায়। মেয়েটা যাচ্ছে না। হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটা চায় কি? মনেতো কোনো না কোনো উদ্দেশ্য আছেই! মুখ দেখে অনেক কিছু বোঝা যায়।

'ভাইজান, নুলডসটা খান। একবার মুখে দিয়াই রাইখা দিলেন। কনতো গরম কইরা আইনা দেই?'

'গরম করতে হবে না। তুমি যাও। নীলাশার জন্য আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।'

'তাইলে স্যার চা দেই এক কাপ। দুধ দিয়া ঘন কইরা চা দেই। স্পেশাল চা?'

'আমার চা লাগবে না। তুমি যাও। অন্য কাজ করো।'

'আমার কুনো কাজ নাই।'

'আচ্ছা কাজ না থাকলে টিভি দেখ। আমি অপেক্ষা করি।'

'অপেক্ষা কইরা লাভ নাই স্যার। ঘটনা ঘইটা গ্যাছে।'

'কিসের ঘটনা?'

'আফনে জানেন না স্যার?'

'না তো।'

'এইডা কেমুন কথা হইলো। আফনে হইলো আফার মাষ্টার। তাছাড়া আফনি তো আফারে পছন্দও করেন। আফনাকে কয় নাই আফা?'

আমার বুকটা ধ্বক করে উঠলো। আমি যে নীলাশাকে পছন্দ করি বা একটা সরলরৈখিক একতরফা সম্পর্ক আছে সেটা এই মেয়েটা জানার কথা না।

'আফার তো বিয়া ঠিক হইছে। বর আমরিকায় থাকে। সিটলে।'

'সিটল না ওটা সম্ভবত সিয়াটল হবে।'

'জ্বি, ঠিক বলছেন স্যার। বিয়ার পর সোজা সিটলে উইড়্যা যাইবো। স্যার, আফার বিয়া হইলে আমারও বিয়া দিব। বড় স্যারে কইছে।'

'খুব ভালো কথা। তোমারও পাত্র রেডি? বিদেশে থাকে?'

'জ্বী না। আমার পাত্র এই দেশেই থাহে।'

'ওহ আচ্ছা।'

'পাত্রও রেডি স্যার।'

'বল কি?'

'জ্বে মানে পাত্র যদি রাজী থাক, তাইলে-' এ কথা বলেই ফরিদা দৌড় দিল।

আমি হতাশ হয়ে উঠে বাইরে এলাম। যদিও হতাশ হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। নীলাশার বিয়ে হবে এটাই স্বাভাবিক। ওর বর কোনো পয়সাওয়ালা হবে এটাও স্বাভাবিক। অথচ সেই স্বাভাবিক বিষয়টাই মনে খচ খচ করছে। দু'জনের সম্পর্কটা যে স্যার আর ছাত্রীর বাইরেও কিছুটা বেশি সেটা দু'জনেই বেশ ভালো জানে। কিন্তু সম্পর্কটা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যে চাইলেই হাঁসের মতো জল ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

বাইরের ঘরে বসে আছেন নীলাশার বাবা মইনুদ্দিন সাহেব। সন্ধ্যার আধো-আলোতে বসে ড্রিংকস করছেন। হুইস্কির বোতল সামনে রাখা। সেখান থেকে তিনি আমাকে ডাক দিলেন। 'এই যে মাষ্টার..!'

আমি ঘুরে তাকালাম। তারপর তার দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখে মনে হলো তিনি প্রচণ্ড ড্রাঙ্ক হয়ে আছেন, হাতের ইশারায় আমাকে তার সামনে বসতে বললেন। আমি বসলাম। তারপর হুইস্কি ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

বললাম, 'আমি এসব খাই না।'

'আরে খাও খাও। এই বয়স থেকেই তো শুরু করতে হবে।'

'হয়তো! কিন্তু এসব কেনার টাকা সবার পকেটে থাকে না।'

কথাটা শুনেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। 'ঠিক বলেছ, পয়সা লাগে। আসলে কি জানো মাষ্টার? নেশার টাকা ভূতে যোগায়। তুমি শুধু সেই ভূতটাকে খুঁজে বের করবে। ব্যস! সারা জীবন মাল খাবে। ওহ, মাল শব্দটা ঠিক যায় না। সরি।'

বলেই তিনি হাসতে লাগলেন। আমি প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছি।

'নীলাশার পড়া শেষ?'

'না। ও নেই।'

'নেই মানে? কোথায় গেছে? আজকাল তো আমাকে কিছুই বলে না। ও শোনো, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। নীলাশার বিয়ে ঠিক করেছি। এই বয়সী মেয়ে কখন কী করে বসে ঠিক নেই। এই বয়সে মন হয় উড়নচন্ডী টাইপের। যার তার সাথে উড়ে যেতে চায়। ধর, তোমার সাথেও যেতে পারে। তখন তো আমি সাবধান হয়ে লাভ নাই।'

'কি বলেন এসব?'

'ঠিকই বলি। আমি জানি তুমি নীলাশাকে পছন্দ কর। আর নীলাশাও তোমার প্রতি খানিকটা দুর্বল। কতখানি দুর্বল সেটা বলতে পারবোনা। তবে দুর্বল এটা আমি নিশ্চিত। আমি জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছি। তুমি একটা ভ্যাগাবন্ড টাইপের। তোমার সাথে উড়াল দিলে তো আমি শেষ! আমার রাজত্ব শেষ। কি বল? ঠিক কি না?'

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে আছি। দেখি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামেন।

'নীলাশার হবু স্বামী থাকে সিয়াটলে। বিয়ের পর ওরা চলে যাচ্ছে। ওকে আর পড়ানোর দরকার নেই। ইউ মে গো নাউ। আমি আরও এক পেগ গলায় ঢালবো।'

আমি উঠে আসি। মনে মনে বললাম, ঢাল ইচ্ছা মতো গলায় ঢাল।শালা, শয়তান একটা।

কিছুটা বিরক্ত মনে বেরিয়ে আসছিলাম। তখনই নীলাশা হাসি মুখে ঢুকলো। নীল একটা শাড়ি পড়েছে। চোখে কাজল দিয়েছে। এককথায় চমৎকার লাগছে।

'স্যার চলে যাচ্ছিলেন? আমি তো বলেই গিয়েছিলাম কাজের মেয়েটাকে আপনাকে যেন একটু অপেক্ষা করতে বলে। আমি একটু ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। নুডুলসটা খেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, মানে না। ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।'

'চলেন, আপনাকে নতুন করে বানিয়ে দিচ্ছি। স্যার, বাবার সাথে কথা হয়েছে?'

'হয়েছে। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে কেন?'

'সত্যি কথা বলবো?'

'হু।'

'আমি বাবাকে বলেছি আমি প্রেগন্যান্ট। আর আপনি এর জন্য দায়ী!'

আমার পা দু'টো হঠাৎ টলতে লাগলো। বলে কি এই মেয়ে?

'ভয় পেয়েছেন স্যার? ভয় পাবারই কথা। আমি কিন্তু ভয় পাই নি।কারণ মিথ্যেটা আমি খুব ভালো বলতে পারি।'

'কেন বাবাকে মিথ্যা বলেছ?'

'যাতে বাবা আপনার সাথে আমার বিয়ে দেন, সেজন্য। বাবা বিয়ের ব্যাপারে কিছু বলেনি?'

'বলেছে তোমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। তোমার হবু বর সিয়াটলে থাকে। বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে উড়াল দিবে। হুইস্কি খেতে দিয়েছিল। আমি খাইনি।'

'ও আচ্ছা। বাবা মিথ্যে বলেছেন। আসলে তিনি ড্রিংকস করে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামাল দেবার চেষ্টা করছেন। রাগ করেছেন?'

'না।'

'বাবা আপনাকে উল্টো বলেছে।'

'তোমাদের কাজের মেয়েটাও তো বললো।'

ওকেও সেটাই শেখানো হয়েছে। এবার চলেন পড়তে বসি। সামনেই তো পরীক্ষা। নীলাশা আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে থাকে। আমি একধরনের ঘোরের মধ্যে নীলাশার হাত ধরে হাঁটতে থাকি।

ZAMZAM TRAVEL US
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

Luxurious Five Star
HAJJ PACKAGE: 2025-HIJRI 1446

Double	Tripple	Quad
$11999	$10999	$10500

MAKKAH (0 Meter) MADINAH (0 Meter)

Stay Details: (17 Days) 28 MAY 2025-13 JUNE 2025

- Makkah: 28 May-31 May, 5 Star Hotel Near of Harram Makkah Hotel/Makkah Tower, Clock Tower or Similar
- Aziziyah: 31 May-09 June, 5 Star Hotel Holiday Inn or Similar
- Madinah: 09 June-13 June 5 Star Hotel Millennium Al Aqeeq or Similar

Package Features

Ticket : Saudi Airlines Economy (Dhaka to Jeddah to Madinah/Jeddah to Dhaka)
Personal Bus Service : Makkah to Mina to Arafat to Mujdalifa to Zrunarat Hotel.
Food : Breakfast, Dinner & Lunch International-Buffet
Sightseeing : Makkah & Madinah with Guide.
Tabu : VIP
Others : Mec-Med-Med Airport transport by GMC/Bullet Train, Visa.

Documents Required
1. Bangladeshi Valid Passport.
2. Photograph Passport Size Photo Background (White & Light).
3. Blood Group.
4. Contact Number.

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্জ করার সুবর্ণ সুযোগ...

Gifts
Scarf For Ladies -
Travel Bag -
Passport Bag -
Hajj & Umrah Books -

VISION 2030 رؤية
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

REGISTER
FOR THE HAJJ 2025
US PASSPORT HOLDERS
STEP BY STEP GUIDANCE SERVICE

نسك
nusuk
HAJJ 2025

Zam Zam Travel US is thrilled to announce that registration is now open for Nusuk Hajj 2025, in collaboration with top Hajj companies.

Special Luxurious Five Star
UMRAH PACKAGE 2025

Departure: Jan 22nd, 2025 JFK - JED | Return: Jan 29th, 2025 MED - JFK
Departure: Jan 29nd, 2025 JFK - JED | Return: Feb 06th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 12th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 18th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 26th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 25th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025 JFK - JED | Return: Mar 3rd, 2025 MED - JFK

RAMADAN UMRAH PACKAGE 2025

	1st Group	2nd Group	3rd Group	Special
Quad	$3,699	$3,799	$5,899	$4,399
Tripple	$3,899	$3,999	$6,399	$4,699
Double	$4,099	$4,199	$6,899	$5,399
Departs	Feb 27, 2025	Mar 08, 2025	Mar 19, 2025	Mar 14, 2025
Return	Mar 10, 2025	Mar 19, 2025	Apr 01, 2025	Mar 24, 2025
	Madinah - 4 Days | Makkah - 6 Days	Madinah - 4 Days | Makkah - 6 Days	Madinah - 3 Days | Makkah - 9 Days	Madinah - 4 Days | Makkah - 4 Days

WORLDWIDE VISA SERVICES
• Expert Team • Premium Support
• Verified Visa Checklist • Perfect Visa Application Service

SAUDI ARABIA 10 YEARS MULTIPLE ENTRY VISA
- Stay Up to 180 Days Per Entry
- Perform Unlimited Umrah
- Business Travel & Exploration
- Explore Educational Opportunities
- Visit Family and Friends
- Travel To Any City

INDIA VISA PROCESSING

SCHENGEN VISA PROCESSING

SAUDI ARABIA VISA PROCESSING

UAE | VISA PROCESSING
• 30 DAYS VISA • 2 YEARS VISA • 5 YEARS VISA • 10 YEARS VISA

UAE-DUBAI | FULL PACKAGE TOUR PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • SIGHTSEEING • GUIDANCE SERVICES

3 STAR & 5 STAR
UMRA | FULL PACKAGE PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • ZIARAT • GUIDANCE SERVICES

Bangladesh Plaza
37-15, 73 Street, Suite # 207
Jackson Heights, NY 11372

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY
TOP 10
ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE
2022
LAW FIRM

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
21 November 2024, Thursday, Issue 401
২১ নভেম্বর ২০২৪, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

এনটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানকে গতকাল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়

জিয়াউলকে ‘বসনিয়ার কসাই’ কারাদজিচের সঙ্গে তুলনা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

জিয়াউল আহসানসহ ৮ সাবেক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর শুনানির সময় এ মন্তব্য করেন চিফ প্রসিকিউটর।

ঢাকা ডেস্ক

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানের কর্মকাণ্ডকে বসনিয়া-হার্জেগভনিয়ার 'কসাই' রাদোভান কারাদজিচের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আইসিটি) চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম।

বুধবার (২০ নভেম্বর) জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন ও এনটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানসহ ৮ সাবেক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর শুনানির সময় এ মন্তব্য করেন চিফ প্রসিকিউটর।

জানা যায়, এ সময় ট্রাইব্যুনালে ক্ষিপ্ত আচরণ করেন জিয়াউল আহসান। তবে সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনসহ অন্য ৭ আসামি শুনানি চলাকালে নিরব ছিলেন।

শুনানিতে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, জিয়াউল আহসান বিভিন্ন সময় র‍্যাবের বিভিন্ন পদে ছিলেন। সর্বশেষ তিনি এনটিএমসির মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের গুম, গুমের পরে নিয়ে গিয়ে পৈশাচিক নির্যাতন, হত্যার পরে লাশ ডিসপোজাল করা, এসব কালচারের জনক ছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে যারা বিরোধী দলে থেকে বিভিন্ন সময় কথা বলার চেষ্টা করেছে, তাদের তিনি একের পর এক পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করেছেন, গুম করেছেন, বছরের পর বছর আটকে রেখেছেন। তাদের মধ্যে বহু মানুষ আজও ফিরে আসেননি।

শুনানি চলাকালে শেষদিকে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন জিয়াউল আহসান। ওই সময় তাকে বসাতে গেলে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন তিনি। আদালত এজলাস ছাড়ার আগে জিয়াউল আহসানের আইনজীবী নাজনীন নাহার ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "জিয়াউল আহসান কথা বলতে চান।

এ সময় কাঠগড়ায় ক্ষিপ্ত জিয়াউল আহসান বিচারকদের লক্ষ্য করে বলেন, আমি আয়নাঘরে কখনো চাকরি করিনি। আমি টেকনিক্যাল দায়িত্বে ছিলাম।

এ সময় আদালত বলেন, তদন্ত চলছে। আপনার আইনজীবী আছে। আইনজীবী বলার পর প্রয়োজনে যোগ করবেন।

শুনানি ও আদেশ শেষে এনটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। বিচারপতিরা এজলাস ছাড়ার পর দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা আসামিদের কাঠগড়া থেকে হাজত খানায় নেওয়ার জন্য যান।

এ সময় জিয়াউল আহসান তাদের বলেন, কেউ আমাকে ধরবে না, কাছে আসবে না। তোমরা মার খেয়েছো, ভবিষ্যতে আরও খাবে। আমাকে জেলা খানায় কাগজ-কলম দেওয়া হয় না। আমি লিখবো। আমাকে কাগজ-কলম দিতে হবে। আমার বিরুদ্ধে যা বলেছে, তা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

থ্যাংকস গিভিং ডিনার

জাকিয়া শিমু

আমার পায়ের তলায় সরষে আঁটা, হাঁটাহাঁটি না করলে একদিনও চলে না! বাড়িঘেঁষা এভার গ্ল্যাডস, তার মাঝবরাবর নীলজলে উপচেপড়া হাঁসেরডানার মতো শান্তশীতল বহতা হ্রদ, মাথার উপর খোলা আসমান। এখানে আমি প্রায়দিন ভোরের নীলচে আভার সাথে বাজী ধরে মাইল দুই হেঁটে হ্রদঘেঁষা নির্দিষ্ট একটি বেঞ্চে বসে, ভানু দর্শনের অপেক্ষায় থাকি। হাতে ধরা থাকে ধুঁয়া-ওঠা এক মগ কফি। ভোরের এসময়টি আমার সারাদিনের ব্যস্ততা বয়ে নেবার শক্তি যোগায়। সূর্য ওঠি ওঠি করছে' ধ্যানীজ্ঞানী দূরে থাক, এসময়ে সাক্ষাৎ নরকদেবীও বোধহয় সব ভুলে পশ্চিম আসমানের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়! কিন্তু ক্রিস্টাল ব্যতিক্রম! আমি হিসেব কষে দেখেছি, সে তার ষাড়গরু সমান জার্মান

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

এরিক অ্যাডামস্

ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং শ্রমজীবী মানুষদের সমর্থনে-M/WBE প্রোগ্রাম

এইচ বি রিতা

নিউ ইয়র্কারদের ব্যবসা সম্প্রসারণ গত সপ্তাহে সংখ্যালঘু ও নারীদের মালিকানাধীন ব্যবসা উদ্যোগ (M/WBE) প্রোগ্রামে রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে অ্যাডামস্ প্রশাসন। ২০২৪ আর্থিক বছরে (FY24), শহরটি M/WBE চুক্তিতে $৬.৪ বিলিয়ন বরাদ্দ করেছে এবং মেয়র অ্যাডামসের OneNYC লক্ষ্য অর্জনের দিকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে, যা FY26 সালের মধ্যে $২৫ বিলিয়ন M/WBE সিটি চুক্তি বরাদ্দের লক্ষ্য রাখে। প্রোগ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত সম্প্রদায়গুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করে আসছে। তবে এবছরও প্রোগ্রামটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রগ্রামটি ভিন্ন বর্ণের সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করা মালিকদের স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। তিন দশক আগে, মেয়র ডেভিড

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

সিনেমার চাইতে শক্তিশালী মাধ্যম আর কিছু নেই

দরদের মুক্তি

সোহানা নাজনীন

রাজ হামিদ

"সিনেমায় একটা বার্তা থাকে, সিনেমার প্রতি এটাই আমার মুগ্ধ হবার কারণ। একজন নির্মাতা এবং পরিচালক সিনেমার মাধ্যমে সামাজিক গঠনমূলক পরিবর্তন আনতে পারেন, এটাই সিনেমার শক্তি"-কথাগুলো বলেছেন 'বায়োস্কোপ' ফিল্ম ব্যবস্থাপনার কর্ণধার রাজ হামিদ। গত ১৪ নভেম্বর প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। দেশের মুক্তিপ্রাপ্ত জনপ্রিয় সিনেমাগুলো উত্তর আমেরিকায় দেখার সুযোগ করে দেয়াই রাজ হামিদের কাজ। মেডিক্যালের ছাত্র এবং পেশায় ডাক্তার হয়েও রাজ হামিদ উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমা দেখানোতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

১৫ নভেম্বর 'দরদ' সিনেমার প্রিমিয়াম ছিল নিউইয়র্ক কুইন্স এর কিউগার্ডেনে। সিনেমা সম্পর্কে রাজ হামিদ জানান, অনন্য মামুন এবং তার টিমের বানানো 'দরদ' সিনেমাটি একটু ভিন্নভাবে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে। নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেন, লং আইল্যান্ডের হিক্সভিলে সিনেমাটি দেখানো হবে। তিনি বলেন, 'উত্তর আমেরিকাসহ চারটি মহাদেশে 'দরদ' সিনেমা দেখানোর দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। নিউইয়র্ক, লং আইল্যান্ড, লস এঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, বোস্টন, শিকাগো সহ বেশ কয়েকটি শহরে মুক্তি দিচ্ছি। ক্যানাডায় পাঁচটি শহরে পরের সপ্তাহে মুক্তি পাবে। সিনেমায় নায়কের জটিল ও রোমান্টিক চরিত্রে আছেন মেগাস্টার সাকিব খান। আরো আছেন বম্বের নায়িকা সোনাল চৌহান, টালিউডের পায়েল সরকার। এই দুই ভারতীয় নায়িকার সাথে পাল্লা দিয়ে সাকিব খান নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। সাকিব খান 'তুফান'

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক: মনজুরুল হক। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮-৩০৮-৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com